সম্পূর্ণ বাংলায় অনুবাদিত "দাবিক"

DABIQ

১৪ সংস্করণ

১৪৩৭ রজব



মুরতাদ

ব্রাদারহুড

১৪ তম সংস্করণ

সূচিপত্র

ইরাকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ জ্বলেছে মাত্র এবং এর উত্তাপ আল্লাহর অনুমতিক্রমে কেবলই তীব্রতর হতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা দাবিকে ক্রুসেডার বাহিনীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে।

আবু মুস'আব আয-যারক্বাওয়ী ﷺ

ফিচার

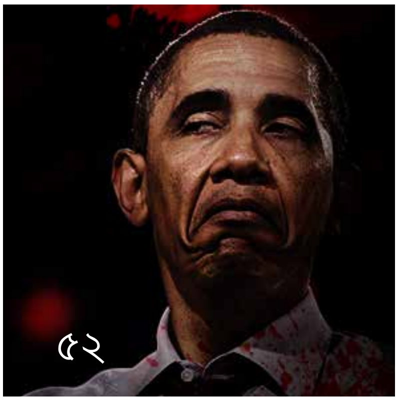




প্রবন্ধ সমূহ

স্পেশাল





৩০ জুমাদা আল উলা

নির্বাচিত সেরা ১০

ALHAYAT

দাওলাতুল ইসলামের উলাইয়াত সমূহ হতে প্রকাশিত সেরা ১০ ভিডিও

১ম
سبقني ولدي
আমার ছেলে আমার চেয়ে অগ্রবর্তী হয়ে গেলো



উলাইয়াত: হালাব

২য়
الأمن والأمان بدولة الإسلام
দাওলাতুল ইসলামে শান্তি এবং নিরাপত্তা



উলাইয়াত: নাইনাওয়া

৩য়
إلى النور
আলোর দিকে



উলাইয়াত: হালাব

৪র্থ
خذ من أموالهم صدقة
তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ আদায় করো



উলাইয়াত: তারাবুলুস

৫ম
غزوة أبي بصير القرشي تقبله الله
আবু বাসির আল-কুরাইশীর লড়াই



উলাইয়াত: সালাহউদ্দিন

৬ষ্ঠ
هم العدو فاحذرهم 4
ওরা দুশমন, ওদের ব্যাপারে সতর্ক হোন ৪



উলাইয়াত: আর-রাক্কাহ

৭ম
غزوة أبو طيبة الأنصاري
আবু তায়্যবাহ আল-আনসারী লড়াই



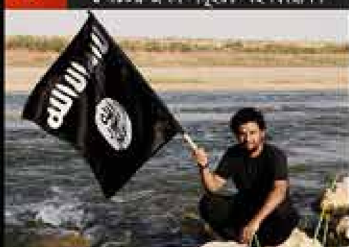
উলাইয়াত: আল-আনবার

৮ম
لن ينفعكم الفرار
পলায়ন করা তোমাদের কোন কাজে আসবে না



উলাইয়াত: আল-খাইর

৯ম
الحاملين جراح أمتهم
উম্মতের জখম সমূহকে বহনকারীগণ



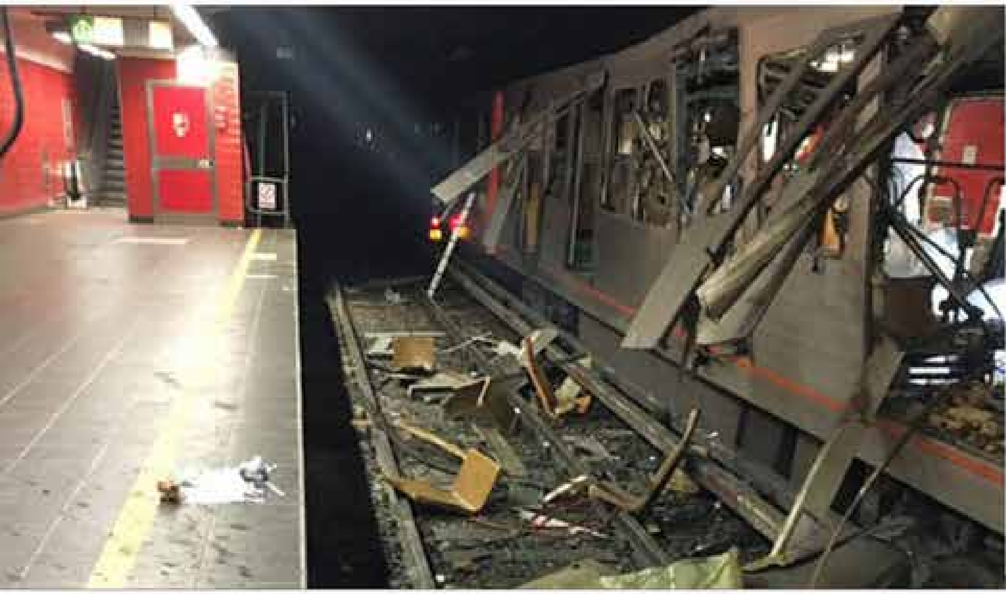
উলাইয়াত: সালাহউদ্দিন

১০ম
نصر من الله وفتح قريب
আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়



উলাইয়াত: উত্তর বাগদাদ

টুইটার হ্যাশট্যাগ@ #أخبار_الخلافة







সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল মোহাম্মাদ ﷺ এর ওপর এবং তার পরিবার ও তার সাথীদের ওপর।

প্রায় দুই বছর ধরে, খিলাফাহ'র ভূমিতে মুসলিমরা তাদের প্রিয় ভাই, বোন ও শিশুদের ওপর ক্রুসেডারদের যুদ্ধবিমানগুলো থেকে নির্মমভাবে বোমাবর্ষণ হতে দেখছে। হত্যাকাণ্ড, রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলিমদের শরীরের রক্ত ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এই দৃশ্যগুলো মুমিনদের জন্য স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে উঠেছে। প্রতিশোধের প্রবল আকাঙ্ক্ষার বীজ রোপিত হয়েছে ও তা শোকার্ত বিধবা, নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতর এতিম এবং গম্ভীর সৈনিকদের অন্তরে প্রতিনিয়ত বেড়ে উঠছে; এবং এখন তার ফল ঘরে তোলার পালা।

ক্রুসেডাররা দাবি করে যে তারা বিশ্বের সকল অত্যাচারিত জনগণের জন্য "স্বাধীনতা" ও "ন্যায়পরায়ণতা" এর মানদণ্ড প্রদান করবে, প্রকৃতপক্ষে তাদের অত্যাচারের কোন সীমা থাকে না যখন তারা মুসলিম উম্মাহর দিকে তা পরিচালিত করে। উম্মাহর ক্রোধ তাদের উপর পড়া এবং তাদের বাস্তবতা সম্পর্কে জাগ্রত করা শুধু সময়ের ব্যাপার ছিলো।

একজন মুসলিমের মৃত্যু, সমাজে তার ভূমিকা যাই থাকুক না কেন, মুমিনের কাছে দুনিয়ার সকল কাফিরদের হত্যার চেয়েও বেশি গুরুতর। আর শরিয়াহ যেখানে সকল কাফিরদের ভূমিতে আক্রমণের জন্য আহবান জানায়, তখন নিশ্চিত ভাবেই যে সকল কাফির জাতি সরাসরি খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত নয় তাদের পূর্বে আগ্রাসনকারী জাতি সমূহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । এটা একটি সুস্পষ্ট বাস্তবতা। দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়ানো যেকোন কাফিরকে হত্যা করা হবে, কোন দয়া এবং করুণা ছাড়াই, যতক্ষণ না কোন মুসলিম ক্ষতির স্বীকার হয় এবং শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়।

ইউরোপের প্রাণ, ব্রাসেলস, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। এর প্রাণশক্তির রক্ত মাটিতে ঝরানো হয়েছে এবং মুজাহিদিনদের পদতলে তা পদদলিত হয়েছে। কয়েক বছর আগে ইরাকে যে আগুন জ্বলেছিল এখন সেটা বেলজিয়ামের যুদ্ধক্ষেত্রে জ্বলে উঠেছে, খুব শীঘ্রই তা ছড়িয়ে পড়বে ইউরোপ এবং পশ্চিমের অন্যান্য ক্রুসেডারদের মধ্যে। প্যারিসের ঘটনা ছিল সতর্কবার্তা । ব্রাসেলস ছিল স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। আর সম্মুখে যা আসছে, আল্লাহর অনুমতিতে সেটা হবে আরও বিধ্বংসী এবং আরও তিক্ত, আর আল্লাহ নিজ কাজে প্রবল থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। আধুনিক সময়ে কঠিনতর যুদ্ধ সমূহে অতিবাহিত বছর সমূহ হতে শিক্ষা গ্রহণ করে, দাওলাতুল ইসলামের



সৈনিকগণ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে তাদের নিজেদের ভূমিতে মৃত্যু ও ধ্বংসের কঠিন দিনগুলোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহর সৈনিকগণ যাদের নিকট পৌঁছাবেন, বুলেট ও স্প্লিন্টার তাদেরকে চিরে ফেলবে এবং বিদ্ধ করবে। যারা বেচে যাবে তারা শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত হবে, তারা চোখ বন্ধ করলে, কিংবা চোখের পলক ফেললেই আতংকিত হবে, দুঃসহ স্মৃতিগুলো তাদের মনে ঘোরাফেরা করবে। বোমাগুলো, যেগুলো স্থাপন করা হয়েছিল সঠিক স্থানগুলোতে সেগুলোর বিস্ফোরণের পর, সাইরেনের শব্দ বাতাসকে ভারী করে তুলবে। তাদের অর্থনৈতিক, তাদের অবকাঠামোগত ও তাদের আয়ের উৎসগুলোর ক্ষয়-ক্ষতি তাদের জীবনযাত্রাকে কষ্টদায়ক করে তুলবে যা তারা এখন কল্পনা করছে তার চেয়েও বেশি। এবং এটা সেখানেই শেষ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর আইন পূর্ব থেকে পশ্চিমে পৌঁছাবে এবং মুসলিমরা অপবিত্র কাফেরদের পদদলিত করে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করবেন।

শয়তানের দাসের মত নয়, যারা তাদের সকল ক্ষণস্থায়ী শক্তি দ্বারা আঘাত করে এরপরও তাদের ক্ষণস্থায়ী পরিণতিকে ভয় পায়, যেখানে আর-রহমানের বান্দারা তাদের মালিকের সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত এবং তাঁর কবুলের ব্যাপারে আশাবাদী। সেই কাফিররা যারা মনে করে তাদের বোমা ও প্রক্সি সৈন্যরা দাওলাতুল ইসলামকে থামিয়ে দিবে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে খিলাফাহ'র সৈনিকরা নিজেদেরকে আত্মসমর্পণ করেছে সবকিছুর স্রষ্টা এবং মহাবিশ্বের মালিক, আল্লাহর কাছে। সুতরাং মানুষের নিকট তাদের আত্মসমর্পণের কোন সম্ভাবনাই নেই। অপরদিকে ক্রুসেডারদের পরাজয় বরণ করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। অহংকার আজ তাদের (পরাজয় মেনে নেয়া থেকে) নিবৃত করবে, তদুপরি তা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র, আল্লাহ তাঁর সৈনিকদের তাদের (ক্রুসেডারদের) ভূমিতে অভিযান চালানোর তাউফিক প্রদান করবেন, আর ক্রুসেডারদের দৃঢ়তা ভেঙ্গে পড়বে এবং তারা আগ্রাসী সিংহদের পায়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং জিজিয়া প্রদান করার অনুমতি ভিক্ষা করবে।



আবু 'আব্দুল-'আযিয আল-জাজা'ইরি

আবু ইদ্রীস আল-বেলজিকী

বেলজিয়ামে বীর শহীদদের কাফেলা



আবু সুলায়মান আল-বেলজিকী



আবু ওয়ালিদ আল-বেলজিকী

ইব্রাহিম আল-বাকরাওয়ি (আবু সুলায়মান আল-বেলজিকী)
ব্রাসেলস বিমানবন্দর ইসতিশহাদী

আবু সুলায়মান পূর্বে তাঁর সাহসিকতা ও উদারতার জন্য পরিচিত ছিলেন, এমনকি আরও বেশি ছিলেন আল্লাহর হেদায়েত লাভের পর। যখন তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন, তখন তিনি শামের মুসলিমদের উপর নির্মমতা-নৃশংসতার সংবাদগুলি পর্যালোচনা করেন। তাঁর মধ্যে কিছু একটা কড়া নাড়ে, তখন তিনি দ্বীনের জন্য বেঁচে থাকতে তাঁর জীবনকে পাল্টে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন।

কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি দ্রুত তাঁর ভাই খালিদের সাথে যোগ দেন, অস্ত্র কেনা শুরু করেন, ঘাঁটি খুঁজতে থাকেন এবং পরিকল্পনা তৈরি করেন। প্রথমত আল্লাহর অনুগ্রহে এবং দ্বিতীয়ত ইব্রাহিম ও তাঁর ভাইয়ের বদৌলতে প্যারিস হামলা সংঘটিত হয়।

খালিদ আল-বাকরাওয়ি (আবু ওয়ালিদ আল-বেলজিকী)
মেট্রো স্টেশন ইসতিশহাদী

খালিদ ছিলেন একজন উত্তম চরিত্রের মানুষ, স্বভাবগতভাবে একজন নেতা। খালিদ হেদায়েত লাভ করেন কারারুদ্ধ অবস্থায় অবিস্মরণীয়, জীবন পরিবর্তনকারী একটি স্বপ্ন দেখার পর। তিনি দেখেন যে, তিনি রাসূল ﷺ এর পাশে থেকে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করছেন। তাঁর স্বপ্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "এটা ছিল একটা স্বপ্ন। উচ্চ শব্দে সুরা আল-ফাতহের শেষ আয়াত শোনার পর, আমি দেখলাম যুদ্ধের ময়দানে কিছু দূরে রাসূল ﷺ একটি ঘোড়ার উপর রয়েছেন। এই স্বপ্ন আমাকে নিয়ে গেল যুদ্ধের ময়দানে। আমি দেখলাম, যেন আমি তীরন্দাজের মতো শত্রুদের লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করছি। আমি নিক্ষেপ করি, আড়াল হই, তারপর আবার নিক্ষেপ

করি।" তিনি স্বপ্ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি বিস্তারিত বর্ণনা করেন এবং বলেন, "এরপরে আমি জেগে উঠি আমার কারারুদ্ধ কক্ষে।"

কারাগার ত্যাগের পর পরিপূর্ণ প্রত্যয় ও দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তিনি তাঁর প্রতিবেশীদের দাওয়াহ দেওয়া শুরু করেন। যুবকদের শামে হিজরত করার জন্য আহবান জানান। পশ্চিমাদের নেতৃত্বে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ক্রুসেডারদের ব্যাপারে তিনি কিছু আর্টিকেলও লিখেন।

প্যারিস ও ব্রাসেলস আক্রমণের সকল প্রস্তুতিপর্ব তাঁকে এবং তাঁর বড় ভাই ভাই ইব্রাহিমকে দিয়েই শুরু হয়। এই দুই ভাই অস্ত্র ও বিস্ফোরক সংগ্রহ করেন। প্যারিসের বরকতময় আক্রমণের পর তিনি আরেকটি স্বপ্ন দেখেন, যেটা তাঁকে ইসতিশহাদী হামলার প্রতি অনুপ্রেরণা যোগায়। তিনি বর্ণনা করেন, "দ্বিতীয় স্বপ্নটি ছিল তিন মাস পূর্বে। এই স্বপ্নটি ফজর থেকে নিয়ে যোহর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। একটি উঁচু স্থানে আমি নিজেকে আবিষ্কার করি, যেন আমি তারকারাজি ঘেরা মহাকাশে ছিলাম। কিন্তু আকাশ ছিল রাতের নীল বর্ণের আকাশের মতো।" তখন তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পান; স্বপ্নের মধ্যে তাঁকে বলা হয় যে, তাঁকে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আর তাঁকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে এবং আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করতে আদেশ করা হয়েছে। এরপর তিনি জেগে উঠেন।

আবু ওয়ালিদ তখন তাঁর তৃতীয় স্বপ্নটির বর্ণনা দেন, "আমার এই স্বপ্নটিও ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত স্থায়ী হয়, কিন্তু রাতে স্বপ্নটি শেষ হয়। আমি দেখি, আমি আবু সুলায়মান ও অন্য এক ভাইয়ের সাথে একটি নৌকার উপর আছি। আমাদের প্রত্যেকের কাছে একজন করে জিম্মি তুর্কী সৈনিক ছিল। আমার কাছে একটি পিস্তল ছিল আর আবু সুলায়মানের কাছে ছিল একটি বেল্ট। আমি তাকে বললাম তার বেল্ট আমাকে দেওয়ার জন্য, যাতে আমি এটা পেয়ে আনন্দ অনুভব করি। তাই সে আমাকে তার বেল্ট দিয়ে দেয় আর আমি তাকে আমার পিস্তল দিয়ে দিই। আমি তখন তুর্কি জিম্মির সাথে দ্রুত অগ্রসর হয়ে তাকে আমাদের সামনে থাকা বাকি দুজন সৈনিকের পাশাপাশি রেখে দিই। তারপর আমি আমার বেল্ট বিস্ফোরিত করি এবং এই সৈনিকদের হত্যা করি। তখন আমার মাথা মাটিতে পড়ে যায়। একজন ভাই অভিযানে কাজ করছিলেন আর শায়খ আল-'আদনানী আমার মাথা নিলেন এবং বললেন, 'দেখো তো সে হাসছে কি না।' আমি তখন আমার আত্মাকে দেখলাম এবং সেই তিন সৈনিকদের আত্মাও। হঠাৎ সৈনিকদের আত্মা আগুনে ভস্ম হয়ে গেল এবং বিলীন হয়ে গেল। ঠিক তখনই দেখতে পেলাম ইসলামের পতাকা - স্বপ্নের মধ্যে তা ছিল মূলত দাওলাতুল ইসলামেরই পতাকা - তা পৃথিবীতে প্রকাশিত হলো এবং উজ্জ্বলতার সাথে উদ্ভাসিত হলো। তখন আমার আত্মা আলোয় ভরে গেল।" তখন তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন, স্বপ্নের মধ্যে তাঁকে বলা হচ্ছে যে, তিনি মুক্তি পেয়ে গেছেন। আবু ওয়ালিদ বলতে লাগলেন, "আমি তখন দ্রুত সিজদা দিই এবং বারবার তাকবির দিতে থাকি। এরপর আমি জেগে উঠি এবং দেখি যে, আমার হৃদ-স্পন্দন খুব দ্রুত হচ্ছে এবং আমি দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি।"

নাজম আল-'আশরাওয়ি (আবু ইদ্রীস আল-বেলজিকী) ব্রাসেলস বিমানবন্দর ইসতিশহাদী

তিনি ছিলেন একজন অনুপম ব্যক্তিত্বের মানুষ, উত্তম গুণাবলীর অধিকারী। সব সময় তাঁর ভাইদের সেবা করতেন এবং তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তাঁর হিজরত শুরু হয় "২০১৩" সালে, যখন তিনি শামের মুসলিমদের আর্তনাদ শুনতে পান তখন। তিনি আবুল আছির আল-'আবসি (আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন) এর নেতৃত্বে থাকা মজলিশে শূরা আল-মুজাহিদিনে যোগদান করেন, এরপরে যখন বিশ্বাসঘাতক আল-জাওলানী দাওলাতুল ইসলামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তখন তিনি তাঁর দলের বাকীদের সাথে নিয়ে আমিরুল মু'মিনিন আবু বকর আল-বাগদাদী কে আনুগত্য করার বাইয়াহ প্রদানকারীদের মধ্যে প্রথম সারির একজন ছিলেন।

এফ এস এ মুরতাদরা মুজাহিদিনদের উপর আক্রমণ করার পূর্বে তিনি নুসাইরী বাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। শামে সাহওয়াতদের সময় তিনি নিজেকে অবিচল রাখেন, আর-রাক্কাহ থেকে যুদ্ধ প্রত্যাহার করার আদেশ না আসা পর্যন্ত তিনি তাদের সাথে লড়াই করেছিলেন। তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর অভিযান চালু রেখেছেন যতক্ষণ না আল-খাইরে জাবহাত আল-জাওলানীর সাথে যুদ্ধ করার সময় একটি বুলেট তাঁর পা -কে আহত করে।

কয়েক মাসে সুস্থ হবার পর তিনি প্রশিক্ষণ নেয়া শুরু করেন তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে, সেই স্বপ্নটি হলো ইউরোপে ফিরে গিয়ে শাম ও ইরাকে মুসলিমদের উপর ক্রুসেডার যুদ্ধবিমানের একের পর এক বিমান হামলার প্রতিশোধ নেয়া। ট্রেনিং শেষ হলে তিনি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ফ্রান্সে চলে যান অভিযান চালাতে। ইনিই হলেন আবু ইদ্রিস, যিনি প্যারিস ও ব্রাসেলস এই দুটি অভিযানের জন্য বিস্ফোরক দ্রব্যের প্রস্তুত করেন।

মোহাম্মদ বিলক্বা'ইদ (আবু 'আব্দুল-'আযিয আল-জাজা'ইরি)
পুলিশি হানার সময় মুজাহিদিনদের রক্ষার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তোলেন

ফ্রান্সে ফিরে যাওয়ার পূর্বে, আবু 'আব্দুল-'আজিজ নুসাইরী বাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন। এই যুদ্ধগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কুওয়াইরিস বিমানবন্দর এবং ১৭তম ডিভিশনের যুদ্ধ। দামেস্কে সাহওয়াতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি তাঁর পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এছাড়া তিনি আর-রামাদী শহরের বিজয়ে অংশ নিয়েছিলেন, যেখানে একটি বুলেট তাঁর মাথায় বিদ্ধ হয়েছিল।

তিনি একজন জ্ঞানী মানুষ ছিলেন, একদল ইনগ্মিাসি সৈনিকদের কমান্ডার ছিলেন। অন্যান্য সকল ভাইয়েরা তাঁকে পছন্দ করতেন। তিনি তাঁর সিয়াম, রাত্রিকালীন ইবাদত এবং নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। যখন তিনি শুনলেন যে, আবু ইদ্রিস একটি ইসতিশহাদী অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে ইউরোপ যেতে চান, তৎক্ষণাৎ তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গ দিবেন এবং তাঁর মিশনে তাঁকে সাহায্য করবেন।

বেলজিয়ামে থাকাকালীন, যখন তাঁরা ব্রাসেলস হামলার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন কুফফার পুলিশ তাঁর বাসায় হামলা চালায়। যদিও তাঁর পুরো টিমের সাথে পালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য ছিল, কিন্তু তিনি চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য দাঁড়িয়ে যান, যেন তাঁর ভাইদের নিরাপদে বের হয়ে যাওয়া নিশ্চিত হয়। তিনি ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের পুলিশের সাথে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী গুলিবিনিময় করেন, তাদের বেশ কয়েকজনকে আহত করেন, এতে তাঁর ভাইয়েরা জঙ্গলে চলে যেতে সমর্থ হন।



পশ্চিমে কাফেরদের ইমামদের হত্যা করো

প্রচলিত ভুল ধারণার বিপরীতে, রিদ্দা (দ্বীনত্যাগ) বলতে কেবল এটাই বুঝায় না যে একজন মুসলিম নিজেকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ বা অন্য কিছু বলবে। প্রকৃতপক্ষে, কেবল দুইটি দ্বীন রয়েছে। একটি আল্লাহ তা'আলার দ্বীন, যা ইসলাম, আর অন্যটি হচ্ছে এটি বাদে অন্য সব, যা কুফর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম" [আল 'ইমরানঃ ১৯] তিনি আরও বলেন, "যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন খুঁজে নেয় তা কখনো গ্রহণ করা হবে না আর সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে" [আল ইমরানঃ ৮৫] সুতরাং যা ইসলামে নেই তা আল্লাহর কাছে কোন দ্বীন নয় আর তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। পরিশেষে এটা হবে পরাজিতদের দ্বীন, অর্থাৎ কুফর, যেমন- আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সম্পর্কে বলেন, "পরকালে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত" [আন নাহলঃ ১০৯] অতএব যে কেউই কুফরের মধ্যে পতিত হয়েছে সে-ই ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়েছে, যদিও সে নিজেকে মুসলিম দাবি করে। ইবনে হাজম বলেন, "ইসলাম ও কুফরি ছাড়া আর কোন দ্বীন নেই, যেই একটাকে ত্যাগ করেছে, সেই অপরটাতে প্রবেশ করেছে, কারণ তাদের মাঝখানে আর কিছু নেই" [আল ফিসাল]।

যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম দাবি করে কিন্তু ক্ষমা না চেয়ে আরও নির্লজ্জভাবে কুফরি করে যায় সে মুনাফিক নয়, যেমন অনেকে ভুল করে বলে থাকেন। বরং সে হচ্ছে মুরতাদ (দ্বীনত্যাগী)। নিফাক্ব (মুনাফিক্বী) ও রিদ্দার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে মুনাফিক তার কুফরকে সবসময় ঢেকে রাখে এবং বাহ্যিকভাবে ইসলামকে প্রকাশ করে, যদি কখনো এই আবরণটি প্রকাশ পেয়ে যায় তবে সাথে সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করে। অপরদিকে, মুরতাদ ইসলামে প্রবেশের পরে প্রকাশ্যে কুফরি করে।

রিদ্দার ব্যাপারে হুকুম

যে ব্যক্তি দ্বীনত্যাগ করে থাকে তার ব্যাপারে রায় হচ্ছে তাকে হত্যা করতে হবে, যদি সে ধরা পড়ার পূর্বে তাওবাহ না করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ মু'য়ায ইবনে জাবাল ؓ কে ইয়েমেনে প্রেরণ করেছিলেন মানুষকে শারীয়াহ দ্বারা বিচারের ক্ষেত্রে আবু মুসা আল-আশ'আরী ؓ কে সাহায্য করার জন্য। যখন তিনি বিচারালয়ে প্রবেশ করেন তখন তিনি এক ব্যক্তিকে শিকলে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি আবু মুসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কে সে?” তিনি বললেন, “সে একজন ইহুদী যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল আবার সে ইহুদী হয়েছে। বসুন।”। মু'য়ায বললেন, “আমি বসব না যতক্ষণ না তাকে হত্যা করা হয়। এই হচ্ছে আল্লাহ ও তার রাসূল এর বিচার! এই হচ্ছে আল্লাহ ও তার রাসূল এর বিচার! এই হচ্ছে আল্লাহ ও তার রাসূল এর বিচার”! সুতরাং আবু মুসা আদেশ দিলেন ও তাকে হত্যা করা হল। [আল-বুখারী ও মুসলিম থেকে বর্ণিত]। তার বারবার বলা বক্তব্য, “এই হল আল্লাহ ও তার রাসূল এর বিচার” এটাই পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে, যে ইসলাম গ্রহণ করার পর তা ত্যাগ করে তাকে হত্যা করতে হবে।

আর ধরা পড়ার পূর্বে তাওবাহ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেন, “বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হইও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বেই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর। এরপর তোমরা আর সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না” [আয-যুমারঃ ৫৩-৫৪]। তেমনিভাবে মুরতাদদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করে বলেছেন, “কেমন করে আল্লাহ এমন জাতিকে হেদায়েত দান করবেন, যারা ঈমান আনার পর এবং রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার পরও কাফির হয়েছে। আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না। এমন লোকের শাস্তি হল আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত। সর্বক্ষণই তারা তাতে থাকবে। তাদের আযাব হালকাও হবে না আর তারা এত অবকাশও পাবে না। কিন্তু যারা অতঃপর তওবাহ করে নিবে এবং সৎকাজ করবে তারা ব্যতীত, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু” [আল 'ইমরানঃ ৮৬-৮৯]। তাই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, আমিরুল মু'মিনিন আবু বকর আল-বাগদাদী (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন) ঘোষণা দিয়েছেন যে কোন মুরতাদ সে সাহাওয়াত বা যে পক্ষ থেকেই আসুক না কেন যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবাহ করে এবং দাওলাতুল ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করে তবে তাকে সাধারণ ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দেয়া হল, যদিও সে লাখ লাখ মুজাহিদকে হত্যা করে থাকে। কিন্তু যদি তারা তাওবাহ করার পূর্বেই ধরা পরে তবে তাদের কোন ক্ষমা নেই, এবং তাদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক ও মারাত্মক শাস্তি অপেক্ষা করছে।

ঐতিহাসিক উদাহরণ

রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় কিছু ক্ষেত্রে রিদ্দার ব্যাপারটি উঠে আসে। এর মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত ছিল 'উকলি-'উরানির মুরতাদরা। উকল ও উরায়না গোত্রের কিছু লোক আল-মদিনায় আসে আর রাসূল ﷺ এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করে। তারা তারপর বলে, “হে আল্লাহর নবী! আমরা গৃহপালিত পশু

দ্বীনত্যাগের শাস্তি



পালন করে থাকি। আমরা কৃষি কাজের লোক নই।"। তারা এ কারণে আল-মদিনাতে একটি রোগে আক্রান্ত হওয়ার কথা জানায়। তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের জন্য কিছু উট ও একজন রাখালের ব্যবস্থা করে দেন। তারপর তিনি তাদের নগর সীমানার বাইরে যেতে বলেন উটের দুধ ও প্রস্রাব খাওয়ার জন্য (এর ঔষধীয় গুণাবলীর জন্য)। তারা বের হয়ে গেল, কিন্তু যখন তারা আগ্নেয়গিরির পাথুরে মাঠে আসল, তারা ইসলাম গ্রহণের পরে মুরতাদ হয়ে গেল, রাসূলের রাখালকে হত্যা করল, আর উটগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সংবাদটি রাসূল ﷺ এর নিকট পৌঁছার পরে তিনি তাদের ধরার জন্য কিছু অনুসন্ধানকারী পাঠালেন। যখন তাদের পাওয়া গেল, তিনি তখন নির্দেশ দিলেন তাদের চোখগুলো লোহার শিক দিয়ে তুলে ফেলার জন্য, তাদের হাত-পা কেটে ফেলার জন্য, তাদের আগ্নেয়গিরির পাথুরে মাঠে ফেলে আসার জন্য যেন তারা পানি ভিক্ষা চায়, যা তাদের দেওয়া হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। [আনাস ইবনে মালিক হতে আল-বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত]।

সেই বরকতময় দিনগুলোর আরেকটি ঘটনা ছিল ইবনে খাতালের। আল্লাহর রাসূল ﷺ বিজয়ের দিনে যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন একজন লোক এসে তাঁকে জানাল ইবনে খাতাল কাবার গিলাফ ধরে ঝুলে আছে (কাবা'র প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক মুসলিমদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার একটি আচরণ)। সুতরাং তিনি ﷺ বললেন, "তাকে হত্যা কর"। [আনাস ইবনে মালিক হতে আল-বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত]। মক্কা বিজয়ের ঘটনায় ইবনে হাজম লিখেছেন, "রাসূল ﷺ 'আবদুল- 'উজ্জা ইবনে খাতাল, 'আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবি সারাহ (ও আরও কয়েকজন) ব্যতীত মক্কার মানুষদের নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন। ইবনে খাতালের ক্ষেত্রে - সে কুরাইশের তাইম আল আদরাম ইবনে গালিব গোত্র থেকে এসেছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং রাসূল ﷺ তাকে আরেকজন ব্যক্তির সাথে যাকাত সংগ্রহ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সে ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং এভাবে রিদ্দা সংঘটিত করে, মুশরিকদের সাথে পুনরায় যোগ দেয় - অতঃপর বিজয়ের দিনে তাকে কাবা'র গিলাফ ধরে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, তখন সা'ঈদ ইবনে হুরাইছ আল-মাখজুমি এবং আবু বারযাহ আল-আসলামী তাকে হত্যা করেন [রাসূল ﷺ এর আদেশে]। 'আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবি সারহ (আল কুরাইশী) এর ক্ষেত্রে, সে পূর্বে রাসূল ﷺ এর একজন পত্রলেখক ছিল (ইসলাম গ্রহণের পর)। পরে সে মক্কায় পালিয়ে যায় ও আত্মগোপন করে (এভাবে রিদ্দা করে)। 'উসমান ইবনে 'আফফান, যিনি ছিলেন তার দুধভাই, তিনি তাকে রাসূল ﷺ এর কাছে নিয়ে আসেন ও তার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। রাসূল ﷺ কিছু সময় চুপ থাকেন, অতঃপর তাকে নিরাপত্তা দেন ও তার বাইয়াহ গ্রহণ করেন। যখন সে চলে যায়, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কি কেউ উঠে দাঁড়িয়ে তার ঘাড়ে আঘাত করতে পারলে না (যখন আমি চুপ ছিলাম)?' একজন আনসার বলল, আপনি আমাদের কাউকে তা করার জন্য একটু (চোখের) ইশারা দিলেন না কেন?' তিনি বললেন, 'নবীদের জন্য চোখের খিয়ানত করা শোভা পায় না।'" [জাওয়ামী আস-সিরাহ]।

অতএব আপনি পেলেন ইবনে খাতালকে, যে নিরাপত্তা লাভের আশায় পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র জায়গায় গিয়েছিল, তার পরও তার রিদ্দা অপরাধের জন্য তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। একইভাবে ইবনে আবি সারাহর ক্ষেত্রে থেকে দেখা যায় যে, নবী ﷺ তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, যেহেতু তিনি চুপ ছিলেন এ কারণে যে কোন একজন সাহাবী তার ঘাড়ে আঘাত করবেন, আর তিনি তখনই তাকে অব্যাহতি দিলেন যখন কেউ তা করল না। এছাড়া আরও অন্যান্য উদাহরণ রয়েছে যেখানে রাসূল ﷺ মুরতাদদের হত্যা করেছিলেন, যেমন মিক্বিয়াস ইবনে সুবাবাহ, তাই এটি সুন্নাহ দ্বারা পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত।

রাসূল ﷺ এর ইন্তেকালের পরে বিভিন্ন গোত্রের আরবরা মুরতাদ হয়ে যায়। প্রকৃত ব্যাপারটা এটা ছিল না যে, তারা আবার মূর্তিপূজা করতে যাচ্ছে, বা তারা সালাত বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে। বরং তারা নিজেদের 'মুসলিম' হিসেবে পরিচয় দিত আর শারীয়াহ'র বেশিরভাগ বিষয় মেনে চলত। কিন্তু তারা ইসলামের একটা বিষয়কে জোরপূর্বক বাধা দিয়েছিল, তা হল যাকাত। এভাবে তারা কিতাবের একটা অংশে বিশ্বাস করল আর অপর অংশে অবিশ্বাস করল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ সে সম্বন্ধে গাফিল নন" [আল-বাক্বারাহঃ ৮৫] যখন এই আরবরা যাকাত না দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ এর খলিফা আবু বকর رضي الله عنه তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শপথ নিয়েছিলেন। আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, "যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেন তখন আবু বকরকে খালিফাহ মনোনীত করা হয় আর কিছু আরব কুফরিতে লিপ্ত হয়। 'উমার আবু বকরকে বললেন, 'আপনি কিভাবে সেই লোকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, আমাকে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', আর যেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে সেই আমার কাছ থেকে তার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করে, নির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত, আর তার হিসাব আল্লাহর কাছে।" আবু বকর বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যতক্ষণ না তারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে, কারণ যাকাত হচ্ছে সম্পদের হক। আল্লাহর কসম, তারা যদি আমার কাছে এক 'আনাকও (একটি মাদি ছাগল যার বয়স এক বছরও হয়নি) রেখে দেয় যা তারা রাসূল ﷺ কে দিত, আমি তার জন্যও তাদের সাথে যুদ্ধ করব'। 'উমার বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমি দেখলাম যে, আল্লাহ আবু বকরের হৃদয়কে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছেন, সুতরাং আমি বুঝলাম যে, এটাই হচ্ছে সত্য'" [আল-বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত]। আরবদের মধ্যে অন্যান্য মুরতাদরা যারা রাসূল ﷺ এর নবুয়্যাতকে মেনে নিয়েছিল, তারা তারপরেও অন্যান্য নবী আসার দাবি করে, যেমন মুসায়লিমাহ, সাজাহ ও তুলায়হাহ। তাই নিজেদের 'মুসলিম' হিসেবে পরিচয় দেয়ার পরেও আর আল্লাহ কর্তৃক রাসূল ﷺ কে প্রদত্ত বেশিরভাগ ওহীর উপর বিশ্বাস করার পরেও তাদের রক্ত হালাল হয়েছিল আর তাদের হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল। এভাবে রিদ্দার যুদ্ধ (মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ) সংঘটিত হয়, এমনকি একে রোম আর পারস্যের মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। ইজমা দ্বারা এটাও জানা যে, প্রকৃত কাফিরদের চেয়ে

মুরতাদদের কুফরি বেশি ক্ষতিকর। তাই মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে প্রকৃত কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

অন্যান্য হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফাগণও মুরতাদদের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র কম আগ্রাসী ছিলেন না। ইকরিমাহ থেকে বর্ণিত, 'আলী ইবনে আবু তালিব رضي الله عنه কিছু মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন যারা ইসলাম গ্রহণের পরে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। যখন ইবনে আব্বাস رضي الله عنه তা জানতে পারেন তিনি বলেন, যদি এটা আমি হতাম আমিও তাদেরকে হত্যা করতাম কারণ আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যেই তার দ্বীনকে পরিবর্তন করে তাকেই হত্যা কর' কিন্তু আমি তাদের আগুনে পোড়াতাম না কারণ আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর শাস্তি দিয়ে কাউকে শাস্তি দিও না '" [1] [আল-বুখারীতে বর্ণিত] আরও বর্ণিত রয়েছে যে, আল-মুস্তাওরিদ ইবনে কাবিসাহ ইসলাম ত্যাগ করে, অতঃপর খ্রিষ্টান হয় আর তাকে 'আলী ইবনে আবু তালিব رضي الله عنه এর নিকট নিয়ে আসা হয়, তিনি তাকে বললেন, "তোমার সম্পর্কে আমি কি শুনলাম?" সে বলল, "আমার সম্পর্কে আপনাকে কি বলা হয়েছে?" আলী رضي الله عنه উত্তর দিলেন, "আমাকে বলা হয়েছে তুমি খ্রিষ্টান হয়েছো।" আল-মুস্তাওরিদ বলল, আমি আল-মসীহের ধর্মের উপরে রয়েছি।" প্রত্যুত্তরে আলী رضي الله عنه বললেন, "আমিও আল-মসীহের ধর্মের উপরে রয়েছি, তুমি তাঁর সম্পর্কে কি বল?" আল-মুস্তাওরিদ বলল, "আল-মসীহ আমার রব।" তখন আলী رضي الله عنه যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের নির্দেশ দিলেন তাকে পদদলিত করার জন্য যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়। [আদ-দারাক্কুতনি থেকে বর্ণিত]। আরেকজন খ্রিষ্টান, যে ইসলাম গ্রহণ করে অতঃপর মুরতাদ হয়, তাকে 'আলী ইবনে আবু তালিব رضي الله عنه এর নিকটে আনা হয় যিনি ঐ মুরতাদের ঘাড়ে আঘাত (শিরচ্ছেদ) করতে বলেন [আব্দুর-রাজ্জাক আস-সানা'নি থেকে বর্ণিত]।

মুরতাদদের মৃত্যুদণ্ডের বিধান সাহাবীদের খিলাফাহ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়নি। আল-হুসাইন ইবনে মানসুর যে আল-হাল্লাজ নামে পরিচিত ছিল, যার মধ্যে সর্বাধিক বিচ্যুতি দেখা গিয়েছিল আর সে নিজেকে একজন দেবতা বলে ঘোষণা দেয়। ৩০৯ হিজরিতে 'আব্বাসী খালিফাহ আল-মুক্বতাদির তাকে গ্রেফতার, কারারুদ্ধ, মারধর, অত্যাচার, হাত-পা কেটে ফেলা ও পরিশেষে শিরচ্ছেদের নির্দেশ দেন। তার শরীর পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হয়েছিল, যা পরে দিজলাহ নদীতে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল, আর তার মস্তক বাগদাদ ব্রিজের উপরে রাখা হয়েছিল সকলকে দেখানোর জন্য।

৪০৬ হিজরিতে, আশ'আরি শিক্ষক ইবনে ফুরাক তার শেষে উপনীত হয় কারণ সে ঘোষণা করে যে রাসূল ﷺ মৃত্যুর সময়ে আর নবী ছিলেন না আর তার আত্মা শূন্যে পরিণত হয়েছে, এভাবে সে অর্ধেক শাহাদাকে অস্বীকার করে। অশিক্ষিত জনগণ যারা বুঝতে পারেনি ইবনে ফুরাক কতটা বিচ্যুত হয়েছে তাদের আন্দোলনকে এড়াবার জন্য, আমির মাহমুদ ইবনে সবুক্তগীন গজনী থেকে তার নিজ বাড়ি নায়সাবুরে ফেরার পথে তাকে বিষক্রিয়ায় হত্যা করেন।

নবী ﷺ এর রিসালাত যা কিনা অনন্ত তাকে যারা অস্বীকার করে, এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ইবনে হাজম বলেন, "এই বিষয়ে

১ এর মানে হচ্ছে, একটা মানুষকে সাধারণভাবে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা জায়েজ নয়। তবে একজন অপরাধী যে অন্যান্যদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে তার ব্যাপারটা হচ্ছে ক্বিসাস (অনুরূপ প্রতিক্রিয়া) যা শারীয়াহ'য় জায়েজ। সালাফরাও মুরতাদদের পুড়িয়ে মেরেছিলেন যাদের রিদ্দা খুব মারাত্মক ছিল, যাতে অন্যদের তা করা থেকে নিরুৎসাহিত করা যায়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন দাবিকঃ পর্ব ৭ "মুরতাদ পাইলটকে পুড়িয়ে মারা"।

পশ্চিমে মুশরিক সূফীরা



আমির মাহমুদ ইবনে সবুক্তগীন, আমিরুল মু'মিনিনের মাওলা আর খোরাসানের প্রধান ', আশ'আরিয়্যাহদের শায়খ ইবনে ফুরাককে হত্যা করেন। আল্লাহ যেন মাহমুদকে এ কারণে দয়ালুভাবে পুরস্কৃত করেন, আর ইবনে ফুরাক, তার সমর্থক ও অনুসারীদের উপর অভিসম্পাত করেন" [আল ফিসাল]।

শত শত আগে খিলাফাহ'র পতন হওয়ার পর, শারীয়াহ আর পুরোপুরি কায়েম করার সুযোগ হয়নি। সুফি এবং রাফিদি অনুপ্রবেশের মাধ্যমে কুফরের বিভিন্ন রূপ মুসলিম ভূমিতে প্রবেশ করে। কবর পূজা সর্বত্র ছড়িয়ে পরে আর তুরস্ক, পারস্য এমনকি আরব রাজারা আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্বকে হুমকি দেয়। ইবনে আরাবির মত কিছু সুফি, যারা সর্বেশ্বরবাদীদের মত বলে, আল্লাহই সবকিছু আর সবকিছুই আল্লাহ; আর ইবনে সাব'ইন যে রাসূল ﷺ এর এই কথা বলার জন্য সমালোচনা করে যে, "আমার পরে আর কোন নবী নেই" [আবু হুরায়রাহ থেকে আল-বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত], মুসলিম ভূমির শাসকেরা তাদের কিছুই করে না। অপরদিকে ইসলামের প্রকৃত আলিমরা যেমন ইবনে তাইমিয়্যাহ ও ইবনে আল-বুরহান [২] - তাদের দ্বীনকে রক্ষার জন্য কারাবন্দী হন। এমনকি পরবর্তীতে যারা পুরোপুরি ইসলামি শাসন ও বিশুদ্ধ আক্বিদা কায়েমের পক্ষে কথা বলত তাদের 'খারেজী' হিসেবে চিহ্নিত করা হত আর তথাকথিত 'মুসলিম' নেতারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। এভাবে রিদ্দার শাস্তি অনেক ক্ষেত্রেই আর দেওয়া হয়নি, যতদিন পর্যন্ত না আল্লাহর অনুগ্রহে তারপর দাওলাতুল ইসলামের প্রচেষ্টার ফলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পশ্চিমের মুরতাদরা

এক সঠিক আক্বিদার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আর আল্লাহকে নিজেদের মিত্র ও রক্ষক হিসেবে গ্রহণ করার পরে, মুসলিম উম্মাহ যে কৃতিত্ব অর্জন করে অন্য কোন জাতি তা করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। আল্লাহর রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর সময়ে আরবের গোত্রগুলো নিজেদের ভূমিতে মূর্তিপূজার সব নাম-নিশানা ভুলে ঐক্যবদ্ধ ছিল, যা এক অভূতপূর্ব ঘটনা যা ঐতিহাসিকদের নিকট অজানা ছিল। কয়েক দশকের মধ্যেই, দুর্বল ও দরিদ্র কয়েক হাজার রাখাল, খেজুর বাগানের কৃষক ও বাণিজ্যের পথিকেরা উম্মাহর সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে জ্ঞানী আর সবচেয়ে ধার্মিক প্রজন্মে পরিণত হয়েছিলেন এবং রোম ও পারস্যের ভূমি দখলের মাধ্যমে আইবেরিয়ান পেনিনসুলা থেকে হিমালয় পর্যন্ত অঞ্চলের মানুষের ও ভূমির অধিপতিতে পরিণত হয়েছিলেন। সম্পদ এই অভূতপূর্ব ঘটনার চালিকাশক্তি ছিল না, না ছিল নিজস্ব বা গোত্রীয় ক্ষমতা অর্জন, যে পৃথিবী তারা জয় করতে যাচ্ছিলেন তার সাথে এর কোন সংযোগ ছিল না। বরং এটা ছিল আখিরাত - যে জীবনটা এখনো শুরু হয়নি - যা মুসলিমদেরকে তাদের প্রচেষ্টার শেষ সীমানায় নিয়ে গিয়েছিল, তাদের রবকে, তাদের স্রষ্টাকে, এই পৃথিবীর প্রভুকে খুশি করার জন্য; কারণ এই পৃথিবীর জীবন তা যতই আনন্দ ও গৌরবময় হোক না কেন, তা সবসময়ই একজন মু'মিনের কাছে কারাগার হয়েই থাকবে।



মুরতাদ হামযা ইউসুফ

বিগত কয়েক শতক যাবত আপাতদৃষ্টিতে ক্রুসেডাররা মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শত্রু থাকলেও কারও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে ইসলাম ও তার জাতির প্রকৃত শত্রু কে। শয়তান যে তার চতুরতা ও কুফরির অভিজ্ঞতা দিয়ে, সবসময় উম্মাহর ভিতরে অনুপ্রবেশ করতে চেয়েছে। তার ওয়াসওয়াসা ও ধীরে ধীরে সুকৌশলে প্রবেশের মাধ্যমে সে মুরজিয়াহ, কাদারিয়্যাহ, রাফিদাহ ও সুফিয়্যাহকে পৃষ্ঠপোষকতা করে। স্মরণ করুন, ইবলিস তার পতনের পরেও আল্লাহকে তার স্রষ্টা, তার রব, আয়ু দীর্ঘায়ু করার মালিক ও মৃত্যু বিলম্বিত করার মালিক হিসেবে মেনে নিয়েছিল এমনকি শেষ বিচারের দিন ও আল্লাহর ক্ষমতা ও এককভাবে আনুগত্য করার বাধ্যবাধকতায় বিশ্বাস করত, আর নিজেকে কখনো একজন ইহুদী বা খ্রিষ্টানরূপে পরিচয় দেয়নি। আল্লাহ তা'আলা ইবলিসের ব্যাপারে বর্ণনা করেন (সে বলে), "আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে" [আল-আ'রাফঃ ১২] আর সে বলে, "আমার প্রভু! আমাকে ততদিন পর্যন্ত অবকাশ দিন যতদিন পর্যন্ত না তারা পুনরুত্থিত হয়" [সাদঃ ৭৯] আর সে বলল, "আপনার ইজ্জতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দিব। তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তারা ব্যতীত" [সাদঃ ৮২-৮৩]। সবকিছুর পরেও সে অবিশ্বাসী ছিল কারণ সে তার প্রভুর একটি আদেশ অমান্য করেছিল। মুসলিমদেরকে বিপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য সে সবকিছু ভাল করেই জানত, সে তাদেরকে তাদের নাম পরিবর্তন করতে বলে নি বা তাদের দ্বীনকে পুরোপুরি ত্যাগ করতে বলে নি - একটা বিধানই যথেষ্ট ছিল - আর শুধুমাত্র তাদের মধ্যে খাঁটি বান্দারাই, যারা আল্লাহর

২ ইবনে আল-বুরহান ছিলেন একজন আলেম যিনি ৭৫৪ হিজরিতে জন্ম নেন এবং ৮০৮ হিজরিতে মারা যান, যিনি মামলুক শাসনের প্রতি তার বিরোধিতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, আর একজন কুরাইশী ইমামের হাতে ক্ষমতা দেয়ার জন্য জোর দেন।



মুরতাদ সুহাইব ওয়েব



তাগুত চার্লস এর সাথে মুরতাদ হিশাম কাব্বানী

নিকট পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে, তারাই নিরাপদে থাকে।

শয়তানের সাথে মিত্রতার ফলে ক্রুসেডার জাতিগুলোও এই কৌশলটা শিখে গেল। আর তারা মুনাফিক ও মুরতাদদের নিজেদের কাজে লাগিয়ে উম্মাহর ভিতরে প্রবেশ করে সেই লক্ষ্য অর্জন করার এর চেয়ে আর কোন ভালো উপায় পেল না, তাদেরকে প্রকৃত মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে তাদের ঈমান ও আখিরাতের প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে পরিবর্তন করে দিল। তাদেরকে কুফরে পতিত করার মাধ্যমে, এমনকি আল্লাহ তা'আলার একটি আদেশ ত্যাগ করার মাধ্যমে তারা নিশ্চিত করল যে এই পূর্বের মুসলিমরা তাদের রবের মিত্রতা থেকে দূরে সরে গিয়েছে আর অপ্রত্যাশিতভাবে শয়তান ও তার সৈন্যদের সারিতে ঢুকে পড়েছে। এভাবে উম্মাহ দুর্বল হয়ে গিয়েছে আর তার শত্রুরা শক্তিশালী হয়ে পড়েছে।

বিগত শতকে মুসলিম অধ্যুষিত ভূমি থেকে মুশরিক অধ্যুষিত ভূমিতে ব্যাপক আকারে দেশান্তর লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে পশ্চিমে। নিকটবর্তী মুরতাদ শত্রুদের বিরুদ্ধে রক্ষণাত্মক যুদ্ধ শুরু করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পরিবর্তে, অভিবাসন প্রত্যাশীরা ইসলামের পুরনো শত্রুদের ভূমিতে শান্তিতে বসবাসের মাধ্যমে দুনিয়াবি স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে। দ্বীনের প্রতি বাধ্যবাধকতার প্রতি তাদের অবহেলা, আর পশ্চিমা কুফরের সান্নিধ্যে থাকার ফলে তাদের পরিচয় পাল্টে যায়। তাদের বাচ্চারা তাদের নতুন জন্মভূমির মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের শিক্ষা লাভ করে। স্বাধীন মতবাদ ও গণতন্ত্রের কুফর ভেতরে ঢুকে পরে আর নতুন জাতের 'আলেম'দের জন্ম হয়, যারা পশ্চিমের কুফরির নিজস্ব ইমামদের একটি বড় অংশ হয়।

উম্মাহর শতাব্দী প্রাচীন বিভক্তিগুলোকে পুঁজি করে এই বিষধর ইমামরা ইসলামের প্রতি তাদের অনৈক্য বজায় রাখে অপরদিকে পশ্চিমা স্বার্থের প্রতি ঐক্যবদ্ধ থাকে। তারা সুফি ও সালাফি স্লোগান দিতে থাকে, আর তাদের নিজ নিজ ইমাম ও মাজহাবের দিকে ডাকতে থাকে, যদিও ঐসব আলেমদের যাদেরকে তারা স্বীকৃতি দেয় পশ্চিমা আদর্শের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য তারা তাদের তাওহীদ, জিহাদ, ওয়ালা ওয়াল বারার ধারণাকে পর্যন্ত পরিবর্তন করে ফেলে। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা বহু বছর পূর্বেই তাদের কুফরকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, তদুপরি তারা খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর ক্রুসেডারদের প্রতি আরও প্রকাশ্যে উৎসাহী ও নির্লজ্জ রক্ষকে পরিণত হয়েছে, দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে সামগ্রিক যুদ্ধের জন্য তাদের ক্রুশধারণকারী মিত্রদের সাথে একত্রিত হয়েছে, দাওলাতুল ইসলামের পৃথিবীর একটি মাত্র দুর্গ যেখানে শারীয়াহ'র প্রকৃত রূপ দ্বারা শাসন করা হচ্ছে।

সুফিদের মধ্যে তথাকথিত "মূলধারার" আর প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার ইসলামের রিদ্দার যে চূড়ায় রয়েছে, সে হল হামযা ইউসুফ। তার প্রশংসাপত্রে সে নিজেকে একজন প্রবীণ "ইলমের ছাত্র" হিসেবে তুলে ধরে যে পশ্চিম আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য সফর করে, বিভিন্ন সুফি তাক্বলিদি শিক্ষকের অধীনে লেখাপড়া করে, সে নিজেকে নিম্নোক্তরূপে তুলে ধরে, তার চিন্তা-চেতনা অর্ধেক সত্য আর মিথ্যা ব্যাখ্যা দ্বারা পরিপূর্ণ আর সে কথামালার বাকপটুতা যা কিনা যাদুবিদ্যার কাছাকাছি তা ভাষাগত বাকপটুতার মাধ্যমে প্রথাগত শিক্ষার বিপরীত (যা সে সত্য বলে প্রচার করে থাকে)। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "নিশ্চয়ই বাকপটুতার মধ্যে রয়েছে যাদু।" [ইবনে উমার হতে আল-বুখারীতে বর্ণিত ও আম্মার ইবনে ইয়াসির হতে মুসলিমে বর্ণিত]। যেমন- একজন সুবক্তার কথা বুদ্ধিদীপ্ত শোনাতে পারে যখন প্রকৃতপক্ষে সে মানুষকে তার মিষ্টি কথার মাধ্যমে ভুলপথে নিয়ে যায়।

সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের আর এর 'স্বাধীনতা'র সুরক্ষার প্রশংসা করে হামযা ইউসুফ বলে, "আমি আমেরিকার বৈচিত্র্যতায় বিশ্বাস করি" এটা প্রকৃতপক্ষে একটা ধারণা যার অর্থ আমেরিকা একটা বৃহৎ জাতি আর পুরো পৃথিবীকে এটা নেতৃত্ব দিবে। এ কারণে এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই যে, ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণের পরে তাকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানানো হয়, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বুশের একজন পরামর্শক হয়, এভাবে একজন ক্রুসেডারে পরিণত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে" [আল-মায়িদাহঃ ৫১]। আত-তাবারি এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, "এর মানে হচ্ছে বিশ্বাসীদের পরিবর্তে যে কেউই ইহুদী বা খ্রিষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তখন তাদেরই একজন হয়ে যাবে। তাই কেউ যখন তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে আর বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করে, সে প্রকৃতপক্ষে তাদের দ্বীন ও সমাজেরই একজন হয়ে যায়।" [আত-তাফসীর]।

সুফি মূলধারার আরেকটি দিক হল আল-আযহারের কৌতুক, সুহাইব ওয়েব, যাকে "ইমাম উইল" নামেও ডাকা হয়- যে তার পুরো জীবন কেবল খ্যাতির জন্য ব্যয় করেছে আর নিজেকে একটা সার্বজনীন আমেরিকান ইমাম হিসেবে একটা বোকায় পরিণত করেছে। দক্ষিণের শহরগুলোর স্থানীয় ভাষার মত উচ্চারণ সাথে গুণ্ডাদের মত শব্দভাণ্ডার আর তরুণ শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেয়ার সময় সাম্প্রতিক পপ সংস্কৃতির উদ্ধৃতি দেয়া, আবার যখন সিএনএন বা অন্যান্য মিডিয়ার সাথে কথা বলে তখন খুব তাড়াতাড়িই সে একটা স্বাভাবিক কণ্ঠে ফিরে যেতে পারে। ভাঁড় শব্দটাই তার ক্ষেত্রে বেশি খাটে, সে আশ্চর্যজনকভাবে অনেক মানুষ জড়ো করতে পারে, আর পশ্চিমা মুসলিম তরুণদের নির্জীব করার জন্য অনেক ক্রুসেডারদের কাছেই সে একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র।

দ্বীনত্যাগী স্লোগান



বারাক ওবামার মুসলিমদেরকে একটি পবিত্র রমজান কামনা করার উত্তরে সুহাইব ওয়েব টুইটে বলে, "ওবামা আমাকে গর্বিত করেছে। আপনাকে ধন্যবাদ, মিস্টার প্রেসিডেন্ট"। সত্যিই কি এই ইমাম সম্মান বোধ করে তার কাফির নেতার কারণে? সে কি জানে না আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "সেসব মুনাফিককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। যারা মুসলিমদের বর্জন করে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে আর তাদের কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য।" [আন নিসাঃ ১৩৮-১৩৯] এতকিছু জানার পরেও সে ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রশংসা করে এবং সমকামীদের মধ্যে বিয়ের বিরোধিতা করে না, এতে খুব সহজেই বোঝা যায় যে সে কাফিরদের আরেকজন মুরতাদ ইমাম ছাড়া কিছুই না।

সিরিয়ার সুফি আর যুক্তরাজ্যের মিত্র মোহাম্মাদ আল ইয়াকুবি তার এক সাক্ষাৎকারে বলে, "কোন ইসলামিক সরকারই যুক্তরাজ্যের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় নেই। তাদের সবারই কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে" এখানে সে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর কথা বুঝিয়েছে, যাদের মুরতাদ সরকার নিজেদের "ইসলামিক" বলে দাবি করে, যদিও তারা কুফরি আইন দিয়ে পরিপূর্ণ আর মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করে। সে আরও বলে, "সে কারণে যুক্তরাজ্যের নাগরিক বা স্বার্থের উপরে যে কোন হামলা শারীয়াহতে অনৈসলামিক ও অবৈধ হিসেবে গণ্য হবে"। সুতরাং তাগুত সরকারের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে কোন আক্রমণ - তাদের কুফরির প্রসার করাই তাদের

সবচেয়ে বড় স্বার্থ- আল ইয়াকুবির মতে তা অনৈসলামিক ও অবৈধ। সে তার বক্তব্যকে শুরু করেছিল এই ভাবে, কোন ব্যক্তি বা সংগঠন একটি রাষ্ট্রের প্রতি বৈরিভাব ঘোষণা করতে পারেন না। বৈরিভাব, যা বলতে সাধারণত শত্রুতা ('আদাওয়াহ) ও ঘৃণা (বাগদা') বোঝায়, যা সকল কাফিরদের প্রতি মুসলিমদের নীতির ভিত্তিমূল। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের মধ্যে ইব্রাহিম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমাদের সাথে আর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তা থেকে আমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমরা তোমাদের পরিত্যাগ করলাম। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে" [আল-মুমতাহানাহঃ ৪]। ইব্রাহিম ও তার সাথে যারা ছিলেন, অর্থাৎ একজন ব্যক্তি ও তার সংগঠন তাদের ঘৃণা ও বৈরিতা ঘোষণা করেছিলেন; বৈরিতা দেখিয়েছিলেন তাদের মানুষদের প্রতি বিশেষ করে তাদের সমাজের বড় বড় নিয়ন্ত্রকদের বা রাষ্ট্রের প্রতি। এটাই মুসলিমদের জন্য একটা উত্তম উদাহরণ, আল-ইয়াকুবির মত ধোঁকাবাজি নয়।

পশ্চিমের অন্যান্য সুফি নেতারাও একই রকম, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আরও খারাপ; যেমন- আমেরিকার নকশাবন্দী-হাক্কানি সুফি ধারার প্রতিষ্ঠাতা, হিসাম কাব্বানি যে তার মৃত শিক্ষক নাজিম আল-হাক্কানির শিক্ষাকে ধারণ করে, যে ছিল বড় ধরণের জাহমি মুরজিয়াহ, মানে তার কুফরি কিংবা কুফফারদের প্রতি বারা' ঘোষণা করার ব্যাপারে কোন প্রকৃত ধারণেই ছিল না । বরং সে আর তার সাগরেদরা তাগুতদের সাথে মিত্রতা করার ব্যাপারে পটু ছিলো, যারাই তাদেরকে তাদের বার্তা প্রচার করতে দেয় আর তাদের সীমালঙ্ঘনের কাজে ব্যাবহারের জন্য মূর্খ মানুষদের কাছ থেকে অর্থ নেয়ার সুযোগ করে দেয় । সে জিহাদের অর্থ সম্পর্কে ২০ পৃষ্ঠার একটা কুৎসিত "ফতোয়া" দিয়েছিল যা আরবিতে অনুবাদ করা হয় আর তা মার্কিন সেনারা ইরাকের নাগরিকদের মধ্যে বণ্টন করে তাদের আল্লাহর পথে জিহাদ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্য। কাব্বানির মত লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করে বলেন, "হে ঈমানদারগণ! পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে অন্যায়ভাবে মানুষের মালামাল ভোগ করে চলেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত্ত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রুপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে কঠোর আযাবের সুসংবাদ দিন" [আত-তাওবাহঃ ৩৪]।

"সালাফি"দের ক্ষেত্রে, তারাও কম ভয়ংকর নয়, তাদের মধ্যেও জাহান্নামের দরজার দিকে আহ্বানকারী বেশ কিছু ব্যক্তি রয়েছে। তাদের সুফি প্রতিরূপদের সাথে তাদের খুব একটা পার্থক্য নেই, তাদের নিজেদের বিকৃত দ্বীনের সাথে খাপ খাওয়ানো জন্য এই ভণ্ড আলেমরা পূর্বের 'উলামা'দের বক্তব্যকে নিয়ে তা বিকৃত করে - আয়াত বা হাদিসের কথা বাদই দিলাম। প্রায়শই তারা ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইবনে ক্বাইয়্যিম আল-জাওজিয়্যাহ এমনকি মোহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল-ওয়াহহাবের উক্তি সমূহকে ব্যাবহার করে, এভাবে কপটতার সাথে তারা নিজেদের সালাফের পথের অনুসারী হিসেবে প্রকাশ করে।

এই মুরতাদরা যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফিরদের সহায়তা করে, তাদের প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়্যাহ ﷺ বলেন, "একজন মুসলিম যে ধর্মের কিছু মাত্র বিষয়ের ক্ষেত্রে রিদ্দা সংঘটিত করে সে একজন কাফির যে এখনও এই বিধানগুলো গ্রহণ করে নি তার চেয়েও অধিক ভয়ংকর। এটা তাদের মত যারা যাকাতকে অস্বীকার করেছিল আর যাদের বিরুদ্ধে আস-সিদ্দিক যুদ্ধ করেছিলেন। সেই মানুষটি একজন ফিক্বহের ছাত্র, সুফিবাদের অনুসারী, ব্যবসায়ী, লেখক বা অন্য যাই হোক না কেন এতে কোন পার্থক্য করা হয় না। তারা সবাই সেই সকল তুর্কী গোত্র সমূহ[৩] থেকেও অধম, যারা এখনও ধর্মের ভিতরে প্রবেশই করে নি এবং ইসলামকে ক্রমান্বয়ে আক্রমণ করে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, মুসলিমরা মুরতাদ লোকদের থেকে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হন, তাদের থেকে অধিক যারা যখন ইসলাম গ্রহণ করে, তখন ইসলাম ও তার বিধি - নিষেধ মেনে চলে, আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বেশি অনুগত হয় (অর্থাৎ কুফফার আসলি), তাদের চেয়ে যারা ধর্মের একটা অংশ থেকে দূরে

৩ ইবনে তাইমিয়্যাহর সমসাময়িক কালে এবং তার অঞ্চলে, মুসলিমদের প্রধান শত্রু ছিল তুর্কী থেকে উদ্ভূত কিছু গোত্র সমূহ।

মুরতাদ ইয়াসির কাজী





মুরতাদ বিলাল ফিলিপস এবং পিয়েরে ভগেলস

সরে যায়, আর অপর অংশে একজন মুনাফিক হিসেবে থাকে, যদিও তারা নিজেদের জ্ঞানী ও ধার্মিক দাবি করে।" [মাজমু' আল-ফতোয়া]।

ইবনুল ক্বাইয়্যিম ﷺ বলেন, "আল্লাহ বিধান প্রদান করেছেন - আর তার বিধানের চেয়ে উত্তম বিধান আর কারও নেই - যে কেউই ইহুদি বা খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদেরই একজন হবে। "আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই একজন" [আল-মা'য়িদাহঃ ৫১] যদি কুরআনের আয়াত অনুসারে তারা তাদের বন্ধুই হয়, তবে তাদের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। পার্থক্য কেবল একটাই হচ্ছে ইসলামে প্রবেশের পরে যারাই তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের ধর্মে প্রবেশ করে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়না আর তাদের কাছ থেকে জিজিয়াও গ্রহণ করা হয় না। বরং তাকে ইসলাম ও তরবারির মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নিতে হয়, কারণ সে বিধান অনুযায়ী ও ইজমা অনুসারে সে একজন মুরতাদ। [আহকাম আহলিয-যিম্মাহ]।

মোহাম্মাদ ইবনে 'আবদুল-ওয়াহহাব বলেন, "জেনে রাখুন যে দেখতে প্রায় মুসলিম মনে হলেও যে শিরক করে বা মুওয়াহহিদদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষাবলম্বন করে, সে শিরক না করলেও তার বিরুদ্ধে প্রচুর তাকফিরের প্রমাণ রয়েছে, আল্লাহ তা'আলার বাণীতে, তাঁর রাসূল ﷺ এর কথায়, আর আলিমদের কথার মধ্যে" [আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ]।

অস্ট্রেলিয়ার তাউফিক চৌধুরী হচ্ছে নব্য 'সালাফি'-ক্রুসেডার ধারার একটা উপযুক্ত উদাহরণ। ১৪২৯ হিজরির শেষ দিকে সে একটা বক্তব্য দেয় যার শিরোনাম ছিল, "মুসলিম আলেমরাঃ সন্ত্রাসবাদের চাবুকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পশ্চিমের এক স্বাভাবিক মিত্র"। সন্ত্রাসবাদীদের (মুসলিম) বিরুদ্ধে যুদ্ধে পশ্চিমাদের (ক্রুসেডারদের) মিত্র হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে নির্লজ্জ উদ্ধৃতি দেয়া ছাড়াও, তাউফিক গর্বের সাথে স্বীকার করে যে তার বক্তব্যটি দেয়া হয়েছিল ব্রিটেনের "সব বড়বড় সন্ত্রাসবাদ বিরোধী প্রধান ও চরমপন্থা রোধে দক্ষ ব্যক্তিদের সামনে"। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফিরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না" [আল 'ইমরানঃ ২৮]। আত-তাবারী এর ব্যাখ্যায় বলেন, "তার আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন সম্পর্ক নেই আর আল্লাহ তা'আলারও তার সাথে কোন সম্পর্ক নেই, তার দ্বীনত্যাগ ও কুফরির মধ্যে প্রবেশের কারণে"।

ইয়াসির কাজী পশ্চিমা সমাজের পক্ষে আরেকজন "সালাফি পুনর্জাগরণবাদী" বক্তা যে তার অনুসারীদের কাফির আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করার জন্য বলে, একটি আর্টিকেল লিখে যার নাম, "একজন গর্বিত, দেশপ্রেমিক, শারীয়াহ চর্চাকারী আমেরিকান"। অন্য বক্তব্য আর লিখাগুলোর মত ইয়াসির এখানেও আমেরিকার প্রতি তার ভালোবাসার উপরে জোর দিয়েছে আর আমেরিকার আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক যেকোনো বিষয় বা মানুষকে ত্যাগ করেছে। সে বলে, "আমার জন্মভূমি - যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান - চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের আদেশ দিয়েছে। আমার সাথী আমেরিকান মুসলিম এবং আমি, এই আদেশকে মানি, বুঝি ও পুরোপুরি সমর্থন করি"। সে নীতিনির্ধারকদের কাছে এই মিনতি করে শেষ করে, "আমাদের এই ভূমির বিধান মেনে চলে বসবাসের অনুমতি দেয়া হোক"। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারা কি জাহেলিয়াতের বিধান কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী কে?" [আল-মা'য়িদাহঃ ৫০]।

তার সৌদি বন্ধু ও সহযোগী, ওয়ালিদ বাসোনি, সিরিয়ায় গিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, এভাবে আল্লাহ তা'আলা যা ওয়াজিব (আবশ্যিক) করেছেন সেটাকে সে হারাম সাব্যস্ত করেছে। জ্যামাইকান কানাডার মিত্র, বিলাল ফিলিপস অন্যসব মুরতাদের মতই পরিষ্কার আয়াত ও হাদিসের অর্থকে পরিবর্তন ও পেঁচিয়ে ফেলেছে যা মুসলিমদের জিহাদ থেকে দূরে সরিয়ে দিবে, সে দাবি করে যে কোন গ্রুপ যা তাগুত বা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা হল "খাওয়ারিজ"। সে জোর দিয়ে বলে যে "ইসলামিক" পরিবর্তন আনার জন্য মুসলিমরা বরং তাগুত সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছেই যাবে। আরেকজন কানাডিয়ান, আবদুল্লাহ হাকিম কুইক তার জাতিকে রক্ষা করে ও মুসলিমদের দ্বারা নিহত কানাডিয়ান সৈন্যদের জন্য তার সহমর্মিতা প্রকাশ করে।

উপরোক্ত সবকয়টির কেন্দ্রবিন্দু হলো দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাগুতের সাথে তাদের মিত্রতা। জেনে রাখুন, দাওলাতুল ইসলামকে সরিয়ে দেওয়ার যেকোনো সাফল্য শারীয়াহকেই সরিয়ে সে স্থানে কুফরের আইনকে প্রতিস্থাপিত করবে, যেহেতু বর্তমানে বুগ্বাতদের [৪] কোথাও পাওয়া যাবে না, সেহেতু দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কুফরির সমতুল্য। তাহলে তার কি হবে যে কুফরদের সাথে মিত্রতা করে পৃথিবীর বুকে একমাত্র সত্যিকার মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার

৪ বুগ্বাত বলা হয় সেইসব মুসলিমদের যারা বৈধ মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু যদি তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রকৃত কাফের ও মুরতাদদের সহযোগিতা করে অথবা শারীয়াহ আইন প্রয়োগে বাঁধা দেয়, তবে তারা বুগ্বাত নয় বরং মুরতাদ, যা শামের তথাকথিত 'ইসলামিক' জোটগুলোর ক্ষেত্রে ঘটেছে।

জন্য? এটা প্রতিষ্ঠিত যে, যে কেউ একজন খুনিকে তার শিকারকে হত্যা করতে সাহায্য করবে সে এই অপরাধের জন্য সমভাবে দায়ী। যেমনটি ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেছেন, "যদি সালাফরা যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল তাদের মুরতাদ বলে থাকেন; যেখানে তারা রোজা রাখত, সালাত আদায় করত আর মুসলিম উম্মাহর সাথে যুদ্ধও করেনি সেক্ষেত্রে তার কি হবে যে আল্লাহ ও তার রাসূলের শত্রুদের সাথে মিলিত হয়েছে মুসলিমদের হত্যা করার জন্য?!" [মাজমু' আল-ফতোয়া]।

এরপর রয়েছে "সালাফি-জিহাদি" মানহাজের দাবীদার কয়েকজন, তাদের মধ্যে একজন আবু বাসির আত-তারতুসী। শামে দাওলাতুল ইসলামের বিস্তৃতির ঘোষণায়, আর পরবর্তীতে জাওলানীর বিশ্বাসঘাতকতায়, আবু বাসিরের প্রকৃত মানহাজের ভেতরের রূপ পরিষ্কার হয়ে উঠে। এই ঘোষণার জবাবে, তার একটি বড় অভিযোগ ছিল, সিরিয়ানরা তাদের নিজেদের বিপ্লবের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করার পরেও, একজন ইরাকি সিরিয়ান মানুষদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তার জাতীয়তাবাদী মানসিকতা এবং ইরাকে আব্বাসী খলীফাদের কয়েক শতক ধরে শাম শাসন করার বিষয়ে তার অগ্রাহ্যতার পর, সে ইয়েমেনে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করতে বলে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য। আর লিবিয়ার মুজাহিদদের তাদের অস্ত্র নতুন তাগুত সরকারের কাছে জমা দিতে বলে যাকে সে বৈধ মনে করে। এমনকি সে মিশরের শিরকি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিতেও উৎসাহিত করে!

পরিশেষে, একজনের প্রকাশ্য ক্রুসেডারদের উপেক্ষা করা উচিত নয়, যারা দাওয়াহর পোশাকটা পর্যন্ত পরে না কিন্তু রাজনীতি আর কুফরদের আইন প্রয়োগের জন্য সরাসরি অংশ নেয়, যেমন (যুক্তরাষ্ট্রে) মোহাম্মাদ ইলিবিয়ারী, আরিফ আলী খান, রাশেদ হুসাইন, কেইথ এলিসন, হুমা আবেদিন প্রভৃতি আর (যুক্তরাজ্যে) মোহাম্মাদ আবদুল বারী, সাইয়েদা ওয়ারসি, ওয়াকার আজমি, সাজিদ জাভিদ, আজমল মাসরুর এবং অন্যান্য রাজনৈতিক সক্রিয় মুরতাদরা।

উপসংহার

কিভাবে পশ্চিমে বসবাসকারী মুসলিমরা যারা আল্লাহর কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণকারী আর তাঁর বিধানকে পুরোপুরি পালনকারী হিসেবে দাবি করেন, চুপচাপ বসে থাকেন যখন কাফেরদের ইমামরা তাদের মিম্বরের উপর থেকে তাদের বিষ ছড়িয়ে দেয়? কিভাবে এই কুফরের ইমামেরা আল্লাহর শত্রুদের নিরাপত্তায় থাকে, যখন আল্লাহর সৈন্যরা খুব সহজেই তাদের নাগালে পৌঁছতে পারেন? কিভাবে, যখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যদি তারা শপথ করার পরে তা ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ এদের কাছে শপথের কোন মূল্য নেই, যাতে তারা বিরত হয়" [আত-তাওবাহঃ ১২]

কিভাবে, এটা জানার পরও যে মুরতাদরা শয়তানদের দলে যোগদান করেছে, যুদ্ধ করছে তাগুতদের স্বার্থে -হোক তা তাদের মুখের দ্বারা? এটা কোনভাবেই আল্লাহর দলের ক্ষতি করতে পারবে না, বরং আল্লাহ তা'আলা এভাবেই রিদ্দার মধ্য দিয়ে এমনভাবে তাঁর মানুষদের বের করে আনেন যাদের তিনি ভালোবাসেন আর তারাও তাঁর রাস্তায় যুদ্ধকে ভালোবাসে। তিনি বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যদি কেউ স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যায়, তবে অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন আর তারাও তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি হবে কোমল আর কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে আর নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করবে না" [আল-মা'য়িদাহঃ ৫৪]। আর আল্লাহ তা'আলা ঠিকই বলেছেন, "তারা শয়তানের দল, সাবধান শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত" [আল-মুজাদিলাহঃ ১৯] তিনি আরও বলেন, "তারাই আল্লাহর দল, জেনে রেখ আল্লাহর দলই বিজয়ী" [আল-মুজাদিলাহঃ ২২]।

এভাবে দুইটি শিবির ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হচ্ছে। যারা কুফরের বক্তব্যকে সমর্থন করে তারা এক পক্ষে, আর যারা আল্লাহর বাণীকে সমর্থন করে তারা আরেক পক্ষে। এই মেঘাচ্ছন্ন সময়ে, প্রত্যেক মুসলিমের সাবধান হওয়া উচিত আর তার সঠিক শিবিরটি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া উচিত। এটা সত্যিই এই উম্মাহ'র প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ যে তিনি আমাদের পরিষ্কার পথ-প্রদর্শন করেছেন, যার মাধ্যমে আমরা সত্যের শিবির খুঁজে পাই। তিনি বলেন, "তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না আর নিজেদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। তারাই হল সত্যবাদী" [আল-হুজুরাতঃ ১৫]। আর তিনি আদেশ করেন, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক" [আত-তাওবাহঃ ১১৯]।

তাই সবার তাদের দিক থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে নেয়া উচিত যারা আল্লাহর পথে জিহাদ না করে পেছনে পড়ে থাকে, যে জিহাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা যায় আর তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত যারা আল্লাহর বাণীকে পরিপূর্ণ করে। "তারা এমন লোক যাদেরকে আমরা পৃথিবীতে শক্তি- সামর্থ্য দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর অধিকারভুক্ত" [আল-হাজ্জঃ ৪১]। একজনের হয় দারুল ইসলামের দিকে যাত্রা করা উচিত, সেখানে মুজাহিদদের বাহিনীতে যোগদান করার জন্য, অথবা যা সহজেই পাওয়া যায় (ছুরি, পিস্তল, বিস্ফোরক প্রভৃতি) তা দিয়ে নিজেই জিহাদ শুরু করা উচিত ক্রুসেডার আর অন্যান্য কাফির ও মুরতাদদের, কুফরের ইমামদের হত্যার জন্য, যাতে করে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায়, যেহেতু তাদের সবাইকে লক্ষ্য বস্তু বানানো শারীয়াহ অনুসারে বৈধ - বরং ফরজ, তবে ঐ সকল লোকদের ব্যতীত যাদের প্রতি অগ্রসর হবার পূর্বেই তারা প্রকাশ্যে কুফর থেকে তাওবাহ করে।

তবুও কি তারা কোরআন অনুধাবন করবে না



{আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, নিজেদের হত্যা করে দাও কিংবা নিজেদের নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যাও, তবে তারা তা করত না; অবশ্য তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ছাড়া। যদি তারা তাই করে যা তাদের উপদেশ দেয়া হয়, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম এবং তাদেরকে নিজের দ্বীনের ওপর সুদৃঢ় রাখার জন্য তা উত্তম হবে। আর তখন অবশ্যই আমি তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে মহান প্রতিদান দিব। আর তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করব।} [সূরা আন নিসাঃ ৬৬-৬৮]।

সূরা আন নিসার এই অংশে, মুনাফিকদের এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ কে বাদ দিয়ে তাগুতের নিকট তাদের বিচার ফয়সালা প্রার্থনা করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার পর, আল্লাহ বলেন যে, যদি তিনি তাদেরকে আল্লাহর সাথে বিচারের দিক দিয়ে অংশীদার স্থাপন করার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজেদেরকে হত্যা করতে নির্দেশ দিতেন - যেমন ভাবে তিনি মুসা عليه السلام এর সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যখন তারা আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে বাছুর এর পূজা শুরু করেছিল -মুনাফিকরা এমনটা করত না, অল্প কিছু লোক ব্যতীত। আল্লাহ্‌র এই বাণীর তাফসিরে (আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, "নিজেদের হত্যা কর" কিংবা "নিজেদের নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যাও", তবে তারা তা করত না; অবশ্য তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ছাড়া), ইমাম আত-তাবারি رحمه الله এর অর্থ তাফসির করে বলেন, তোমার ওপর যা নাজিল করেছি তার ওপর যারা বিশ্বাসের দাবী করে - যারা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনা করে - তাদের ওপর যদি আবশ্যক করে দিতাম যে, তারা অবশ্যই নিজেদেরকে হত্যা করবে এবং তাদেরকে তা করার নির্দেশ দিবে, অথবা তারা অবশ্যই নিজেদের নগরী ত্যাগ করে সেখান থেকে অন্যত্র হিজরত করবে, তবে তারা তা করত না। তিনি বলেন তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে আনুগত্য করার জন্য না তারা তাদের নিজেদের প্রাণ নিজেদের হাতে হরণ করত আর না তাদের ভূমি ছেড়ে হিজরত করত, তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া"।

আত-তাবারি এরপর বর্ণনা করেন যে মুজাহিদ رحمه الله - তাবেঈনদের মধ্যে একজন অন্যতম মুফাসসির - বলেন যে, যদি তাদের নির্দেশ দেয়া হত নিজেদের হত্যা করতে "যেমন ভাবে মুসা عليه السلام এর সাথীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ছুরি দ্বারা একে অপরকে হত্যা করতে, তাদের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া এমনটা কেউ করত না" [১]

আত-তাবারি আরও বর্ণনা করেন যে আস-সুদ্দি رحمه الله - তাবেঈনদের মধ্যে আরও একজন অন্যতম মুফাসসির - বলেন, "ছাবিত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাস رضي الله عنه এবং ইহুদীদের মধ্যে এক লোক দম্ভ করছিল (একে অপরের সঙ্গে)। ইহুদী বলে, 'আল্লাহ্‌র শপথ, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের ওপর নির্দেশ দেন এই বলে, "নিজেদের হত্যা কর, তাই আমরা নিজেদের হত্যা করি।" তাই ছাবিত বলেন, "আল্লাহ্‌র শপথ যদি এই বাণী "নিজেদের হত্যা কর" আমাদের ওপর নির্দেশ করা হত তবে আমরা নিজেদেরকে হত্যা করতাম।'" আত-তাবারি কর্তৃক বর্ণিত আরেকটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, যখন এরূপ কথা রাসূল ﷺ এর কাছে পৌঁছায় তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই আমার উম্মতের কিছু লোকের মধ্যে ঈমান পাহাড়ের গভীরতম শিকড় থেকেও শক্তভাবে বপন করা হয়েছে"।

এই আয়াতের অন্তর্নিহিত শিক্ষা ব্যাপক। বিচারের ক্ষেত্রে শিরক, যা বর্তমান যুগে নবী মোহাম্মাদ ﷺ কে অনুসরণ করার দাবিদারদের মাঝে ব্যাপক হারে বিস্তার লাভ করেছে, এবং আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে শিরক, যা মুসা عليه السلام এর অনুসরণকারী দাবিদারদের মাঝে ছড়িয়ে পরেছিল যখন তারা হঠাৎ করে স্বর্ণের বাছুরের পূজা আরম্ভ করল, এই আয়াতে রয়েছে এই দুই ধরনের শিরকের সূক্ষ্ম তুলনা। আল্লাহ ﷻ মুসলিমদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে তাগুতের নিকট বিচার প্রার্থনা মূর্তি পূজার শিরকের তুলনায় কোন অংশেই কম নয়; তাই, গণতন্ত্রপন্থী 'ইসলামিস্ট' দলগুলো যারা বিচার প্রার্থনা করে কয়েক ডজন বা কয়েক শত নির্বাচিত কর্মকর্তার (বিধানদাতা) নিকট এবং পৌত্তলিক হিন্দুদের মধ্যে যারা অগণিত মূর্তির পূজা করে, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবুও, আল্লাহর অনুগ্রহে, তিনি এই উম্মতের নিকট এমন কোন কষ্টকর প্রায়শ্চিত্ত আরোপ করেন নি যেমনটা তিনি করেছেন বনী ইসরাঈলের

১ এটা আল্লাহর বাণীর সাথে সম্পৃক্ত, "আর যখন মুসা তার সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদেরই ক্ষতিসাধন করেছো এই গোবৎস নির্মাণ করে। কাজেই এখন তাওবাহ কর তোমাদের প্রতিপালকের কাছে এবং নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমাদের প্রতিপালকের কাছে। তারপর তোমাদের প্রতি লক্ষ্য করা হল। নিঃসন্দেহে তিনিই ক্ষমাকারী, অত্যন্ত মেহেরবান"[আল-বাক্বারাহঃ ৫৪]। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে মুসা عليه السلام তার সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহর নির্দেশ পৌঁছিয়ে দেন যে তারা তাদের নিজেদেরকে হত্যা করতে হবে, তাই তাদের মধ্যে যারা বাছুরের পূজা করেছে তারা বসে পড়ে, এবং যারা বাছুরের পূজা করে নি তারা ছুরি হাতে নেয়। এক ভয়াবহ অন্ধকার তখন তাদের আচ্ছাদন করে এবং তারা একে অপরকে হত্যা করা শুরু করে। এরপর অন্ধকার সরে যায় এবং তারা দেখতে পায় যে ৭০,০০০ নিহত হয়েছে। যাদেরকেই মারা হয়েছে তাদের ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে এবং যারা অবশিষ্ট ছিল তাদেরকেও ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে [আত-তাবারি]।

জন্য, কিন্তু এর পরিবর্তে যারাই এই শিরকে পতিত হয়, তাদেরকে এই শিরকের কাজ পরিত্যাগ করা ও একনিষ্ঠভাবে তাওবাহ করা জরুরী।

এছাড়াও, শুধুমাত্র কিছু লোক তাঁর অনুসরণ করবে যদি তাদের নির্দেশ দেয়া হয় নিজেদেরকে হত্যা করতে বা হিজরত করতে - এই কথার মাধ্যমে, আল্লাহ মুনাফিকদের স্বভাব প্রকাশ করছেন যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি আনুগত্য না করে দ্বীনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বুলি আওড়িয়ে থাকে। তাই, যদি তাদের এমন কিছুর সম্মুখীন হতে হয় যা খুবই কষ্টদায়ক ও কুরবানির কাজ, তারা পরিষ্কার ওহীর অনুসরণ না করে নিজেদের জন্যে অজুহাত তৈরি করবে। এটা এই বিষয়কেই আরও পরিষ্কার করে যে আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা হচ্ছেন তিনিই যিনি তাঁর নির্দেশের হিকমাহ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলেন না এবং নির্দ্বিধায় তা বাস্তবায়ন করেন, তা যতই কঠিন মনে হোক না কেন। এটা মনে রাখতে হবে যে অনেকেই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ এর আদেশকে অনুসরণের দাবি করলেও, বিভিন্ন আমল - হোক সেটা হিজরত বা অন্যকিছু - খালেস ভাবে একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ এর জন্য করা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়। এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পরিষ্কার অবাধ্যতা। তারা এই দাবি করে যে তাদেরকে অবশ্যই ঐ কর্মের পেছনের হিকমাহ সম্পর্কে জানতে হবে - আর নিঃসন্দেহে আল্লাহর সকল আদেশের পেছনে হিকমাহ রয়েছে - কিন্তু যদি তারা তা দেখতে না পায়, বা যদি তারা বিশ্বাস করে যে এই হিকমাহ বর্তমান সময় বা সমাজের জন্য প্রযোজ্য নয়, তারা এই আমলের ক্ষেত্রে অবহেলা করে, অনুৎসাহিত করে এবং যারা তা পালন করে তাদেরকে কটাক্ষ করে এবং এমনকি তারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধও শুরু করে, এত কিছুর পরও তারা নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করে!

যারা এরূপ করে তাদের অনেক শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। তাদের মধ্যে এমনও রয়েছে যারা এই ব্যাপারে খুবই ভয়ানক এবং এটা বলতে কোন লজ্জা বোধ করে না যে শারীয়াহ হচ্ছে "বর্বর" বা এটা আমাদের সময়ের জন্য অচল, এছাড়া আরও আছে যারা তাদের থেকে চতুর এবং যারা কুফরের ভূমিতে অবস্থান করে, হিজরত করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ হুকুম অমান্য করতে সকল প্রকার অজুহাত তৈরি করে। এটা যদিও খুব বিস্ময়কর কিছু নয় যখন একজন বিবেচনা করে হিজরতের জন্য কুরবানি ও কষ্টগুলো এতই ব্যাপক যে আল্লাহ ﷻ তা উপরের আয়াতে নিজেদের হত্যার নির্দেশের সাথে উল্লেখ করেছেন! নবীগণও হিজরতের কষ্ট থেকে অব্যাহতি পান নি এমনকি শ্রেষ্ঠ মানব ﷺ ও নয়, যিনি হিজরত করেছেন এমন এক শহরে যার মধ্যে ছিল বিশ্বাসঘাতক ইহুদী ও মুনাফিক এবং যা পরিবেষ্টিত ছিল বিদ্বেষী বেদুইন গোত্রদের দ্বারা, তাঁকে প্রথমে নিজ গোত্র ও আত্মীয়-স্বজনদের নিরাপত্তা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল, গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং কিছু দিনের জন্য গুহায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল। হিজরত করা প্রায়ই একজনের ঈমান ও তাওয়াক্কুলের জন্য কঠিন পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়, আর তাই একজন ঈমানদারের এই ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা প্রয়োজন যে তিনি শুধুমাত্র একটি আদেশের সাথে সাথেই আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করতে প্রস্তুত, যদিও তিনি এর পেছনের হিকমাহ বুঝতে না পারেন। আল্লাহ ﷻ বলেন, "তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দনীয় নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে তা অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না"।[সূরা বাক্বারাহ ২১৬]

এছাড়াও, ওপরের ছাবিত বিন কায়েসের বর্ণনা থেকে একজন এটা নিতে পারে যে, একজন ঈমানদারের অবশ্যই অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ সময়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালনে প্রত্যয় প্রদর্শন করতে হবে এবং দ্বিতীয় কোন চিন্তা রাখা যাবে না যদিও না কোন অবাঞ্ছিত ঘটনার সম্মুখীন হয়। এমনটি করা তাজকিয়াত আন নাফসের (নিজের সুনাম নিজে করা) মধ্যে পড়ে না যখন সেটা সঠিক নিয়্যাত দ্বারা পরিচালিত হয়, যেমন কুফফারদের নিকট শক্তি ও মর্যাদা প্রদর্শন করা, যেমনটা হয়েছিল ছাবিত رضي الله عنه এর দ্বারা ইহুদির সামনে, বা নিজেকে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করতে, এবং তা আরও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন, "আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন।"। [আন নিসা ৬৯] আর এর পূর্বে আল্লাহ ﷻ বলেন, "বস্তুতঃ আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়"। [আন নিসা ৬৪] সুতরাং একজন ঈমানদারের সচেতন হতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে এবং এর জন্যে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করা উচিত।

আল্লাহর বাণী সম্পর্কে, "কিন্তু যদি তারা তাই করে যা তাদের উপদেশ দেয়া হয়, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম এবং তাদেরকে নিজের দ্বীনের ওপর সুদৃঢ় রাখার জন্য তা উত্তম হবে" [আন-নিসাঃ ৬৬] আত-তাবারি বলেন যে আস-সুদ্দি ব্যাখ্যা করেন "এক শক্ত অবস্থান" মানে "এক শক্তিশালী তাসদিক্ব (সত্যের স্বীকৃতি)" বোঝায়। এটাই সঠিক, কারণ নিশ্চয়ই একজন ইসলামের সত্যতার স্বীকৃতি প্রদান করতে পারে তার কথার দ্বারা, কিন্তু যদি তা মহৎ কর্ম দ্বারা সংযুক্ত না হয় যেমন হিজরত দ্বারা, তখন এটি শুধু বুলি আওড়ানোই হবে যেমনটি পূর্বে মুনাফিকদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। এই ভাবে আল্লাহ ﷻ আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে, যে সকল কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা পালনের মাধ্যমে- বিশেষ করে কঠিন কাজগুলো যেখানে ব্যাপক পরিমাণ আনুগত্য ও কুরবানির প্রয়োজন হয় - মুসলিমরা তাদের এই দাবিতে আরও শক্তিশালী হয় যে তারা ঈমানদার। ফলস্বরূপ আল্লাহ ﷻ তাকে দুটি বিশাল অনুগ্রহ দান করেন যা দুটি পাশা পাশি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে "আর তখন অবশ্যই আমি তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে মহান প্রতিদান দিব। আর তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করব।" [আন নিসা ৬৭-৬৮]।

আল্লাহ আমাদের ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা কষ্টদায়ক আমল করতে দ্বিধাবোধ করে না যা আমাদের জন্য হিদায়াত ও দুনিয়ায় সরল পথে চলা সহজ করে দেয় এবং আখিরাতে বিপুল পরিমাণ পুরস্কার প্রাপ্তিতে সহায়ক হয়।

দাওলাতুল ইসলামের অভিযানসমূহ

আমরা কুফর বাহিনীর বিরুদ্ধে খিলাফাহ'র সৈনিকদের চলমান যুদ্ধ হতে আমরা এক নজরে দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদিনদের দ্বারা পরিচালিত সাম্প্রতিক কিছু সফল অভিযান সম্পর্কে আলোকপাত করবো। যারা খিলাফাহ'র সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করেছেন অথবা আল্লাহর শত্রুদের মাঝে ত্রাস ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছেন, এবং তাদের লাঞ্ছিত করেছেন। এগুলো গত কয়েক সপ্তাহে বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত বেশ কিছু অভিযানের মধ্য থেকে বাছাইকৃত খুবই সামান্য কিছু অভিযানের বর্ণনা।

মিশরঃ ১০ রাবি আল-আখির তারিখে গিজা তে আল-হারাম মহাসড়কের একটি বাড়িতে মুরতাদ মিশরীয় পুলিশ ও তাদের কমান্ডিং অফিসাররা হামলা চালায়, সে সময় দাওলাতুল ইসলামের গোপন ইউনিট বিস্ফোরক দ্বারা সেই বাড়িটি বিস্ফোরিত করেন, এর ফলে কয়েকজন অফিসার সহ তাদের ১০ জন নিহত হয় ও আল-হারামের তদন্ত বিভাগের প্রধান মোহাম্মাদ আমিন সহ আরো ২০ জন আহত হয়। এর ঠিক ১১ দিন পর, খিলাফাহর দুজন সৈনিক আল-মুনিব গিজা অঞ্চলে মুরতাদ মিশরীয় পুলিশের একটি নিরাপত্তা চেকপয়েন্টের দিকে অগ্রসর হন। তাঁরা সেখানে একজন অফিসার সহ পাঁচ জনকে হত্যা করেন এবং পরবর্তীতে নিরাপদে তাঁদের অবস্থানে ফিরে আসেন।

মিশর



উলাইয়াত আল-আনবারঃ ১৬ রাবি আল- আখির তারিখে খিলাফাহ'র ছয় জন ইনগ্বিমাসি সৈনিক বিস্ফোরক বেল্ট ও হালকা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আল-আনবারের পশ্চিমাঞ্চলের আল-বাগদাদি জেলা -র আইন আসাদ বিমানঘাঁটির আবাসিক ভবনের দিকে গোপনে অগ্রসর হন। তাঁরা ভবনে প্রবেশ করেন ও ছড়িয়ে পড়েন এবং সাফাভী সৈন্য ও সাহাওয়াত যোদ্ধাদের সাথে কয়েক ঘণ্টা যাবত সংঘর্ষে লিপ্ত হন, অতঃপর তাঁদের বিস্ফোরক বেল্ট সমূহের বিস্ফোরণ ঘটান। এই ইনগ্বিমাসি হামলাকে অনুসরণ করে মুজাহিদিনগণ মুরতাদদের উপর ৫০ টি কাতিউশা রকেট এবং বিপুল পরিমাণ মর্টার রাউন্ড নিক্ষেপ করেন। উক্ত অভিযানে বেশ কিছু সংখ্যক সাফাভী অফিসার এবং সৈন্য নিহত হয়, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আল-বাগদাদি অঞ্চলের পুলিশ প্রধান মুরতাদ লেফটেন্যান্ট

কর্নেল বাসিম শাকির ও সাহাওয়াত কমান্ডার মুরতাদ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাসখুর আল-জুগাইফি, সেই সাথে সাহাওয়াত দলগুলোর আরো একজন নেতা নিহত হয়। আহতদের মধ্যে রয়েছে, তথাকথিত সুক্কুর আল-উবাইদ রেজিমেন্টের কমান্ডার মুরতাদ শুয়াইব আল-উবাইদি। আল্লাহ আমাদের ইনগিমাসি ভাইদের শহীদ হিসেবে কবুল করুন।

উলাইয়াত 'আদান আবিয়ানঃ ১৭ রাবি আল আখির তারিখে মা'আশিক্ব রাষ্ট্রপতি ভবনে ইসতিশহাদী আবু হানিফাহ আল-হলান্ডি তার বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি বিস্ফোরিত করেন, যেটা ছিল ইয়েমেনের তাগুত আবদ রাব্বুহ মানসুর হাদির আবাসিক ভবন। এর ফলে কয়েকজন অফিসার সহ তাগুতের দশ জন দেহরক্ষী নিহত হয় এবং আরো ২০ জনের মত আহত হয়। আল্লাহ আমাদের ভাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন।

উলাইয়াত সিনাইঃ ১৭ই রাবি আল-আখির তারিখে "মুরতাদদের শিকার" নামক অভিযান চলাকালীন খিলাফাহ'র সৈনিকগণ আল-আরিশ শহরের পশ্চিমে মুরতাদ মিশরীয় আর্মির গাড়িবহর লক্ষ্য করে দুটি বৃহৎ বিস্ফোরকের বিস্ফোরণ ঘটান, এতে তাদের দুটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয় এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ ২০ জনের মত সৈন্য হতাহত হয়। যাদের মধ্যে ছিল, সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ১০১ তম ব্যাটালিয়নের অভিযানের প্রধান মুরতাদ সন্ত্রাসী আহমাদ 'আবদ আন-নাবী। এছাড়াও মুজাহিদিনগণ তাদের দুটি সাঁজোয়া গাড়ি ধ্বংস করেন।



হিমস

উলাইয়াত দামেস্কঃ ২০ই রাবি আল-আখির তারিখে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ দামেস্কের দক্ষিণাঞ্চলে সায়্যিদাহ যায়নাব অঞ্চলের কু'-আস সুদান এলাকায় রাফিদাহ মুশরিকদের সমাবেশ লক্ষ্য করে দুটি ইসতিশহাদী হামলা চালান। উক্ত হামলায় ৫০ জনের অধিক মুরতাদদিন নিহত হয় এবং আরো ১২০ জন আহত হয়। ঠিক ৯ দিন পর, আমাদের ভাই আবু 'আব্দুর-রহমান আশ-শামী দামেস্ক শহরের মাসাকিন বাজরাহ এলাকায় অবস্থিত "পুলিশ বাহিনীর ক্লাব" নামক নুসাইরী কর্মকর্তাদের ঘাঁটিতে ইসতিশহাদী হামলা চালান। ইসতিশহাদী ভাই তাদের মাঝে তার গাড়ির বিস্ফোরণ ঘটান, ফলে তাদের ২০ জন নিহত হয় এবং আরো ৪০ জন আহত হয়। এর দুই সপ্তাহেরও কম সময় পর, রাফিদা ও নুসাইরীদের সুরক্ষিত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত দামেস্কের আস-সায়্যিদাহ যায়নাব এলাকার আত-তীন সড়কে দুটি ইসতিশহাদী হামলা চালানো হয়। এর ফলে তাদের ৯০ জনের অধিক নিহত ও ১৬০ জন আহত হয়। আল্লাহ আমাদের ইসতিশহাদী ভাইদের শহীদ হিসেবে কবুল করুন।

দামেস্ক



উলাইয়াত আল-হিজাজঃ ৬ই জুমাদা আল-উলা তারিখে দাওলাতুল ইসলামের একটি গোপন ইউনিট মুরতাদ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমাদ ফায়ি' 'উসাইরি কে হত্যা করেন, সে জাজিরাতুল আরবের বাইরে আল-সালুলের বাহিনীর সাহায্যকারী একজন অফিসার হিসেবে কাজ করতো। জাযান অঞ্চলের আবু আরিশ এলাকায় তার খামারবাড়িতে সাইলেন্সার পিস্তল দিয়ে তাকে লক্ষ্য করে হত্যা করা হয়।



হামাহ

সরকারি বাহিনী বারবার রাফিদা মিলিশিয়াদের তলব করে তাদের গাড়িবহর এবং প্রচণ্ড রাশিয়ান বিমান হামলার সহায়তায় হামলা চালায়। খিলাফাহর সৈনিকগণ ১০০ এর অধিক মুরতাদকে হত্যা করেন ও কয়েকদিন যাবত যুদ্ধ চলাকালীন তাদের বেশ কিছু ট্যাংক, এন্টি ট্যাংক মিসাইল, মর্টার ক্যানন, শিলকা ট্যাংক, হালকা ও ভারী অস্ত্র এবং বেশ কিছু গোলাবারুদ গনিমাহ হিসেবে লাভ করেন; সেই সাথে উক্ত অঞ্চলের কিছু এলাকাও তাঁরা দখল করেন।

উলাইয়াত হিমসঃ ১২ই জুমাদা আল-উলা তারিখে হিমস শহরের আয-যাহরা' অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী ৬০-সড়কে নুসাইরী মুরতাদদের লক্ষ্য করে দুটি ইসতিশহাদী হামলা চালানো হয়। দুজন ইসতিশহাদী মুরতাদদের মাঝে তাঁদের বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ির বিস্ফোরণ ঘটান, এর ফলে তাদের বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। আল্লাহ আমাদের ভাইদের শহীদ হিসেবে কবুল করুন।

বাংলাঃ ১২ই জুমাদা আল-উলা তারিখে বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলাতে খিলাফাহর সৈনিকগণ হালকা অস্ত্র দিয়ে হিন্দু মুশরিকদের সন্ত গৌরি মঠের প্রতিষ্ঠাতা পুরোহিত যজ্ঞেশ্বর রায়কে হত্যা করেন, সে সময় তার একজন ভক্ত আহত হয়। হিন্দু ব্যবসায়ী তরুণ দত্তকে হত্যার ঠিক দু-সপ্তাহ পরেই উক্ত হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়। অতঃপর বাংলার মুজাহিদিনগণ তাঁদের অঞ্চলগুলোতে রাফিদি মুশরিকদের মাঝে তাঁদের ত্রাস অব্যাহত রাখেন। ৪ই জুমাদা আল-আখির তাঁরা রাফিদি মুশরিক হাফিয আব্দুর রাজ্জাক - কে হত্যা করেন, যে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে রাফিদা ধর্মের দিকে আহ্বানকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিল এবং সে খোমেনি মেডিক্যাল সেন্টারে ডাক্তার হিসেবে কর্তব্যরত ছিল। তাকে ঝিনাইদহ অঞ্চলে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয় এবং তার হত্যাকারী মুজাহিদিনগণ নিরাপদে তাঁদের ঘাঁটিতে ফিরে আসেন।

উলাইয়াত হামাহঃ ১৪ই জুমাদা আল-উলা তারিখে খিলাফাহর সৈনিকগণ আল-আছারিয়া, খানাসির ও আস-সাফিরাহ অঞ্চলে নুসাইরী বাহিনী ও এর মিলিশিয়াদের বেশ কিছু অবস্থানে ও হালাব শহরের দিকে তাদের একমাত্র সংযোগকারী সড়ক লক্ষ্য করে বিভিন্ন দিক থেকে হামলা করেন। মুজাহিদিনগণ হালকা ও মাঝারি অস্ত্র দ্বারা প্রবল আক্রমণ করেন ও পরবর্তীতে খানাসিরের উত্তরে ৮ টি গ্রাম দখল করেন। তাঁরা বেশ কয়েকদিন যাবত তাদের সংযোগকারী সড়কটি বিচ্ছিন্ন করতে থাকেন। এমনকি

উলাইয়াত আর-রাক্কাহঃ ১৯ জুমাদা আল-উলা তারিখে “তাদের দলসমূহ পরাজিত হবে ও তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে” নামক অভিযান চলাকালীন খিলাফাহর সৈনিকগণ আর-রাক্কাহ শহরের উত্তরাঞ্চলে পিকেকে মুরতাদদের কয়েকটি অবস্থান লক্ষ্য করে একটি বড় ধরণের আক্রমণ পরিচালনা করেন। সুলুক এলাকায় ও তেল-আবিয়াদ শহরে কয়েকজন ইনগিমাসি গোপনে প্রবেশ করে হামলা শুরু করেন। মুরতাদদের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষ সংঘটিত হয়, সে সময় উভয় অঞ্চলেই ক্রুসেডার জোটের যুদ্ধবিমানগুলো কয়েকবার বোমা হামলা করে, যার ফলে কয়েকটি বাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুলুক এবং রা'স আল-আইন এর মধ্যবর্তী সড়কে মুরতাদদের লক্ষ্য করে দুটি ইসতিশহাদী হামলা চালানো হয়।

বাগদাদে মুরতাদদের লাশ



তেল আবিয়াদ ও সুলুকের যুদ্ধে মুরতাদরা পালিয়ে যায় অতঃপর খিলাফাহ'র সৈনিকগণ আল্লাহর অনুগ্রহে উম্ম আল-বারামিল, আল-মাস'উদিয়্যাহ, হাম্মাম আত-তুর্কমান এবং আল-হামুদ গ্রাম দখল করেন। যুদ্ধ এখনো চলছে, আমরা আল্লাহর কাছে বিজয় এবং সংহতির জন্য দোয়া করি।

উলাইয়াত বাগদাদঃ ১৯ই জুমাদা আল-উলা তারিখে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ বাগদাদের পশ্চিমাঞ্চলের আবু গুরাইব জেলায় একটি বড় ধরণের হামলা পরিচালনা করেন। তাঁরা ৫০ এরও বেশি সাফাভী ও মোবিলাইজেশন যোদ্ধাদের হত্যা করেন, বেশ কিছু জায়গা থেকে মুরতাদদের পিছু হটতে বাধ্য করেন। সাদর শহরে রাফিদিদের শক্তিশালী ঘাঁটিতে দুটি ইসতিশহাদী হামলা চালানো হয়, প্রথম ইসতিশহাদী হামলা করেন আমাদের ভাই আবু কুদামাহ আল-আনসারী, তিনি রাফিদি মুশরিকদের মাঝে তার বিস্ফোরক বেল্টের বিস্ফোরণ ঘটান, এতে তাদের বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। অতঃপর হামলা করেন, এরপর অবশিষ্ট যারা জীবিত ছিল তাদের সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে দিতে আমাদের ভাই আবু যর আল-আনসারী তার বিস্ফোরক বেল্টের বিস্ফোরণ ঘটান। এই দুই হামলায় রাফিদিদের ১০০ জনের মত হতাহত হয়। আল্লাহ আমাদের ভাইদের শহীদ হিসেবে কবুল করুন।

উলাইয়াত দায়ালাঃ ২০শে জুমাদা আল-উলা তারিখে আমাদের ইসতিশহাদী ভাই আবু আইয়ুব আল-বাদরী আল-মিকদাদিয়্যাহ এর ফিলিস্তিন এলাকার পাশে একদল রাফিদি মোবিলাইজেশন যোদ্ধাদের ভেতর প্রবেশ করেন এবং তাদের মাঝে তার বিস্ফোরক বেল্টের বিস্ফোরণ ঘটান। এই হামলায় রাফিদি মোবিলাইজেশন যোদ্ধাদের ৬০ জনের অধিক নিহত হয় এবং তাদের কয়েকজন নেতা সহ আরো ১০০ জন আহত হয়। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, দায়ালা এর তথাকথিত "আসাইব আহলিল হাক্ব" মিলিশিয়াদের প্রধান মুরতাদ আলি হামদ আত-তামিমি, এছাড়াও রয়েছে মুস্তাফা আত-তামিমি, 'আকিল কাযলাজাহ এবং দিয়া' গাযাল আত-তামিমি। আল্লাহ আমাদের ভাইদের শহীদ হিসেবে কবুল করুন।

উলাইয়াত আল-ফুরাতঃ ২১ জুমাদা আল-উলা তারিখে আমাদের ইনগিমাসি ভাই আবু জাহরা' আশ-শামী ও আবু 'উসমান আশ-শামী হাদিছাহ বাঁধের পার্শ্ববর্তী নৌ-পুলিশের একটি ঘাঁটিতে গোপনে অগ্রসর হয়ে হামলা চালান। হালকা অস্ত্র ও হ্যান্ড গ্রেনেড দিয়ে ব্যাপক সংঘর্ষ চলে, সে সময় বেশ কয়েকজন সাফাভী সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও কমান্ডার সেই ঘাঁটিতে উপস্থিত ছিল। সংঘর্ষের পর ইনগিমাসিগণ মুরতাদদের মাঝে তাঁদের বিস্ফোরক বেল্টের বিস্ফোরণ ঘটান, এতে তাদের বেশ কয়েকজন কমান্ডার ও অফিসার নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে রয়েছে আল-জাজিরাহ অঞ্চলের অভিযান প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল 'আলি আব্বুদ, নৌ-পুলিশের প্রধান 'উমার মাজবাল রাজাব আন-নিমরাওয়ী, সাফাভী সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন আহমাদ মাহদী সালিহ এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফারহান ইবরাহিম। আল্লাহ

কারকুক





হিমসে গনিমাহ

আমাদের ইনগ্বিমাসি ভাইদের শহীদ হিসেবে কবুল করুন।

উলাইয়াত কারকুকঃ ৬ই জুমাদা আল-আখিরাহ তারিখে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ আল-হাওয়িজাহ তে মুসলিমদের বোমা হামলা করতে আসা সাফাভী আর্মিদের দ্বারা পরিচালিত একটি আমেরিকান "সেসনা ২০৮ ক্যারাভান" যুদ্ধবিমান ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপক অস্ত্র ও ৫৭ মিমি কামান দিয়ে হামলা চালিয়ে ভূপাতিত করেন।

উলাইয়াত হিমসঃ ৭ই জুমাদা আল-আখিরাহ তে তাদমুরে যুদ্ধের সময় খিলাফাহ'র সৈনিকগণ আল্লাহর অনুগ্রহে ৫ রাশিয়ান সেনা, ৬ নুসাইরী সেনা ও বেশ কিছু সংখ্যক রাফিদি হিযবুল লাত সেনাকে হত্যা করেন, উল্লেখ্য যে তারা দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের অবস্থানে অগ্রসরের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। মুজাহিদিনগণ তাদের প্রতিহত করেন এবং তাদের একটি ট্যাংক ধ্বংস করেন। মুরতাদরা পরাজিত হয়ে পিছু হটে। এছাড়াও আদ-দাওয়াহ অঞ্চলে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের রিবাতের এলাকাতে অগ্রসরের প্রচেষ্টার সময় বেশ কিছু সংখ্যক মিলিশিয়া যোদ্ধা এবং একজন রাশিয়ান সামরিক উপদেষ্টা নিহত হয়।

বেলজিয়ামঃ ১২ই জুমাদা আল-আখিরাহ তারিখে দাওলাতুল ইসলামের একটি গোপন ইউনিট দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ক্রুসেডার বেলজিয়ামে হামলা করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। আল্লাহ আমাদের ভাইদের সফলতা দান করেন এবং ক্রুসেডারদের নিজেদের ভূমিতেই তাদের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করেন। খিলাফাহ'র কয়েকজন সৈনিক বিস্ফোরক বেল্ট, বোমা ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসের নির্বাচিত কিছু জায়গার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। তাঁরা ব্রাসেলস বিমানবন্দর ও মেট্রোস্টেশনে গিয়ে তাঁদের বিস্ফোরক বেল্ট বিস্ফোরণের পূর্বেই বেশ কিছু সংখ্যক ক্রুসেডারকে হত্যা করেন। এই হামলায় ৪০ এর অধিক নিহত হয় এবং ২৫০ জনেরও অধিক আহত হয়। ওয়ালহামদুলিল্লাহ।

উলাইয়াত দক্ষিণ বাগদাদঃ ১৫ই জুমাদা আল-আখিরাহ তারিখে আমাদের ভাই সাইফুল্লাহ আল-আনসারী রাফিদি মোবিলাইজেশন যোদ্ধা ও কমান্ডারদের একটি দলকে লক্ষ্য করে ইসতিশহাদী হামলা চালান। তিনি তাদের মাঝে প্রবেশ করেন এবং বিস্ফোরক বেল্টের বিস্ফোরণ ঘটান, এতে তাদের ৬০ জনের অধিক নিহত

ব্রাসেলস





আল-ক্বাওকাজ

হয় ও ১০০ জনের বেশি আহত হয়। নিহতদের মাঝে রাফিদি মোবিলাইজেশন বাহিনীর বেশ কয়েকজন নেতা ছিলো। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আল-ইসকানদারিয়্যাহ জেলার প্রশাসক আহমাদ শাকির আল-খাফাজি। আল্লাহ আমাদের ভাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন।

উলাইয়াত হামাহঃ ১৮ই জুমাদা আল-আখিরাহ তারিখে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ নুসাইরী বাহিনীর পরিত্যক্ত ব্যাটালিয়ন ঘাঁটিতে ও সেই সাথে টি-৪ সামরিক বিমানঘাঁটির পার্শ্ববর্তী চেকপয়েন্টে একটি হামলা চালান। ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়, পরবর্তীতে মুজাহিদিনগণ ব্যাটালিয়নের ঘাঁটি ও চেকপয়েন্ট দখল করেন। মুজাহিদিনগণ ২৩ জন নুসাইরী সৈন্যকে হত্যা করেন ও কনকর্স মিসাইল নিক্ষেপক, বেশ কিছু কনকর্স মিসাইল এবং একটি স্বয়ংক্রিয় কামান গনিমাহ হিসেবে লাভ করেন। পরিশেষে মুজাহিদিনগণ নিরাপদে তাঁদের অবস্থানে ফিরে আসেন।

উলাইয়াত আল-ক্বাওকাজঃ ১৯ই জুমাদা আল-আখিরাহ তারিখে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ দাগিস্তানের পূর্বাঞ্চলের কাস্পিয়াস্ক এলাকায় রাশিয়ান আর্মিদের দুটি গাড়ি লক্ষ্য করে দুটি বোমা পুঁতে রাখেন এবং বিস্ফোরণ ঘটান। এর ফলে ১০ জন রাশিয়ান সৈন্য নিহত হয় এবং আরো ৩ জন আহত হয়, সেই সাথে গাড়ি দুটির একটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় ও অন্যটি পুড়ে যায়। এর একদিন পর, খিলাফাহ'র একজন ইসতিশহাদী সৈনিক দাগিস্তান অঞ্চলের সারটিচ গ্রামে মুরতাদ দাগিস্তানি পুলিশের একটি চেকপয়েন্টের দিকে অগ্রসর হন। তিনি তাদের মাঝে তার বিস্ফোরক বেল্টের বিস্ফোরণ ঘটান, এতে তাদের বেশ কয়েকজন হতাহত হয়; এছাড়া চেকপয়েন্টের একটি গাড়িও ধ্বংস হয়।

উলাইয়াত নাজদঃ ২৩শে জুমাদা আল-আখিরাহ তারিখে দাওলাতুল ইসলামের একটি গোপন ইউনিট রিয়াদের দক্ষিণে আদ-দালাম শহরের পুলিশ ষ্টেশনের সামনে দুটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটান, এর ফলে পুলিশের তিনটি গাড়ি পুড়ে যায়। ঠিক তিন দিন পর, দাওলাতুল ইসলামের একটি গোপন ইউনিট আল-সালুলের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়ের জন-তদন্ত বিভাগের একজন কর্নেল মুরতাদ কিতাব মাজিদ আল-হাম্মাদি কে হত্যা করেন। তাকে রিয়াদের পশ্চিমের আদ-দাওয়াদিমি এলাকায় হত্যা করা হয়।

উলাইয়াত দামেস্কঃ ২৬শে জুমাদা আল-আখিরাহ তারিখে খিলাফাহর সৈনিকগণ দামেস্কের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পূর্ব ক্বালামুনে নুসাইরী বাহিনীর বেশ কিছু অবস্থানে একটি বড় ধরণের হামলা পরিচালনা করেন। তাঁরা ৫৫৯ তম ব্যাটালিয়ন, কৌশল গতভাবে গুরুত্ব পূর্ণ মুসাল্লাত চেকপয়েন্ট, চাইনিজ ফ্যাক্টরি এবং সিমেন্ট ফ্যাক্টরি দখল করেন। এছাড়াও মুজাহিদিনগণ বেশ কিছু নুসাইরী সৈন্যকে হত্যা করেন ও বিপুল সংখ্যক গনিমাহ লাভ করেন, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ক্যালিবারের বেশ কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় কামান, বেশ কিছু ট্যাংক, করনেট ও কনকর্স মিসাইল নিক্ষেপক এবং বিভিন্ন প্রকার গোলাবারুদ।

দামেস্কে গনিমাহ

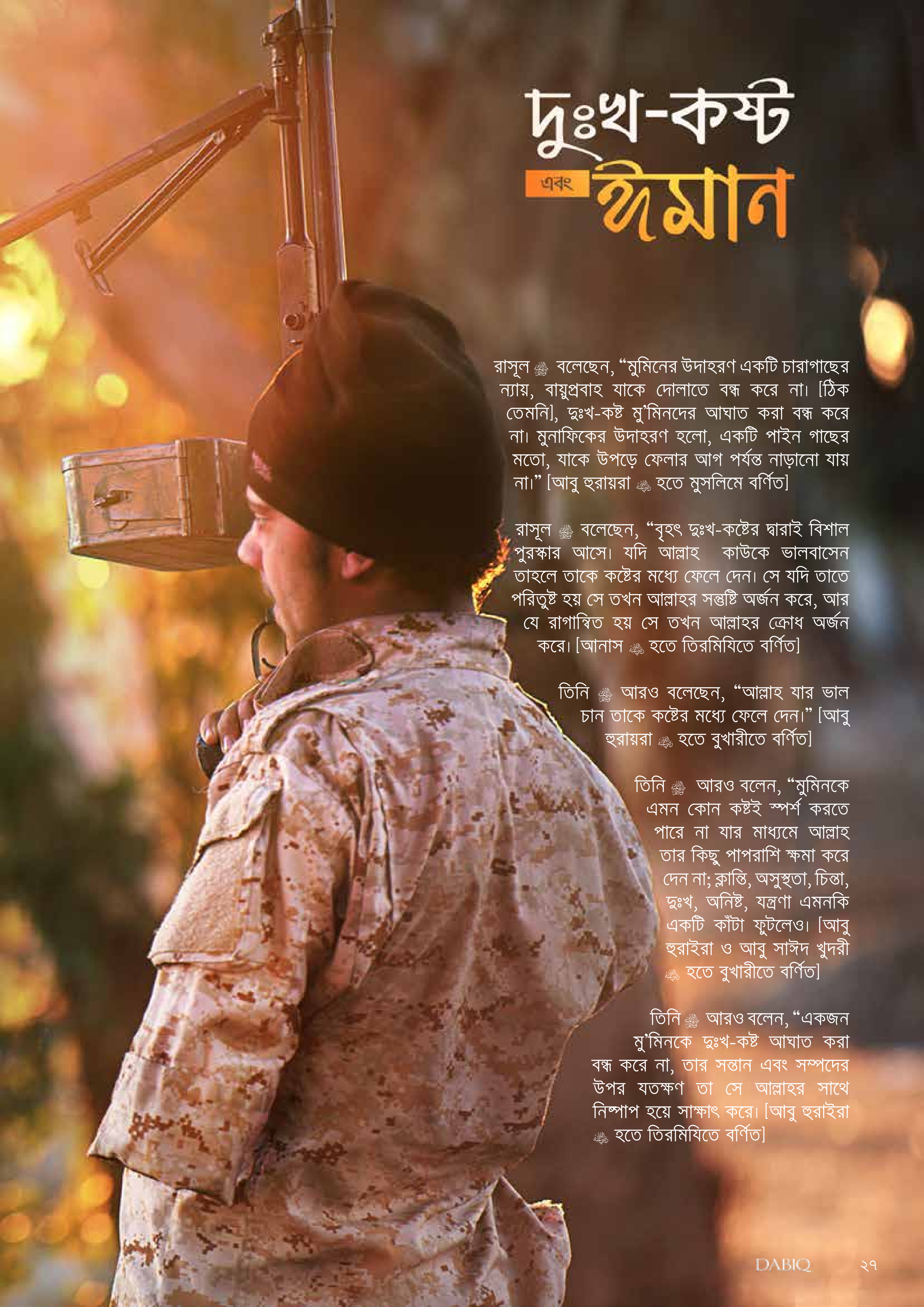


দুঃখ-কষ্ট এবং ঈমান

রাসূল ﷺ অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে আবু সাঈদ খুদরী ؓ তাঁর কাছে আসলেন, তখন তিনি চাদরে জড়িয়ে ছিলেন। আবু সাঈদ তাঁর হাত চাদরের ওপর রাখলে তিনি চাদরের ওপর থেকে তাপ অনুভব করতে লাগলেন। এরপর বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার জ্বরের তীব্রতা কেমন!?" তখন রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন "আমাদের (নবীগণের) দুঃখ-কষ্টের তীব্রতা অনেক বেশি আর আমাদের পুরস্কারও অনেক গুণ বেশি।" আবু সাঈদ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "কোন ধরনের মানুষ সবচেয়ে বেশি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়?" তিনি উত্তর দিলেন, "নবীগণ।" আবু সাঈদ জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর কারা?" তিনি বললেন, "আলেমগণ", আবু সাঈদ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর কারা?"। তিনি উত্তর দিলেন, "সৎপরায়নগণ, আর তাদের অনেকে উকুন আক্রান্ত হবে, যা তাদের মৃত্যুর কারণ হবে। তাদের কেউ কেউ আবার এমন দরিদ্রতা দ্বারা আক্রান্ত হবে, আলখাল্লা ব্যতীত পরার জন্য তারা আর কিছুই খুঁজে পাবে না। তারা দুঃখ কষ্টে পতিত হলে আনন্দিত হবেন, তুমি উপহার পেলে যত আনন্দিত হও তার চেয়ে বেশি।" [ইবনে মাজাহ এবং আল হাকিমে বর্ণিত]

তিনি আরও বলেন, "একজন লোক তার ধার্মিকতার মাত্রা অনুসারে দুঃখ-কষ্টে অপতিত হবে। সে যদি তারা ধার্মিকতায় দৃঢ় হয়, তার দুঃখ-কষ্ট তত তীব্র হবে। আর যদি সে তার ধার্মিকতার ব্যাপারে ঢিলে-ঢালা হয়, তাহলে সে তার ধার্মিকতার মাত্রা অনুসারে (কম) দুঃখ-কষ্টে অপতিত হবে।" [সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ؓ হতে তিরমিযিতে বর্ণিত]





দুঃখ-কষ্ট এবং ঈমান

রাসূল ﷺ বলেছেন, “মুমিনের উদাহরণ একটি চারাগাছের ন্যায়, বায়ুপ্রবাহ যাকে দোলাতে বন্ধ করে না। [ঠিক তেমনি], দুঃখ-কষ্ট মু'মিনদের আঘাত করা বন্ধ করে না। মুনাফিকের উদাহরণ হলো, একটি পাইন গাছের মতো, যাকে উপড়ে ফেলার আগ পর্যন্ত নাড়ানো যায় না।” [আবু হুরায়রা ﵁ হতে মুসলিমে বর্ণিত]

রাসূল ﷺ বলেছেন, “বৃহৎ দুঃখ-কষ্টের দ্বারাই বিশাল পুরস্কার আসে। যদি আল্লাহ কাউকে ভালবাসেন তাহলে তাকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দেন। সে যদি তাতে পরিতুষ্ট হয় সে তখন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে, আর যে রাগান্বিত হয় সে তখন আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করে। [আনাস ﵁ হতে তিরমিযিতে বর্ণিত]

তিনি ﷺ আরও বলেছেন, “আল্লাহ যার ভাল চান তাকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দেন।” [আবু হুরায়রা ﵁ হতে বুখারীতে বর্ণিত]

তিনি ﷺ আরও বলেন, “মুমিনকে এমন কোন কষ্টই স্পর্শ করতে পারে না যার মাধ্যমে আল্লাহ তার কিছু পাপরাশি ক্ষমা করে দেন না; ক্লান্তি, অসুস্থতা, চিন্তা, দুঃখ, অনিষ্ট, যন্ত্রণা এমনকি একটি কাঁটা ফুটলেও। [আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ খুদরী ﵄ হতে বুখারীতে বর্ণিত]

তিনি ﷺ আরও বলেন, “একজন মু'মিনকে দুঃখ-কষ্ট আঘাত করা বন্ধ করে না, তার সন্তান এবং সম্পদের উপর যতক্ষণ তা সে আল্লাহর সাথে নিষ্পাপ হয়ে সাক্ষাৎ করে। [আবু হুরাইরা ﵁ হতে তিরমিযিতে বর্ণিত]



মুরতাদ

ব্রাদারহুড

বিগত কয়েক দশকে, এক বিধ্বংসী ক্যান্সারের আবির্ভাব ঘটে, উম্মাহ এতে আক্রান্ত হয়, চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর প্রভাবে পুরো উম্মাহ রিদ্দায় (দ্বীনত্যাগে) নিমজ্জিত হতে উদ্যত হয়। "১৯২৮ সালে" মিশরের এক নগরীতে শুরু হয়ে এটা সমগ্র মিশর, শাম, ইরাকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিশেষে তা ছড়িয়ে পড়ে মুরতাদ তাওয়াগ্বিতদের দখলে চলে যাওয়া মুসলিম ভূমি সমূহের অধিকাংশ অংশে। অতঃপর এটা পশ্চিমে - আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়াসহ - পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পরে। যেখানেই মুসলিম সমাজ ছিল, সেখানেই এটা তাদের সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে এবং ধীরে ধীরে তাদের মাঝে ইসলামের নামে ইসলামবিহীন এক দ্বীনের স্থাপন করার চেষ্টা করলো।

এই ক্যান্সারের ভ্রষ্টতা জাহমিয়্যাহ্, মু'তাজিলাহ্, মাতুরিদিয়্যাহ্ এবং আশ'আরিয়্যাহ সহ সবচেয়ে পথভ্রষ্ট এবং বহুবিস্তৃত ঐতিহাসিক ফিরকা সমূহকেও ছাড়িয়ে যায়। আলেমদের মৃত্যু, শতাব্দীকাল ধরে খুলাফাহ'র অনুপস্থিতি, সূফীবাদের বিস্তার, কালাম (নব্যতান্ত্রিক "ধর্মতাত্ত্বিক শাস্ত্র"), রা'ঈ (হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক অশুদ্ধ "ফিক্বহি" মতামত), কবর-পূজা, এবং ভ্রান্ত ওসমানীদের আধুনিকতাবাদ, সেই সাথে অনেক মুসলিম ভূ-খণ্ডে ক্রুসেডারদের ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে এই ক্যান্সার যে এলাকাতেই পৌঁছেছিল সেখানেই খুব সহজে শক্ত অবস্থান করে নিয়েছিল।

এর দ্বীন ছিল ওসমানীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, গণতান্ত্রিক মতবাদ ও উদারপন্থী, শান্তিবাদী এবং পূর্ব-পশ্চিমের পেতলিকদের থেকে আমদানিকৃত সমাজতান্ত্রিক মতবাদে মিশ্র ভ্রষ্টতার এক জগাখিচুড়ি। যার অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল স্বল্প-মেয়াদী ব্যক্তিবর্গ এবং দলীয় স্বার্থে এর নেতাকর্মীদের সেবা করা। তারা শারীয়াহ'র বাস্তবায়ন, খিলাফাহ'র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জিহাদের পূর্ণতার জন্য এটা কাজ করত বলে দাবি করত, কিন্তু বাস্তবে তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো! পরিশেষে এই ক্যান্সার আফগানিস্তান, ইরাক, আলজেরিয়া, ফিলিপাইন, সোমালিয়া, ইয়েমেন, তিউনিশিয়া, লিবিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিশর এবং অন্যত্রে থাকা তাওয়াগ্বিত ও ক্রুসেডারদের সহায়তা করে। ক্রুসেডারদের কাছে এর দাসত্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তা পশ্চিমা গোয়েন্দা এজেন্টদেরকে পশ্চিমের "ইসলামিক" সেন্টারগুলোতে আমন্ত্রণ জানিয়ে জিহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য আহবান করে!

ক্যান্সারটি "জামা'আত আল-ইখওয়ান আল-মুসলিমিন" নামে পরিচিত ("মুসলিম ব্রাদারহুড" গ্রুপ)[১] যা ১৯২৮ সালে হাসান আল-বান্না কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, যে এই দলের প্রথম "সাধারণ নির্দেশক" হয় - এই দলের নেতাকে এই উপাধি

১। মুরতাদ দলটিকে এই প্রবন্ধে "ইখওয়ান" অথবা "ব্রাদারহুড" নামে সম্বোধন করা হবে।



তাগুত খোমেনীর সাথে তাগুত ইসমাইল হানিয়্যাহ

দেয়া হয়ে থাকে। আধুনিক ইতিহাস জুড়ে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এই দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার কারণে মুওয়াহহিদ মুজাহিদগণের এর মতবাদ, ইতিহাস এবং অবস্থা সম্পর্কে অন্তর্জ্ঞান লাভ করা জরুরি।

ইখওয়ান ও রাফিদা

ইহুদী ইবনে সাবা কর্তৃক রাফদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই গোত্র ইসলামের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, এমনকি তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকবার পৌত্তলিক ও ক্রুসেডারদের সহযোগিতা করে। এটা একটা কবর-পূজারি সম্প্রদায়, সর্বোত্তম মুসলিমদের তাকফীরকারী, এবং রাসূল ﷺ কে অবমাননাকারী। রাফিদাদের রিদ্দাহ সত্ত্বেও, হাসান আল-বান্না ও তার সাথীরা দুইজন আধুনিক ফ্রিম্যাসন (পশ্চিমা গুপ্তসংস্থার সদস্য) মোহাম্মাদ 'আবদুহ এবং জামাল আদ-দিন আল-আফগানি (একজন রাফিদা) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, যারা উভয়েই মুসলিম ও রাফিদার মাঝে বন্ধুত্ব আহবানের প্রবর্তক ছিল!

তৃতীয় "সাধারণ নির্দেশক" উমর আত-তিলিমসানী বলে, "হাসান আল-বান্না'র মুসলিম ঐক্য স্থাপনের অংশ ছিল এই যে, তিনি একটি সভার আহবান করেছিলেন যেখানে মুসলিম উপদলসমূহকে একত্রিত করা হবে, এই আশায় যে, আল্লাহ তাদেরকে একটি বিষয়ে এক করে দিবেন যা তাদের পারস্পরিক তাকফীর করাকে বন্ধ করবে, বিশেষ করে আমাদের কুরআন এক, দ্বীন এক, রাসূল ﷺ এক, এবং আমাদের ইলাহ এক। এর জন্য তিনি (আল-বান্না) মহান শায়খ মোহাম্মাদ আল-কুম্মীকে - একজন অন্যতম শি'য়াহ আলেম ও নেতা - ইখওয়ানের প্রধান কেন্দ্রে আহবান জানান" [আল-মুলহাব আল-মাউহুব]। সে আরও বলে, "চল্লিশের দশকের দিকে, যতটুকু আমার মনে পড়ে, সাইয়্যিদ আল-কুম্মি - একজন শি'য়া মতাদর্শের অনুসারী - ইখওয়ানের প্রধান কার্যালয়ে অতিথি হিসেবে অবস্থান করে। সেই সময়ে, হাসান আল-বান্না বিভিন্ন ধর্মীয় উপদলকে একে অপরের কাছাকাছি আনার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন, যেন ইসলামের শত্রুরা বিভিন্ন ধর্মীয় উপদলের বিভাজনের সুযোগ নিয়ে ইসলামী ঐক্য বিনষ্ট করতে না পারে। আমরা তাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম আহলুস-সুন্নাহ এবং শি'য়াদের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? তিনি আমাদেরকে এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য নিষেধ করলেন যাতে ব্যস্ত হওয়া মুসলিমদের জন্য উপযুক্ত নয়, যেহেতু মুসলিমরা হচ্ছে....একটি দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দ্বারপ্রান্তে এবং ইসলামের শত্রুরা তা প্রজ্বলন করতে চায়। আমরা তার মহত্বের কাছে বলেছি, "আমরা আমাদের গোঁড়ামির কারণে জিজ্ঞেস করছি না, না জিজ্ঞেস করছি মুসলিমদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করার জন্য। আমরা জানার জন্য জিজ্ঞেস করছি, কারণ সুন্নী এবং শি'য়াদের মধ্যে কি পার্থক্য আছে তা অগণিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে এবং আমাদের সময় নেই সে সমস্ত পুস্তক ঘেঁটে দেখার। তাই তিনি বলেন, "জেনে রাখুন যে আহলুস-সুন্নাহ এবং শি'য়াদের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান কারণ তারা বলে "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই" এবং মোহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রেরিত বান্দা ও রাসূল"। এই হচ্ছে আক্বিদাহ'র মূল। এ বিষয়ে সুন্নী আর শি'য়া এক এবং বিশুদ্ধ। আর তাদের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, সেগুলো হচ্ছে এমন বিষয় যা তাদেরকে পরস্পরের কাছাকাছি আসার অনুমতি দেয়" [যিকরায়াত লা মুযাক্কিরাত]।

আত-তিলিমসানী আরও বলে, "ইখওয়ানের সাথে শি'য়া নেতাদের পারস্পরিক সম্পর্ক দুর্বল হয় নি। তারা যোগাযোগ করত, উদাহরণস্বরূপ, আয়াতুল্লাহ আল-কাশানি। তারা নবাব সাফাভীকে মিশরে আমন্ত্রণ করেছিল। ইখওয়ান এগুলো এ কারণে করে নি যে

শি'য়ারা তাদের মতাদর্শ ছেড়ে দিক। বরং, তারা মহৎ উদ্দেশ্যে এমন করেছে, যেমনটি তাদের ইসলাম বলে। তা হল বিভিন্ন ইসলামিক উপদলকে যতটুকু সম্ভব হয় পরস্পরের কাছাকাছি আনার উদ্যোগ" [শি'য়া ওয়া সুন্নাহ]। এভাবে, ইখওয়ান কখনই চায় না যে রাফিদারা রিদ্দাহ থেকে ফিরে আসুক!

এমনকি দলটি খোমেনি রাষ্ট্রকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে একটি অফিসিয়াল বিবৃতি প্রদান করে, "মুসলিম ব্রাদারহুডের আন্তর্জাতিক সংস্থা আরব বিশ্ব তথা ইউরোপ এবং আমেরিকায় তাদের স্থানীয় শাখাসমূহের পাশাপাশি তুরস্ক, পাকিস্তান, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান, মালয়েশিয়ার ইসলামী সম্মেলনের নেতাদেরকে একটি সভায় আহবান করে; পরবর্তীতে বেসামরিক বিমানে করে তেহরান যাওয়ার জন্য একটি প্রতিনিধি দল গঠিত হয়। প্রতিনিধিদল আয়াতুল্লাহ আল-খোমেনি'র সাথে সাক্ষাত করে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি সংহতি পুনঃনিশ্চিত করে, যাদের মধ্যে ছিল মুসলিম ব্রাদারহুড, তুরস্কের স্যালভেশন পার্টি, জামাত-এ-ইসলামী পাকিস্তান, জামাত-এ-ইসলামী হিন্দ, ইন্দোনেশিয়ার মাসিইউমি পার্টি, মালয়েশিয়ার মুসলিম যুব আন্দোলন এবং ফিলিপাইনের আল-জামাআহ আল-ইসলামিয়া। সভাটি ছিল ইসলামের মহত্ত্ব ও শক্তিতে উপদলীয় পার্থক্য বিলুপ্ত করার জন্য। ইমাম খোমেনি প্রতিনিধি দলকে সম্মানিত করলেন এবং এটা পরিষ্কার করলেন যে, নির্বাসনের সময় তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তার রক্ষিত বাহিনীসমূহ ছিল বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের রক্ষিত বাহিনী, তার রক্ষিত বাহিনীতে ছিল প্রত্যেক মুওয়াহহিদ মুসলিমগণ যারা বলে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি বলেন যে, বিপ্লবটি শুধুমাত্র ইরানের জন্যই ছিল না, বরং তা ছিল প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রের, যাদের শাসকরা ইসলাম ধর্মের প্রতি সীমালঙ্ঘন করে এবং আন্দোলনের গতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং আল্লাহ যেভাবে খোমেনিকে শাহ'র বিরুদ্ধে বিজয় দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন- সেভাবে প্রত্যেক খোমেনিকে প্রত্যেক শাহ'র বিরুদ্ধে সহায়তা করবেন। প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে ইমাম খোমেনিকে জোর দিয়ে বলা হয় যে, ইসলামী আন্দোলনে তাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে; ইরান ও সকল স্থানের ইসলামী আন্দোলনকে তাদের জনগণ, আলেম এবং পার্থিব সক্ষমতা দ্বারা সহায়তা করবে। প্রতিনিধিদল শহীদদের [রাফিদি] জন্য গায়েবী জানাযা'র সালাত আদায় করার পর, বেশ কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়....সভায় ভবিষ্যৎ সমন্বয় ও সহযোগিতার প্রতি আলোকপাত করা হয়...প্রতিনিধিদল পরে একটি আহবান জানায় -হৃদয়স্পর্শী এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারের সময় - ইরানি বিপ্লবের সাথে পুরো ইসলামী বিশ্বে এবং এর বাইরে যেখানে ইসলামিক সম্প্রদায় এবং সমাবেশ রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে একটি সংহতি দিবসের প্রতি। ঐ দিন, ১৬ মার্চ ১৯৭৯, জুমা'র সালাতের পর ইরানি বিপ্লবে নিহত হওয়া শহীদদের উদ্দেশ্যে গায়েবী জানাজার সালাত আদায় করা হবে। আমরা সকল জায়গার সকল ইসলামী কর্মীদেরকে ঐদিনকে স্মরণ করার জন্য আহবান জানাচ্ছি, এবং উম্মাহ'র ঐক্যের প্রতীক হিসেবে গায়েবী জানাজার সালাত আদায় করার জন্য বলছি" [আল-মুজতামা]।

এইভাবে ইখওয়ান রাফিদি বিপ্লবকে ইসলামিক হিসেবে গণ্য করে! সেই একই বিপ্লব যার সাথে উম্মাহ আজ সিরিয়া, লেবানন, ইয়েমেন, আরব উপদ্বীপ এবং অন্যত্র যুদ্ধে লিপ্ত।

রাফিদাদের প্রতি ইখওয়ানের এই দুর্বল আচরণ যা আবু মুস'আব আস-সূরী'র ধারণ করতো-যাওয়াহিরি কর্তৃক প্রশংসিত জিহাদের দাবীদার এক "প্রবক্তা"- এবং মৃত সাহওয়াত নেতা আবু খালিদ আস-সূরির বন্ধু- সে বলে, "নিম্নে আমি সংক্ষেপে আক্বিদাহ এবং মাযহাবের বিষয়ে কয়েকটি পয়েন্ট উল্লেখ করব - যা আমাকে পথপ্রদর্শন করেছে...শি'য়াসহ ঐ সকল সম্প্রদায়...এবং অন্যান্য সম্প্রদায়গুলো বলে যে 'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই' যদিও তারা আহলুস-সুন্নাহ'র আক্বিদাহ ত্যাগ করে তথাপি তারা মুসলিম উম্মাহ'র অন্তর্ভুক্ত এবং কিবলার অনুসারী"। ঢালাওভাবে তাদের উপর কোন তাকফীর করা যাবে না। ইসলামের প্রতি তাদের আচরণ এবং কিবলাহকে বাতিল বলা উচিৎ হবে না। শুধুমাত্র আহলুস-সুন্নাহ'র আলেমগণ দ্বারা বর্ণিত মাপকাঠি ও নির্ধারিত সীমানা ছাড়া এবং শর্ত পূরণ ও প্রতিবন্ধকতা যদি অনুপস্থিত থাকে। এটা হচ্ছে দক্ষ আলেমদের কাজ যারা আক্বিদাহ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। অজ্ঞ এবং সাধারণ জনগণ সহ প্রত্যেক মুসলিমের কাজ এটা নয়। এটা তাদের কাজও না যারা নিজেদের জিহাদে উৎসর্গ করেছে এবং হানাদারদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত [দাওয়াত আল-মুক্বাওয়ামা]।

রাফিদাহ সম্পর্কে তার অবস্থানকে আহলুস-সুন্নাহ'র আলেমদের অবস্থান বলে মিথ্যা সাব্যস্ত করার পর২, সে আরও দাবী করে যে এটা তথাকথিত "অধিকাংশ জিহাদিদেরও" অবস্থান এই বলে যে, "শি'য়াদের বিষয় এবং অন্যান্য অ-সুন্নী দলসমূহঃ জিহাদিরা এই সকল দলসমূহকে ইসলামিক উম্মাহ গণ্য করে এবং কিবলাহ'র অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত...জাফরী ইমামী শি'য়াঃ তারা হচ্ছে ইরানের সংখ্যাগরিষ্ঠ শি'য়া। তারা লেবানন, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং মধ্যপ্রাচ্যে সংখ্যালঘু....অধিকাংশ জিহাদিরা তাদেরকে মুসলিম বলে গণ্য করে, কিবলাহ'র অনুসারী জনগণ, পথভ্রষ্ট এবং মুবতাদি'য়াহ" [দাওয়াত আল-মুক্বাওয়ামা]।

তার ভ্রষ্টতা তাকে এই ঘোষণার দিকে নিয়ে যায়, যা উল্লেখিত হয়েছে "জিহাদি আক্বিদাহ এবং আন্তর্জাতিক ইসলামিক প্রতিরোধ আহবানের সংবিধান," এর "সংখ্যা

২ রাফিদাদের প্রতি তাকফীরের বিষয়ে পড়ার জন্য দাবিক এর ১৩ তম প্রকাশনা দেখুন, "আর-রাফিদা: ইবনে সাবা থেকে আদ-দাজ্জাল"। সাধারণভাবে ইরজা ও একই সাথে দাবিকের বেশ কয়েকটি খণ্ডে অজ্ঞতাকে অতিরঞ্জিত করে বোঝার অজুহাতের প্রতিউত্তর দেয়া হয়েছে। দেখুন দাবিক, সংখ্যা-৮, "ইরজা-সবচেয়ে ভয়ংকর বিদআ'ত", সংখ্যা-৭, "ইসলাম তরবারির ধর্ম", সংখ্যা-৬, "আয-যাওয়াহিরির আল-কায়েদা...এবং অনুপস্থিত ইয়েমেনি প্রজ্ঞা," এবং সংখ্যা-১০, "আল্লাহর বিধান না মানবরচিত আইন"।



তাগুত এরদোগান এবং তাগুত মোশে কাতসাভ

১০ এ: আন্তর্জাতিক ইসলামিক প্রতিরোধ বিবেচনা করে যে, প্রত্যেক মুসলিম যে বলে, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং মোহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসূল - তাদের চিন্তাধারা ও উপদল ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও - তারা ইসলামের সাধারণ গণ্ডির মধ্যেই থাকে, যাকে আলেমগণ আখ্যা দেন 'কিবলাহ'র অনুসারী জনগণ' বলে। এটা বিবেচনা করে যে ধর্মতত্ত্বগত, মতবাদগত ও উপদলীয় পার্থক্য নিরূপণ করা আলেমদের বিষয়। এ সকল বিষয়ের সমাধান হচ্ছে সত্যনিষ্ঠ আলোচনা, হিকমাহ'র মাধ্যমে ব্যাখ্যাকরণ এবং উত্তম পন্থায় সতর্কীকরণের মাধ্যমে... প্রতিরোধ মুসলিমদের মাঝে অস্থিরতা আর যুদ্ধ ডেকে আনে। এটা কিবলাহ'র অনুসারী সকল মুসলিমদেরকে-চিন্তাধারা, দল এবং ব্যক্তি-আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার জন্য এবং কাফির শত্রু যে মুসলিম ভূমিতে আক্রমণ করে তার বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য আহবান জানায়। এটা সকলকে তাদের অভ্যন্তরীণ দলাদলি ত্যাগ করার আহবান করে, যা শুধুমাত্র এ সকল পরিস্থিতিতে মুসলিমদের ভূমিতে কাফিরদের আক্রমণের পথ সুগম করে দেয়" [দাওয়াত আল-মুক্বাওয়ামা]।[৩]

রাফিদাদের প্রতি জিহাদের দাবীদারদের এই ভ্রান্ত অবস্থান, যা হুবহু হাসান আল-বান্না ও তার অনুসারীদের অবস্থানের মতই, এটা আশ্চর্যজনক কোন বিষয় নয় যখন কেউ এটা বিবেচনা করে যে আবু মুস'আব আস-সুরী একজন সাবেক ইখওয়ানী যে ইখওয়ানের প্রতি উচ্চ সু-ধারণা পোষণ করে...।

ইখওয়ান ও আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের গোমরাহী

রাফিদাদের সাথে ইখওয়ানের চুক্তির পাশাপাশি ইখওয়ান মুসলিম, খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের মাঝে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের গোমরাহীপূর্ণ আহবানের প্রবর্তন করে। যাতে করে ইহুদী ও খ্রিষ্টানের সাথে বারা'আহ করার আবশ্যকতা বিনষ্ট হয়ে যায় যেভাবে তারা পূর্বে মুরতাদদের সাথে বারা'আহ করার আবশ্যকতাকে বিনষ্ট করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, "আপনি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমানদার এমন কোন সম্প্রদায় পাবেন না যারা ভালবাসে তাদেরকে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, এমনকি তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের নিকট আত্মীয় হলেও" [সূরা আল-মুজাদালাহঃ ৫৮:২২]।

এতদসত্ত্বেও, ফিলিস্তিন বিষয়ে মিশরে আয়োজিত আমেরিকান-ব্রিটিশ যৌথ কমিটির একটি সভায় হাসান আল-বান্না বলে, "ইহুদীদের সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব দ্বীনের জন্য নয়, কারণ কুরআন তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের জন্য উৎসাহিত করে। জাতিগত আইনের আগে ইসলাম একটি মানব আইন। কুরআন ইহুদীদের প্রশংসা করে...এবং যখন কুরআন ইহুদীদের ব্যাপার ফয়সালা করেছে, এটা অর্থনৈতিক ও আইনগত দিক থেকে ফয়সালা করেছে" [আল-ইখওয়ান আল-মুসলিমুন আহদাছ সানআ'ত আত-তারিখ- মাহমুদ 'আব্দুল-'আযিম]।

আল-বান্না মিশরীয় ইহুদী ধর্মযাজকের নিকট একটি পত্রও প্রেরণ করে বলে, "মহা নির্দেশকের পক্ষ থেকে ইহুদী ধর্মযাজক ও উপদল প্রধানদের প্রতি বার্তা। সাদর সম্ভাষণ...আমি একথা বলার সুযোগ নিতে চেয়েছিলাম যে, মিশরের নাগরিকদের মাঝে ধর্মের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও জাতীয় সংহতি বজায়ের জন্য সরকারী

৩ রাফিদাদের ব্যাপারে আবু মুসআ'ব আস-সুরী'র প্রচারিত এই ভ্রান্ত, দুর্বল অবস্থান যাওয়াহিরির সাথে ও তালিবান নেতৃত্বের সম্পর্কের মতো, যার ব্যাখ্যা দাবিক, সংখ্যা-৬ এর "আয-যাওয়াহিরির আল-কায়েদা...এবং অনুপস্থিত ইয়েমেনি প্রজ্ঞা" এ করা হয়েছে।

হস্তক্ষেপ বা পুলিশি নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমরা বিভিন্ন দলের সমন্বিত আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন। জায়োনিজম (ফিলিস্তিনে ইহুদীদের পুনর্বাসন আন্দোলন) এই ষড়যন্ত্রের মদদ দিচ্ছে যাতে করে ফিলিস্তিন তার হৃদয়ের মূল আরব জাতি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মিশর, আরববিশ্ব ও ইসলামের অন্যান্য ভূমিতে এই আন্দোলনের অতি আবেগী তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মুখে, আমরা এটাকে আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় নাগরিকদের মহৎ ব্যক্তিত্ব ও ইহুদী উপদলের সন্তানদের সামনে তুলে ধরাকে প্রয়োজন মনে করেছি যে, সর্বোত্তম প্রতিরক্ষা হচ্ছে এই যে আপনাদের মহৎ ব্যক্তিগণ এবং ইহুদী উপদলের সন্তানগণ যেন আপনাদের নাগরিকদের উদ্দেশ্যে জনসম্মুখে ঘোষণা দেয় যে, মিশরীয় জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলনে তারা যেন পার্থিব এবং নৈতিক সহায়তা করে, ফিলিস্তিনকে বাঁচাতে একটি প্রতিরোধ যা মুসলিম ও খ্রিষ্টানরা নিয়েছিল। খুব বেশী দেরি হওয়ার পূর্বেই, আপনাদের মহানদের উচিত এই বার্তাটি জাতিসংঘ, ইহুদী এজেন্সি এবং সকল আন্তর্জাতিক এবং জায়োনিস্ট সংস্থা ও এ সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর কাছে পৌঁছে দেয়া। তাদেরকে আপনাদের জানানো উচিত যে, মিশরের ইহুদী নাগরিকগণ ফিলিস্তিনকে আরবিকরণ থেকে বাঁচাতে প্রতিরোধের সম্মুখ সারিতে থাকবে। হে মহৎ ব্যক্তিগণ, এভাবে আপনারা আপনাদের জাতীয় দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন। মিশরের ইহুদী নাগরিকগণের অবস্থানের ব্যাপারে আপনারা এ বিষয়ে সৃষ্ট গোঁড়ামিপূর্ণ যেকোন সন্দেহ দূর করতে পারবেন। এছাড়াও আপনারা পুরো জাতিকে এবং মুসলিম জনগণকে আধুনিক ইতিহাসে সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির সময় স্বস্তি দিতে পারবেন। এই জাতি এবং ইতিহাস কখনও এমন গৌরবান্বিত অবস্থানকে ভুলে যাবে না। এবং আমার সকল বিনীত শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। হাসান আল-বান্না" [ফি ক্বাফিলাত আল-ইখওয়ান আল-মুসলিমিন- আব্বাস আস-সিসি]।

আল-বান্না আরও বলে, "প্রকৃত ইসলাম অন্য কোন ধর্মের বিরোধিতা করে না এবং তাদের আক্বিদাহকেও ধ্বংস করে না"। সে মিশরের কপটিক খ্রিষ্টানদের ব্যাপারেও বলে যে, "আমাদের খ্রিষ্টান ভাই" [ফি ক্বাফিলাত আল-ইখওয়ান আল-মুসলিমিন- আব্বাস আস-সিসি]।

রাসূল ﷺ এর জন্মদিন[৪] উদযাপন উপলক্ষে আল-বান্না আরও বলে, কপটিক খ্রিষ্টানদের পাশাপাশি, "আমরা আজ রাসূল ﷺ এর জন্মদিন উদযাপন করছি। এই মহৎ অনুষ্ঠান উদযাপন করা সকল মুসলিম অমুসলিমের অধিকার, কারণ আমাদের রাসূল ﷺ শুধু মুসলিমদের জন্য আসেন নি" [ফি ক্বাফিলাত আল-ইখওয়ান আল-মুসলিমিন- আব্বাস আস-সিসি]।

ব্রাদারহুড আরও একটি অফিসিয়াল

৪ রাসূল ﷺ এর জন্মদিন উদযাপন করা একটি সুস্পষ্ট বিদআ'ত যা উবায়দি রাষ্ট্রের ইসমাইলিয়্যাহরা উদ্ভাবন করে এবং পরবর্তীতে তা চরমপন্থি সুফীদের মাঝে বিস্তার লাভ করে, যা পরবর্তীতে ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা সুফীদের মাঝে দেখা যায়।

মিশরীয় সংসদ



বিবৃতি প্রকাশ করে যাতে বলা হয়, "মিশরের খ্রিষ্টান ভাইগণ ও মুসলিম বিশ্বের প্রতি আমাদের অবস্থান একটি ঐতিহাসিক, প্রসিদ্ধ এবং স্পষ্ট। তারা আমাদের জাতির অংশীদার এবং আমাদের জাতীয় সংগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ভাই। তাদের সকল নাগরিক অধিকার রয়েছে: পার্থিব ও নৈতিক অধিকার, বেসামরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার" [বায়ান লিন-নাস]।



তিউনিশিয়ান সংসদে ইখওয়ান

এই হলো ইখওয়ানের ভাষা। কুফফার খ্রিষ্টানরা তাদের ভাই। তারা অন্য কোন ধর্মের বিরোধিতা করতে চায় না। তারা সকল কুফফারদেরকে মুসলিমদের সাথে সমান ভাবে বিবেচনা করে। এভাবে তারা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের সাথে জিহাদ করাকে প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহতে ঈমান আনে না এবং শেষ দিনেও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না, আর সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না; তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে জিযিয়া দেয়" [আত-তাওবাহঃ ২৯]।

ইখওয়ান ও সংসদ

বিগত ত্রিশ বছর ধরে সংসদের সাথে ইখওয়ানের অবৈধ সম্পর্কই দলটি সবচেয়ে কুখ্যাতভাবে সংজ্ঞায়িত করে আসছে। তবে এটা এ দলের কোন নতুন সংস্কৃতি নয় যেহেতু এর "সাধারণ নির্দেশক" হাসান আল-বান্না ১৯৪২ এবং ১৯৪৪ সালে তাগুত ফারুক ১ এর শাসনামলের সময় মিশরীয় সংসদে দুইবার নিজেকে মনোনয়ন দেয় - যা ইখওয়ানী সাংবাদিক জাবির রিযক তার বই "হাসান আল-বান্না বি আকলাম তালামিযাতিহি ওয়া মু'য়াসিরিহ" তে লিপিবদ্ধ করেছিল। আল-বান্না সংসদ নির্বাচনে তার অংশগ্রহণের বৈধ করতে চেয়েছিল "কেন ইখওয়ান সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে?" নামক একটি প্রবন্ধে। যা ইখওয়ানের অফিসিয়াল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তখন থেকে, ইখওয়ান বিভিন্ন দেশে অনেকগুলো আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদেরকে বিচার-ফয়সালা করার জন্য অধিকারকে নিজেদের জন্য গ্রহণ করেছিলো, যা একমাত্র আল্লাহ'র অধিকার। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাদের কি এমন শরীক আছে, যারা তাদের জন্যে সেই দ্বীন প্রণয়ন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি ?" [আশ-শূরাঃ ২১]।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের দোহাই দিয়ে ইখওয়ান প্রতারণামূলকভাবে এমন কুফরের "ন্যায্যতা" প্রতিপাদন করত, যেমন আল-বান্না "১৯৩৮ সালে" তার একটি প্রবন্ধ লিখে যার শিরোনাম "মদের দোকান ধ্বংস করা একটি গুরুতর পরিণতি ডেকে আনা" যেখানে সে বলে, "মদ নিষিদ্ধ করা ইমামের অধিকারভুক্ত...সে মোতাবেক, আমরা দেখি যে, ইসলাম হচ্ছে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মতো। এটা অন্যায়কে পরিবর্তন করার অধিকার ইমামকে দিয়েছে...আমাদের সময়ে সরকার হচ্ছে সে ইমামের ভূমিকায়। সকল অন্যায়কে নিষিদ্ধ করা তার দায়িত্ব। যদি সরকার তা না করে, তাহলে এটা জনপ্রতিনিধির উপর অত্যাবশ্যক যে তারা সরকারের প্রতি অনাস্থা পোষণ করবে। যদি জনপ্রতিনিধিরা এ দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে এটা জাতির জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে তাদেরকে আস্থা না প্রদান করা এবং এর পরিবর্তে অন্য জনপ্রতিনিধির জন্য ভোট গ্রহণ করা। যদি মুসলিম প্রতিনিধিরা সংসদ কক্ষে সমবেত হয়, তাহলে আইনের শক্তি ও নিয়মের কর্তৃত্ববলে সব অন্যায় দূর করা সম্ভব" [আন-নাযির পত্রিকা]।

শারীয়াহ'র একটি সুনির্দিষ্ট ফরজ পালন করা হতে জোরপূর্বক বাধাদানকারীর বিরুদ্ধে - যেমন মদ নিষিদ্ধকরণ এবং যাকাত সংগ্রহকরণ - জিহাদ করার আবশ্যকতার দিকে আহবান না করে, ইখওয়ান মুসলিমদেরকে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করে সংসদে তাদেরকে প্রতিনিধিত্ব করে আল্লাহর সাথে বিধানদাতা শরীক করার মাধ্যমে দ্বীনত্যাগের জন্য আহবান করে!

ইখওয়ান ও গণতন্ত্র

গণতন্ত্র হচ্ছে একটি দ্বীন যা সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ তা'আলাকে না দিয়ে জনগণকে দেয়। এর মধ্যে, আইন প্রণয়নের অধিকার জনগণের উপর ন্যস্ত করা হয় যাতে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে তাদের জন্য ভূমিতে কোন আইন মানানসই। যদি অধিকাংশরা মিলে সিদ্ধান্ত নেয় সমকামিতা বৈধ, তাহলে তা বৈধ, যদিও আল্লাহ'র শারীয়াহ'র সাথে তা সাংঘর্ষিক হয়। এবং যদি অধিকাংশরা সিদ্ধান্ত নেয় সমকামিতা অবৈধ, তাহলে তা অবৈধ, এটা এ কারণে নয় যে এটা আল্লাহর বিধান, কিন্তু যেহেতু সর্বময় ক্ষমতা জনগণের, তাই তা আল্লাহর কর্তৃত্বের উপরে এবং উর্ধ্বে! কত নিকৃষ্ট এই দ্বীন যেখানে এর সদস্যরা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে আল্লাহর পাশাপাশি 'ইলাহ' বানিয়ে নিয়েছে! তা সত্ত্বেও, ইখওয়ান জোর দিয়ে বলে এটা (গণতন্ত্র) তাদের দ্বীন এবং এটাকে তারা ইসলামের নামে প্রচার করে! "তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু কতগুলো নামের ইবাদত করছো, যে নামগুলো তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছো; এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠাননি। বিধান দেয়ার অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন শুধু তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করতে, এটাই সঠিক দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না" [ইউসুফঃ ৪০]।

ইখওয়ানী "আলেম" আল-কারদাওয়ি বলেছে, "ইসলামী আন্দোলনকে সবসময় অবশ্যই সত্যিকার গণতন্ত্র দ্বারা তুলে ধরা রাজনৈতিক দলের স্বাধীনতার সারীতে থাকা উচিৎ।" [আউলাওয়িয়াত আল-হারাকাহ আল-ইসলামিয়া]।

চতুর্থ "সাধারণ নির্দেশক" মোহাম্মাদ হামিদ আবুন-নাছর কে জিজ্ঞাসা করা হয়, "কিছু লোক ইখওয়ানকে গণতন্ত্রের এবং বহুদলীয় রাজনীতির শত্রু বলে অভিযোগ করে। এ অভিযোগের ব্যাপারে আপনাদের জবাব কি? সে বলে, "যারা এমন বলেন তারা ইখওয়ানকে চিনেন না। সে অভিযোগটি অজ্ঞতাবশতঃ উত্থাপন করে। আমরা গণতন্ত্রের পূর্ণ ও সমন্বিত অর্থকে এবং সবগুলো দিককে সমর্থন করি। আমরা বহুদলীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে নই। সকল ভাবাদর্শ ও ব্যক্তিকে বিচার করার অধিকার জনগণের" [আল-'আলাম পত্রিকা]।

ইখওয়ানী "ধর্মগুরু" ফরিদ আব্দুল-খালিক বলে, "ইসলাম কোন রাজনৈতিক দল গঠনে বাধা দেয় না এবং গণতন্ত্রেও বাধা দেয় না। বরং গণতন্ত্রের ইসলামের হৃদয় হতে।" [আল-মুসাওয়্যির পত্রিকা]।

ষষ্ঠ "সাধারণ নির্দেশক" মা'মুন আল-হুদায়বি বলে, "মুসলিম ব্রাদারহুড সত্যিকারের গণতন্ত্রকে সমর্থন করে" [আল-মুসাওয়্যির পত্রিকা]।

আব্দুল-মুনিম আব্দুল-ফুতুহ-ইখওয়ানের নির্বাহী অফিসের এক সদস্য-বলে, "আমরা মনে করি যে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে সরকার ক্ষমতায় আসে তা অবৈধ। আমরা তাদের শাসনতন্ত্রের বৈধতা স্বীকার করি না যতক্ষণ না তারা ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে। আমরা সে সকল সরকারকে শ্রদ্ধা করি যারা নির্বাচনী ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে যদিও তাদের ইসলামী স্লোগান না থাকে। প্রত্যেক অসাংবিধানিক সরকারের প্রতি আমাদের বিরোধিতা অব্যাহত থাকবে যদি সেটা জনগণের ইচ্ছা দ্বারা সমর্থিত না হয় অথবা যা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আসে। আমরা আমাদের বিরোধিতা অব্যাহত রাখব, তবে এটা কখনও সামরিক প্রতিরোধের মাধ্যমে হবে না" [আল-জাজিরাহ সাক্ষাতকার]।

ইখওয়ান ও সাংবিধানিক শাসন

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়?" [আন-নিসাঃ ৬০]।

নিজেদের মুসলিম দাবীকারী বিভিন্ন মুরতাদ সরকারগুলোর সংবিধানগুলো আল্লাহর শারীয়াহ'র সাথে আইন প্রণয়নে প্রতিযোগিতা করে। তাই তারা তাওয়াগ্বিত যাদেরকে ঘৃণা করতে হবে, পরিত্যাগ করতে হবে এবং যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। যারা সাংবিধানিক আইন দ্বারা শাসন করে এবং এগুলোকে যারা সহায়তা করে তাদেরকে তাকফীর করা অত্যাবশ্যক। এর পরিবর্তে, ইখওয়ানের নেতৃবৃন্দরা সাংবিধানিক গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে!

আল-বান্না বলেছে, "যদি কোন পরীক্ষক সাংবিধানিক শাসনের মূলে লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে সার্বিকভাবে এটা হচ্ছে সকল প্রকার ব্যক্তিস্বাধীনতা, পরামর্শ, জনগণের মাধ্যমে ক্ষমতায় আহরণ, জনগণের সামনে শাসকগোষ্ঠীর জবাবদিহিতা, শাসকদেরকে তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ীকরণ, এবং প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে তাদের শাসন ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ের সংরক্ষণ করে। পরীক্ষক দেখতে পাবেন যে, এসব মূলনীতিগুলো শাসন পদ্ধতির দিক থেকে পরিষ্কারভাবে ইসলামের শিক্ষা ও পদ্ধতিতে সমর্থন করে। এই কারণে, মুসলিম ব্রাদারহুড বিশ্বাস করে যে, সাংবিধানিক শাসন পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্বে স্থাপিত শাসনব্যবস্থাই ইসলামের সবচেয়ে কাছাকাছি। মুসলিম ব্রাদারহুড এ পদ্ধতি ছাড়া আর কোন পদ্ধতিকে সমর্থন করে না" [মাবাদি' ওয়া উসূল ফি মু'তামারাত খাসসাহ]।

ইখওয়ানের শীর্ষ নেতা 'ইসাম আল-

'আরইয়ান বলেছে, "ইখওয়ান সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থাকে ইসলামের সবচেয়ে কাছাকাছি মনে করে। তারা আর কোন পদ্ধতিকে এর চেয়ে শ্রেয় মনে করে না, বিশেষ করে হাসান আল-বান্না'র পঞ্চম আলোচনাসভার বক্তব্যে বিষয়টিকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে....কেন কিছু লোক জোর দিয়ে বলে যে ইসলামপন্থীরা গণতন্ত্রের শত্রু? এটা একটা মিথ্যা অভিযোগ। আমরাই গণতন্ত্রের দিকে প্রথম আহ্বানকারী এবং এর বাস্তবায়নকারী। মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এর প্রতিরক্ষা করব। [লিওয়া' আল-ইসলাম পত্রিকা]।

ইখওয়ান বিদ্যমান একটি তাগুত সংবিধানকে শুধুমাত্র মেনেই নেয় নি বরং তারা "১৯৫২" সালে তাদের নিজস্ব সংবিধান রচনা করেছে। এ দলের "প্রতিষ্ঠা কমিশনারের" মাধ্যমে যা অনুমোদিত হয়েছিল তা নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

- অনুচ্ছেদ ১১: আইনসভার সদস্যদের দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্বে, তারা সভাকক্ষে অবশ্যই জনসম্মুখে তাদের এই আনুগত্যের শপথ করবে যে, তারা আল্লাহর প্রতি আন্তরিক হবে, তারপর জাতির প্রতি, অতঃপর সংবিধানের আইনের প্রতি-এর শর্তাবলী ও চেতনার প্রতি।
- অনুচ্ছেদ ১৭: আইনসভার কোন সদস্যদের ধারণা ও মতামতের উপর ভিত্তি করে কাউকে দায়িত্বশীল করা যাবে না।
- অনুচ্ছেদ ১৮: সভা চলাকালে আইনসভার অনুমতি ছাড়া সভার কোন সদস্যকে গ্রেফতার করা অনুমোদনযোগ্য নয়।
- অনুচ্ছেদ ১৯: আইনসভার অধিকাংশ সদস্যের সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন সদস্যকে বহিষ্কার করা যাবে না।
- অনুচ্ছেদ ২৬: রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্বে আইনসভার কাছে অবশ্যই এই বলে আনুগত্যের শপথ করবে যে, আমি মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, আমি সংবিধানের আইনের শর্তাবলী ও চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করব।
- অনুচ্ছেদ ৭৭: মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে, সম্মান, অধিকার ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তারা সমান, তাদের মূল, ভাষা, ধর্ম ও বর্ণের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই। তারা একে অপরের সাথে অবশ্যই ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আচরণ করবে।
- অনুচ্ছেদ ৮৮: প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, আক্বিদাহ এবং ধর্ম পালন করার অধিকার আছে।
- অনুচ্ছেদ ৮৯: প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে।
- অনুচ্ছেদ ৯০: প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার আছে সমবেত হওয়ার এবং শান্তিপূর্ণ সংগঠন তৈরি করার।

এই অনুচ্ছেদগুলি প্রকাশ্যভাবে সেইসব মূলনীতির বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণের আহবান করে যেসব মূলনীতির উপর আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। তারপর কিভাবে এই দলকে এ বলে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে এর মধ্যে ইসলামের কিছু আছে; মুসায়লামা আল-কাযযাব যা করেছিল তা ছাড়া?

ইখওয়ান ও বহুদলীয় রাজনীতির

বহুদলীয় রাজনীতির সারমর্ম হলো বিভিন্ন বিশ্বাসের হলেও গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে সকল দলকে সর্বসাধারণের সামনে প্রকাশ করার মাধ্যমে বিরোধী রাজনৈতিক দলকে বৈধ করা। এভাবে জমিনে শাসনের ক্ষেত্রে সকল দলকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেয়া। যদি অধিকাংশ ভোটাররা একটি দলকে সমর্থন করে-হোক সেটা উদারপন্থী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বা মার্কসবাদী নাস্তিকতাবাদী- এটা জমিনের "বৈধ" কর্তৃপক্ষ হয়ে যায়। উম্মতের সকলের এ বিষয়ে ইজমা (ঐক্যমত) আছে যে, এর নেতাগণকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের..." [সূরা আন-নিসা ৪:৫৯]। তারপরেও মুরতাদ ও কাফের - যারা মুসলিমদের উপরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে - তা নিয়ে ইখওয়ানের কোন সমস্যা নেই।

চতুর্থ "সাধারণ নির্দেশক" মোহাম্মদ হামিদ আবুন-নাছর বলে, "আমরা বিশ্বাস করি যে, ইসলামী শাসন অবশ্যই বহুদলীয় রাজনীতিকে অনুমতি দেয় কারণ যত মতামত বাড়বে তত লাভ। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, ইসলামী শাসন অবশ্যই দল গঠন করার স্বাধীনতা দেয় যদিও সে দল ইসলামের বিরোধিতা করে - যেমনটা আপনারা বলেন - যেমন সাম্যবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। এতে তাদেরকে প্রমাণ ও ব্যাখ্যা সহকারে মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। এসব রাজনৈতিক আন্দোলনের গোপন সমাজে রূপান্তর হওয়া অপেক্ষা এটা ভাল। এ কারণে, ইসলামী রাষ্ট্রে সাম্যবাদী দল গঠন করতে আমাদের কোন সমস্যা নেই [আল-'আলাম পত্রিকা]।

দ্বিতীয় "সাধারণ নির্দেশক" হাসান আল-হুদায়বি বলে, "আইন বা জোরপূর্বক সাম্যবাদকে প্রতিরোধ করা ঠিক হবে না। তাদের কোন প্রকাশ্য দল থাকলে আমার কোন সমস্যা নেই। ইসলাম সেই পথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে যে পথে রাষ্ট্র যাবে" [আন-নূর পত্রিকা]।

তৃতীয় "সাধারণ নির্দেশক" উমর আত-তিলিমসানী বলে, "আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আমি মিশরে নাজারত দল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিতাম কিনা এবং বলেন, আমি এটার অনুমতি দেই, কারণ ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন সীমা পরিসীমা নেই" [আদ-দা'ওয়াহ পত্রিকা]।

আত-তিলিসমানী আরও বলে, "সকল দলের প্রতি আমাদের অবস্থান হচ্ছে অন্যদের মতামতের প্রতি স্বাধীনতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। তাহলে কেন আমি সকলের জন্য সেটা নিষেধ করব যা আমি নিজের জন্য করি না? জনগণের ব্যক্তিগত মতামতকে বাধা দান করা কি স্বাধীনতা? [আল-মুজতামা' পত্রিকা]।

ইখওয়ানের সাংসদ মোহাম্মাদ জামাল হিসমাত বলে, "আমরা ক্ষমতার হস্তান্তরে বিশ্বাস করি...যদিও এটা অনৈসলামী দলের কাছে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত এটা জনগণের সিদ্ধান্ত। বেছে নেওয়ার অধিকার তাদের আছে, তারা জবাবদিহিতা চাইতে পারে, এবং তাদের নেতাকে অপসারণ করতে পারে" [আল-জাজিরাহ'র সাক্ষাতকার]।

ইখওয়ান এক অফিসিয়াল বিবৃতিতে বলে, "বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এসময়ের বহুদলীয় রাজনীতি নিয়ে স্লোগান তুলেছেন এবং জনগণের মতামত, চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির বৈষম্যতাকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রয়োজনীয়তা উত্থাপন করেছেন। ইসলাম...বৈচিত্রতাকে সার্বজনীন এবং মানবিক বাস্তবতা হিসেবে গণ্য করে। এই বৈচিত্রতা ও সংখ্যাধিক্যতার উপর ভিত্তি করেই এর রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা...মুসলিম ব্রাদারহুড এমন সঠিক ও সরল ইসলামিক দৃষ্টি অনুযায়ী কর্মসম্পাদনের জন্য আরও একবার গুরুত্ব দিচ্ছে। তারা তাদের অনুসারীদের মনে করিয়ে দেয় যে তারা যেন প্রত্যেকে...তাদের হৃদয় ও মনকে সকল জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়... যেন প্রত্যেকের কাছে কল্যাণ, ভালবাসা, সত্যবাদিতা সহকারে তার হস্ত প্রসারিত হয়, এবং সে যেন তার কথা ও কাজের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের প্রতি শান্তির আহবান করে" [বায়ান লিন-নাস]।

বহুদলীয় রাজনীতি শারীয়াহ'র সুনির্দিষ্ট আইন ও মুরতাদ দলসমূহের প্রতি জিহাদ করার বাধ্যবাধকতাকেও পরিত্যাগ করার জন্য আহবান করে। অনেকগুলো সুনির্দিষ্ট অবশ্য- পালনীয় কর্তব্যকে অস্বীকার করার পর, এই দল নিজেদেরকে "মুসলিম" ব্রাদারহুড নামে ডাকার সাহস করে!

ইখওয়ান ও মানবাধিকার

পৌত্তলিক গণতান্ত্রিক দ্বীনের অংশ বিশেষ - যাকে এই যুগে বলা হয় "মানবাধিকার" - যা দ্বীনত্যাগ, শয়তান-পূজা, সমকামিতা, এবং ব্যভিচার করার অধিকার দেয়া। নির্লজ্জ অসংগতি সত্ত্বেও এই "অধিকার" ইসলামকে প্রতিনিধিত্ব করে, ব্রাদারহুড এগুলোও প্রবর্তন করতে ক্ষান্ত হয় না।

ইখওয়ান এক অফিসিয়াল বিবৃতিতে বলে, "মানবাধিকার বিষয়ে... আমরা আমাদেরকে, আমাদের অনুসারী, এবং আমাদের চারপাশের বিশ্বকে বলি যে আমরা মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর আহবানে অগ্রগামী - আমরা জনগণের এ অধিকার নিশ্চিত করি, এবং নৈতিকতা এবং আইনের গণ্ডির মাঝে থেকে স্বাধীনতার চর্চা করি। আমরা এই বিশ্বাসে তা করি কারণ মানুষের স্বাধীনতা হচ্ছে প্রত্যেক কল্যাণ, পুণর্জাগরণ, এবং নবরীতি প্রবর্তনের পথ। যেকোন স্লোগানের অধিকার ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আগ্রাসন - এমনকি যদি এটা ইসলামের নামেও হয় - মানুষের মনুষ্যত্বের ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয় এবং মানুষকে এটা ছাড়া এমন অবস্থায় নিয়ে যায় যা আল্লাহ তার জন্য নির্ধারণ করেন এবং তাকে তার ক্ষমতা ও উপহার ব্যবহার করতে বাধা দেন...এটা সর্বত্র থাকা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং মুমিনদের দায়িত্ব যে তারা সাম্যের আহবান জানাবে, যাতে তারা স্বাধীনতা ও মানবাধিকার ভোগ করতে পারে। আন্তর্জাতিক ও সামাজিক শান্তির লক্ষ্যে এই সাম্যই সঠিক পথ ও একটি নতুন বিশ্ব-পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যায় যা জুলুম, নির্যাতন ও আক্রমণকে প্রতিহত করে" [বায়ান লিন-নাস]।

'আব্দুল-মুনি'ম 'আব্দুল-ফুতুহ - ইখওয়ানের নির্বাহী অফিসের একজন সদস্য বলে, "এটা আমাদের প্রধান বিষয় এবং মিশরের সকল জনগণের বিষয়, শুধুমাত্র ইখওয়ানের না। এটা স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচারের বিষয়। এটা আমাদের বিষয়। সরকারের সাথে আমাদের বোঝাপড়া ইসলাম নিয়ে নয়। সরকার [হুসনি মোবারকের] মুসলিম। রাষ্ট্র মুসলিম ...একইভাবে, আমাদের ও সরকারের মাঝে সমস্যা হলো স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং সংবিধানকে সমুন্নত রাখা নিয়ে" [আল-জাজিরাহ সাক্ষাতকার]।

ইখওয়ান ও শান্তিবাদ

এই যুগে প্রতিটি মুসলিমের উপর জিহাদ ফরজ, যেহেতু অনেকগুলো মুসলিম ভূখণ্ড আজ কুফফাররা জবরদখল করে রেখেছে এবং সেখানে অনেকগুলো দ্বীনত্যাগী দলের উম্মেষ ঘটেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সকল ভূমি গুলোকে পুনরুদ্ধার, মুরতাদমুক্ত, শারীয়াহ দ্বারা শাসন না করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ফরজ অব্যাহত থাকবে। তথাপি, মুসলিমদেরকে জিহাদের প্রতি আহবান না করে, ইখওয়ান তাদের পুরো ইতিহাসে শান্তিবাদের দিকে আহবান করে এবং এমনকি "সন্ত্রাসবাদ" এর সমালোচনা করে, যেখানে কুফফারদেরকে সন্ত্রস্ত করা দ্বীনের অপরিহার্য অংশ, আর যে এটা অস্বীকার করে, সে অবিশ্বাসী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুত রাখ শক্তি ও অশ্ববাহিনী, তা দিয়ে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন" [আল-আনফালঃ ৬০]।

তথাপি ইখওয়ান বলে, "তৃতীয় বিষয়ঃ রাজনৈতিক তৎপরতা, সহিংসতা বর্জন, এবং সন্ত্রাসবাদের নিন্দাঃ মুসলিম ব্রাদারহুড বিগত বছরগুলোতে বেশ কয়েকবার ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা রাজনৈতিক অঙ্গনে সম্পৃক্ত হয় শুধুমাত্র বৈধ পন্থায় এবং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে। সমাজের সকল ক্ষেত্রে তারা সত্যবাদী, স্বাধীন ও উদারমনা জনগোষ্ঠী দ্বারা সুসজ্জিত...তারা বিশ্বাস করে যে, আদর্শিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে জাতির বিবেক ও জনসচেতনতাই হচ্ছে ন্যায্যতার চূড়ান্ত মাপকাঠি, যা সংবিধান ও আইনের অধীনে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। এই কারণে তারা সকল

প্রকার সহিংসতা বর্জনের এবং দমনের, সব ধরনের অভ্যুত্থানের, সে সকল বিষয়ের যা জাতির ঐক্য নষ্ট করে এবং উস্কানিদাতাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে পারে প্রভৃতি বিষয়ে ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করে, এভাবে, তারা দেশের জনগণের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী কোন বিষয় সমাধান করার সুযোগ কখনই দিবে না। এমন পদ্ধতি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার দেয়ালে ভয়ানক ফাটল সৃষ্টি করে এবং বৈধ সামাজিক পরিবেশে অনাকাঙ্ক্ষিত অভ্যুত্থানের জন্ম দেয়। যদি দমন ও বেসামাল পরিস্থিতি - যা জাতিকে নিয়ন্ত্রণ করে - পেছনে কোন দল সন্ত্রাসবাদ চর্চা, নিরপরাধ মানুষকে ভীতি প্রদর্শন, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমৃদ্ধিকে উদ্বেগজনক করে তোলে, তখন মুসলিম ব্রাদারহুড দ্বিধাহীন ও স্থির চিত্তে ঘোষণা দেয় যে, এটা সকল প্রকার সহিংসতা থেকে নির্দোষ। এটা সকল প্রকার সন্ত্রাসবাদ ও এর মূলকে সমালোচনা করে। এটা ঘোষণা দেয় যে, যারা এ ধরণের অলজ্ঘনীয় রক্ত ঝরায় ও এতে অংশ নেয় তারা পাপের দোসর। দৃঢ়তার সাথে এবং কোন দেরি না করে তাদেরকে সত্যের দিকে ফিরে আসার আহবান করা হয়...তাদের জন্য যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটনা ধামাচাপা দেয় এবং অন্যায়ভাবে মুসলিম ব্রাদারহুডকে সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদে জড়িত বলে দোষারোপ করে - এমন দাবীতে যে ব্রাদারহুড জোর দিয়ে সহিংসতার বিরুদ্ধে আরও সহিংস কোন পদক্ষেপ না নেয়ার জন্য সরকারকে আবেদন করে এবং আইন ও বিচার পদ্ধতিকে মান্য করে এবং সহিংসতার পেছনে সরকারের পর্যবেক্ষিত সব ধরণের কারণ এবং পরিস্থিতি অনুধাবন করে এবং শুধুমাত্র নিরাপত্তা পদক্ষেপের উপর নির্ভর না করে বিষয়টির জবাব দেয় - তখন ব্রাদারহুডের প্রতি এমন অভিযোগ প্রত্যাখ্যাত হয় কারণ তা ব্রাদারহুডের অনেক বছরের উজ্জ্বল ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত যেখানে ব্রাদারহুড প্রতিনিধি কাউন্সিল ও আইনসভা নির্বাচনে অংশ নেয়। যে সকল ক্ষেত্রে এটা অংশ নেয়নি, ঐ সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে এটা সংবিধান ও সরকারের আইন মেনে চলা অব্যাহত রাখে, প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে মুক্ত, সৎ কথা যা এর একমাত্র অস্ত্র বানাতে" [বায়ান লিন-নাস]।

তৃতীয় "সাধারণ নির্দেশক" উমর আত-তিলিসমানীকে জিজ্ঞেস করা হয়, "এটা কি সম্ভব আপনাদের এবং সরকারের মাঝের বিষয়টি যুদ্ধের পর্যায়ে পৌঁছেছে? তিনি বলেন, "আমরা কাউকে ক্ষতি করব না এবং কারও ক্ষতি করার প্রচেষ্টাও করব না। এমনকি যদি বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে আমাদেরকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে, তাহলেও আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব না" [আল-মাজাল্লা পত্রিকা]।

উমর আত-তিলিসমানী বলে, "১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ইখওয়ান তার শক্তি দিয়ে মিত্রবাহিনীর জন্য অনেক কষ্টকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু শহীদ ইমাম হাসান আল-বান্না এই অঞ্চল ও এর জনগণকে আদেশ করেছিলেন - যেখানে ইখওয়ানের উপস্থিতি ছিল - তারা যেন শান্ত থাকে, দাওয়াহ প্রদানে তাদের সময় ব্যয় করে, এবং উস্কানি হতে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে অন্যদিকে কেন্দ্রীভূত করে, যতক্ষণ না মিত্রবাহিনী জয়লাভ করে। এ অঞ্চলের অবস্থান - যার সর্বত্র ইখওয়ানে পরিপূর্ণ ছিল - যা মিত্রবাহিনীর বিজয়ের একটি অন্যতম কারণ ছিল, কিন্তু তারা তা অস্বীকার করল এবং ইমাম ও ইখওয়ানকে অমান্য করল এবং ইমামের সাথে প্রতারণা করলো" [যিকরায়াত লা মুযাক্কিরাত]।

দ্বিতীয় "সাধারণ নির্দেশক" হাসান আল-হুদায়বি বলে, "আপনারা কি মনে করেন যে সহিংস কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমাদের এই ভূমি থেকে ইংরেজদের বহিষ্কার করা যাবে? মুসলিম ব্রাদারহুড যা করে সরকারের আজ তাই করা অবশ্য করণীয়, জাতিকে শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া ও প্রস্তুত করা। ইংরেজদের বিতাড়িত করার জন্য এই হচ্ছে পথ" [আল-হারাকাহ আস-সিয়াসিয়্যাহ ফি মিসর - তারিক আল-বিশরি]।

আল-হুদায়বি আরও বলে, "আমার ভাইয়েরা, আপনারা আমাকে একাধিকবার বলতে শুনেছেন। আমি শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ছাড়া অন্য কোন কিছুর কথা বলি না। আমি প্রতিবাদ, ধ্বংস এবং দ্বন্দের বিপক্ষে বলি" [আল-আতিব্বা' পত্রিকা]।

এবং কয়েকজন ইখওয়ান পরবর্তীতে কয়েক মিশরীয় ব্রিটিশ গোয়েন্দাকে দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের অনুমতি ছাড়া হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলে, আল-বান্না একটি অফিসিয়াল ঘোষণা দেয় যেখানে সে বলে, "শুরু হতে আমাদের দাওয়াহ'র উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য কাজ করা, দ্বীনকে সহায়তা করা, এবং নাস্তিক্যবাদের বিরোধিতা করা, অনৈতিকতা এবং আইনের পরিত্যাগ করা ও ইসলামের গুণাবলী...যদি বিষয়টি এমন হয়, তাহলে হত্যা, সন্ত্রাসবাদ এবং সহিংসতা এর পরিত্রাণের কোন উপায় হতে পারে না, কারণ এটা ইসলামকে একটি মানহাজ হিসেবে নেয়, এর সীমা-পরিসীমা মেনে চলার মাধ্যমে...বিশুদ্ধ ইসলাম হচ্ছে একটি দ্বীন যা সমন্বিত শান্তি, পরিপূর্ণ নিরাপত্তা, বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা এবং মানবতার সর্বোচ্চ উদাহরণ..."

"কিছু ঘটনা ঘটে যার জন্য কয়েকজনকে দায়ী করা হয়, যারা জামা'আহতে যোগদান করে ঠিকই কিন্তু তারা এর চেতনাকে পুরোপুরি ধারণ করতে পারে না। এসকল ভীতিকর ঘটনার পর, আরেকটি ঘটনা ঘটে, যা ছিল প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ ফাহমি আন-নাকরাশি পাশা'র গুপ্তহত্যা। তার বিয়োগে দেশ মর্মাহত হয়ে অচল হয়ে পড়ে। তার বিয়োগে দেশ পুণর্জাগরনের এক তারকাকে হারায়, এর উন্নয়নের এক নেতাকে, সততা, দেশপ্রেম এবং নিষ্পাপ একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বকে হারায়। সে দেশের এক শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিল। তার প্রয়াণে আমরাও অন্যদের থেকে কম মর্মাহত হই নি না আমরা তার জিহাদ ও চরিত্রকে অন্যদের থেকে কম প্রশংসা করি না। এটা এ কারণে যে, ইসলামী দাওয়াহ'র ধরণ হচ্ছে সহিংসতা পরিত্যাগ

করা; বরং এটি সহিংসতাকে তিরস্কার করে, হত্যাকে ঘৃণা করে - তা যেকোন ধরণেরই হোক না কেন, এবং অন্যায়কারীর প্রতি তিক্ততা পোষণ করে। এই কারণে, এই হত্যা এবং হত্যাকারীদের হতে আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের নিষ্পাপতা ঘোষণা করি।"

"কারণ আমাদের দেশ এখন এমন একটি ধাপ অতিক্রম করছে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই পরিপূর্ণ শান্ত, নিরাপত্তা, এবং স্থিতিশীলতার প্রয়োজন হয়, মহামান্য মহারাজ - আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন - সদয় হয়ে বিদ্যমান সরকারকে নির্দেশ করেন, যাতে ছিল মিশরের সর্বোচ্চ ব্যক্তিবর্গ - একটি ন্যায়নিষ্ঠ প্রস্তাবের দিকে। আর সেটা ছিল জাতিকে একত্রিত করা, এর সৈন্যদের জড়ো করা, সবমিলিয়ে এর প্রচেষ্টা ও সক্ষমতাকে সঠিক দিকে পরিচালনা করা, অবিভক্ত থাকা, জাতির জন্য মঙ্গলজনক কিছু করা এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সংস্কার করা। সরকার কোন বিলম্ব না করে এমন মহৎ প্রস্তাবকে নিষ্ঠা, নৈতিকতা আর সততার সাথে বাস্তবায়ন করা শুরু করে। আমাদের অবশ্য করণীয় হয়ে পড়ে যে আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি, সময় ব্যয় করব সরকারকে এই মহৎ দায়িত্ব সম্পাদনে ও সম্পন্নকরণে সাহায্য করব। এটা সঠিকভাবে তা করতে পারবে না যতক্ষণ না নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়েছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এটা সকল নাগরিকের কর্তব্য। তাহলে এমন নাজুক এবং সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে এই কর্তব্য আরও কত বেশী হতে পারে যেখানে আবেগের অস্থিতিতে কেউ কিছু অর্জন করে না, চিন্তার দ্বন্দ্ব এবং কর্মপ্রচেষ্টার বিভক্তি, শুধুমাত্র জাতির শত্রু ও পুণর্জাগরণ ছাড়া।"

"এই কারণে আমি আমার ভাইদেরকে ও জনগণকে আল্লাহর নামে আহবান জানাচ্ছি যে তাদের প্রত্যেকে যাতে এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে, তাদেরকে তাদের কাজের দিকে ধাবিত করে এবং নিরাপত্তা, সমন্বিত শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্টকারী এমন প্রত্যেক কাজ হতে নিজেদেরকে দূরে রাখে, যাতে তারা আল্লাহর এবং মাতৃভূমির অধিকারকে পূরণ করে। আমরা আল্লাহর কাছে চাই তিনি যেন মহামান্য মহারাজকে রক্ষা করেন, রাজার শাসনাধীন দেশ, সরকার ও জনগণকে মঙ্গল ও সাফল্য দান করেন ও সৎপথ প্রদর্শন করেন" [আল-ইখওয়ান আল-মুসলিমুন আহদাছ সানা'আত আত-তারিখ]।

কয়েকজন ইখওয়ান দলের নেতৃত্বের অনুমতি না নিয়ে যখন আরেকটি গুপ্ত হামলা করার উদ্যোগ নিয়ে নিলো, আল-বান্না দ্বিতীয় বিবৃতি দিল এই শিরোনামে "তারা ভাই না, না তারা মুসলিম" যেখানে সে বলে, "যারা এই কাজ করেছে তারা না আমাদের ভাই না তারা মুসলিম। তারা মিশরের নাগরিক হওয়ার সম্মান রাখে না।"

জিহাদের প্রতি এই হলো ইখওয়ানের দ্বীন, তাদের লোগোতে তলোয়ার ব্যবহার এবং "প্রস্তুত হও" স্লোগান - সুরা আল-আনফালের ৬০ তম আয়াতের উদ্ধৃতি - সম্পূর্ণ অর্থহীন।

ইখওয়ান, মিশরের তাগুত রাজাদের পৃষ্ঠপোষক

মিশরে ব্রিটিশ উপনিবেশিকরণের সময়ে, ক্রুসেডাররা ব্রিটিশের অনুগত, ত্রিশ বছরের একটি বাহ্যত রাজতন্ত্র চালু করে। রাজত্বটি ধর্মনিরপেক্ষ আইন দ্বারা শাসিত হতো যার রাজা ছিল যথাক্রমে ফুয়াদ ও ফারুক, যাদের উভয়ের উত্তরসূরি ছিল আধুনিকপন্থী মোহাম্মাদ 'আলী পাশা - কবরপূজারী উসমানিয়্যাহদের পতাকাতলে - আল-হিজাজ ও নাজদ্ এ তাওহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল। ফুয়াদ ও ফারুক দুই মুরতাদের উভয়েই ধর্মনিরপেক্ষ, দুর্নীতিবাজ ও ব্রিটিশদের গোলাম হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল।

তারপরও, হাসান আল-বান্না ইখওয়ানের সামনে এই দুই রাজার "মেধা" গণনা করত, যা হাসান আল-বান্না'র আত্মজীবনীগ্রন্থে উল্লেখ আছে। এমনকি যখন রাজা কোন নগরীরে যেত তখন সে তার অনুসারীদেরকে জনসম্মুখে একত্রিত হয়ে এই বলে শুভেচ্ছা

তাগুত ফারুক



জানানোর আদেশ দিত যে, "তোমরা অবশ্যই রাস্তার ফুটপাতে একত্রিত হবে এবং রাজাকে শুভেচ্ছা জানাবে, যাতে বিদেশিরা জানতে পারে যে, আমরা আমাদের রাজাকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, এভাবে বিদেশিদেরও আমাদের প্রতি সম্মান বাড়বে" [মুযাক্কারাত আদ-দাওয়াহ]। ইখওয়ানের অফিসিয়াল পত্রিকাও খিলাফাহ'র আসনে রাজা নিয়োগের আহবান জানায় - একজন অ-কুরাইশী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীকে। আর সাধারণভাবে, ইখওয়ানী পত্রিকা ব্রিটিশের দাবার গুটি মুরতাদ ফুয়াদ ও ফারুকের প্রশংসা করত।

ইখওয়ানী পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ যুক্ত হয় যার শিরোনাম ছিল, "রাজা ফারুক তার জাতির জন্য আদর্শ ব্যক্তিত্ব", "ফারুকঃ কুরআনের রক্ষক", "ফারুক খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করল", "রাজা আহবান করে, জাতি উত্তর দেয়-মহামান্য, ন্যায়নিষ্ঠ রাজা ফারুক প্রথম, মুসলিম ব্রাদারহুড হতে," "মহামান্যের প্রতি, প্রিয় রাজা, আল্লাহ তাকে সহায়তা করুন" এবং "ফারুকঃ সত্যনিষ্ঠ আদর্শ ব্যক্তি"। এ প্রবন্ধগুলোর কিছু স্বয়ং হাসান আল-বান্না লিখেছিল। "১৯৩৭" সালে, ইখওয়ান তাদের চতুর্থ সাধারণ সম্মেলনে ফারুককে রাজা হিসেবে নিয়োগকে অফিসিয়ালভাবে উদযাপন করে, যেখানে বিশ হাজার জনতা উপস্থিত ছিল এবং রাজার কাছে তাদের আনুগত্যের শপথ করে। তারপর ইখওয়ান তাদের অনুসারীদের আদেশ করে যে, রাজার সিংহাসন লাভ উপলক্ষে প্রতি বছর একত্রিত হয়ে বার্ষিকী উদযাপন করবে, রাজা অন্য দেশ হতে সফর করে ফিরে আসলে এবং এমনকি তার নিজের জন্মদিনেও, যা তাদেরই ইতিহাসবিদদের লেখায় এসেছে।

ইখওয়ান ও তাগুত মুবারাক

হোসনি মুবারকের শিরক বাস্তবায়ন এবং মিশরের মুসলিমদের প্রতি জুলুম সত্ত্বেও, ইখওয়ান তাকে ও তার সরকারকে সমর্থন করে, এমনকি মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার সরকারকে সহায়তা করে।

মামুন আল-হুদায়বি বলে, "মুসলিম ব্রাদারহুড ও হোসনি মুবারাকের মধ্যে কোন স্পর্শকাতরতা বা কোন ঘৃণা নেই, কারণ ইতিপূর্বে সে ইখওয়ানের বিরুদ্ধে দমন ও নির্যাতনে অংশ নেয়নি। এছাড়াও ইখওয়ানের দলের মধ্যে কোন শত্রুতা নেই এবং অন্যান্য দলের সাথেও নেই" [আল-মুজতামা পত্রিকা]।



তাগুত হোসনি মুবারক

উমর আত-তিলিমসানি আরও বলে, "আমি এরকম অনেক ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেছি যেখানে মুসলিম ব্রাদারহুডের সরকারের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল...অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা কর্মীদের সাথে আমার যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। আমি সবকিছু প্রদান করেছি যাতে মিশরের নিরাপত্তা শক্ত হয়। আমি তাদের কোন ছোট বা বড় ব্যক্তিত্বকে আমার কাছে আসতে দিতাম না। তারা ফোনে আমাকে মন্ত্রণালয়ে যেতে বললে তা আমি যথেষ্ট মনে করতাম, শুধুমাত্র অসুস্থতা ও ছুটির দিন ব্যতীত, যেখানে তারা আমাকে দেখে যেত এবং ধন্যবাদ জানাত। আল্লাহর রহমতে আমি কখনও একটি কলেজে যাইনি যা কোন কারণে অশান্ত ছিল শুধুমাত্র সফলভাবে প্রত্যাবর্তন ছাড়া। আমার প্রচেষ্টাগুলোকে অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়ের কর্তৃপক্ষরা সাধুবাদ জানাত" [যিকরায়াত লা মুযাক্কিরাত]।

আল্লাহ ﷻ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দেন না" [সূরা আল-মায়দাহ ৫:৫১]। এটা হচ্ছে আল্লাহর বিধান তাদের জন্য যারা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। তাহলে এটা কত মন্দ হবে যে মুরতাদদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, কারণ সালাফদের ইজমা অনুসারে, দ্বীনত্যাগের কুফর ইহুদী নাসারাদের থেকে অনেক গুরুতর, জিযিয়া, বিবাহ ও অন্যান্য বিধানের এর সাক্ষ্য দেয়।

ইখওয়ান ও চরম ইরজা'

ইখওয়ানের ইরজা'র চরমমাত্রা কোন অজানা বিষয় নয়। হাসান আল-হুদায়বি-দ্বিতীয় "সাধারণ নির্দেশক"- "দুয়া'ত লা কুদাত" (ধর্মপ্রচারক, বিচারক না) - বইটি লিখে, যা লিখা হয়েছিল তার অনুসারীদেরকে ইরজার একটি চরম দিক প্রচার করার জন্য। মানব রচিত আইন দিয়ে বিচার করার জন্য সরকারকে তাকফীর করার ব্যাপারে সে এর বিপক্ষে মতামত দেয়, যেখানে কিছু ইখওয়ান

এ বিষয়গুলোতে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছিল।

এ বিষয়ে, ইখওয়ানের সাংসদ মোহাম্মাদ জামাল হিসমাত বলে, “তাকফীরের বিষয় অস্বীকার করার জন্য “দুয়াত লা কুদাত” (ধর্মপ্রচারক, বিচারক না) বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যদিও বিষয়টি সাঈদ কুতুব[৫] উত্থাপন করেছিলেন। ইখওয়ান যে মানহাজে বিশ্বাসী তাতে তাকফীর বলে কিছু নেই। বিশটি মূলনীতি’র বিশতম মূলনীতি [হাসান আল-বান্না লিখিত] হচ্ছে যে, পাপের[৬] কারণে কাউকে তাকফীর করা অনুমোদনযোগ্য নয়। এটা পরিষ্কার। তাকফীর করে কোন গুপ্তহত্যার কোন পদক্ষেপ ছিল না। তাকফীরের কোন প্রয়োগও ছিল না। ইখওয়ানের মধ্যে যারা তাকফীর করে তারা দলত্যাগ করে। তারা বিতর্কিত ছিল। যারা বুঝতো, তারা মধ্যপন্থী হলো, তাদের পাপ থেকে ফিরে আসলো, দলে ফিরে আসলো। যারা ফিরে আসে নি, তাদেরকে দল থেকে বহিষ্কার করা হলো এবং যারা বহিষ্কার করেছিল তারা বলেছিল “অন্য কোন ব্যানার খুঁজে দেখ” এটা খুব পরিষ্কার বিষয়” [আল-জাজিরাহ সাক্ষাৎকার]।

চতুর্থ “সাধারণ নির্দেশক” আবুন-নাছর বলেছে, “আমরা ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াহ’র ক্ষেত্রে সকল কর্মীদের প্রতি আমাদের সাহায্যের হাত প্রসারিত করছি, শুধুমাত্র যারা সরকার ও মানুষকে তাকফীর করে তারা ব্যতীত। এটা এজন্য যে, সাধারণভাবে আমরা তাকফীরের বিপক্ষে। [আন-নূর পত্রিকা]।

ইখওয়ান তার এক অফিসিয়াল বিবৃতিতে বলে, “মুসলিম ব্রাদারহুড সকল মানুষকে এভাবে দেখে যে তারা কল্যাণের বাহক, বিশ্বাসী এবং সত্যান্বেষী। মুসলিম ব্রাদারহুড কাউকে তাকফীর করা নিয়ে ব্যস্ত হয় না...আমরা ব্রাদারহুড, সবসময় বলি, আমরা আহ্বানকারী, বিচারকারী নই। এ কারণে আমরা এক মুহূর্তের জন্যেও এটা ভাবি না যে আমরা কাউকে আরেকটি আক্বিদাহ বা দ্বীনে বিশ্বাস করতে বাধ্য করব” [বায়ান লিন-নাস]।

তৃতীয় “সাধারণ নির্দেশক” উমর আত-তিলিমসানী বলে, “ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও নাস্তিক্যবাদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কোন ধর্মের বিপক্ষে নয়। এটা একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে তার নিজেকে প্রকাশ করার অধিকার দেয়। আর নাস্তিক্যবাদ, এটা হচ্ছে ব্যক্তিগত অবস্থান যা অবৈধভাবে ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে পিছু নেয়। আমি জনাব সিরাজ আদ-দ্বীনের একজন সহকর্মী ছিলাম, তিনি আইন কলেজে ওয়াফদ পার্টি’র সভাপতি ছিলেন। তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি যিনি সালাত পড়তেন ও সাওম রাখতেন। এছাড়া, ওয়াফদ পার্টি কখনও ইখওয়ানের কোন ক্ষতি করেনি” [আল-মুসতাক্ববাল পত্রিকা]।

এভাবে, ইখওয়ান এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতা বাদীদেরকেও তাকফীর করে নি! এমনকি শুধু তাগুত সরকারকে তাকফীর করার জন্য তারা প্রাক্তন কিছু সদস্যদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল!



ইখওয়ান প্রেমী আবু মুস’আব আস-সুরী

জিহাদের দাবীদার ও ইখওয়ান

এই হলো ইখওয়ানের নির্লজ্জ পথভ্রষ্টতা আর তা সত্ত্বেও এটা কয়েক দশক পূর্বে “সালাফী” আন্দোলনের মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। এসব আন্দোলনগুলোর প্রথম থেকেই যা পরবর্তীতে সুরুরিয়্যাহ নামে পরিচিত ছিল, যা এই আন্দোলনের শীর্ষ “প্রবর্তক” ইতিহাসবিদ সুরুর এর নামে নামকরণ করা হয়। সুরুরিয়্যাহ’র প্রথম পদক্ষেপে তারা তাগুত সরকার ও শিরকি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে নিন্দা জানায়, কিন্তু তারা তাকফীর ও জিহাদের বিষয়টি এড়িয়ে যায়। যা হোক, যখন কতিপয় মুরতাদ “ইসলামি” দল ১৯৯১ সালে আলজেরিয়ার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, তখনি এ বিষয়ে সুরুরিয়্যাহ তাড়াতাড়ি তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে, এসব দলকে সমর্থন দেয়। তারা মুজাহিদিনদের বিপক্ষে আস্তে আস্তে তাদের প্রচারণা বাড়িয়ে দেয়। ১১ সেপ্টেম্বর ও আরব উপদ্বীপের অভিযানে পর, সুরুরিয়্যাহ তাওয়াগ্বিত, বিশেষ করে সউদ পরিবারের ব্যাপারে তাদের অবস্থান সংশোধন করে। যে সমস্ত সুরুরিয়্যাহদেরকে তাওয়াগ্বিতদের দখলকৃত দেশে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা ছিল তাদেরকে মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অনুমতি দেয়া হয়।

সুরুরি দল এর পরে হাকিম আল-

৫ ইখওয়ানের কিছু সদস্য মাঝে মাঝে মানবরচিত আইন দ্বারা শাসিত সরকারকে তাকফীর ঘোষণার মাধ্যমে ইখওয়ানী নেতৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করত, সরকারের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করত এবং ধর্মনিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থাকে নিন্দা জানাতো। ঐ সময়ের প্রত্যেক মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরয এই আহবানে কিছু সদস্য জিহাদেরও - বিশেষ করে মুরতাদ সরকার ও আগ্রাসী কুফফারদের বিরুদ্ধে - ডাক দিয়েছিল। ইখওয়ান এসব আহবানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, এসব আহবানকে বিশ্বাস করলে তা দলকে প্রত্যাখ্যান করত, নিন্দার মুখে পড়ত, একপেশে হয়ে পড়ত, বিতাড়িত হত যদি এসকল ব্যক্তিরা প্রতিক্রিয়া না করত।

৬ একজন মুসলিমকে হত্যা, ব্যভিচার, মদ্যপান ইত্যাদি পাপের কারণে তাকফীর করা অনুমোদনযোগ্য নয়। আল-বান্না এবং তার অনুসারীদের বক্তব্যের মধ্যে সমস্যা হলো, যে সকল কাজ যা কুফর আকবার (বড় শিরক) যেমন দ্বীন নিয়ে উপহাস করা, মৃতের পূজা করা, মানবরচিত আইন দিয়ে বিচার-ফয়সালা করা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদেরকে সহায়তা করা ইত্যাদি সে সকল কাজকে কার্যত তাকফীর না করা। শুধু এ সকল কাজের দিকে আহ্বানকারী কোন সন্দেহ ছাড়া একজন মুরতাদ।

মুতায়রির নেতৃত্বে "হিজব আল-উম্মাহ" (উম্মাহ'র দল) তে ফিরে আসে। এই দল ইখওয়ানী পন্থায় "সালাফিয়্যাহ" বাস্তবায়ন করতে চায়। "সালাফিয়্যাহ" পরবর্তীতে আল-কায়েদার সারিতে স্থান করে নেয়, কারণ এর বেশকিছু নেতা ইখওয়ানী চিন্তাধারা ও ইখওয়ানী-চেতনার "আলেমদের" ব্যাপারে উচ্চধারণা পোষণ করা অব্যাহত রাখে।

এ বিষয়ে, জিহাদের দাবীদারদের বিভিন্ন লেখায় এর উদাহরণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ আবু মুস'আব আস-সুরি বলে, "মুসলিম ব্রাদারহুড আন্দোলন সত্যিকারভাবে "মূল দল" যেমনটা তারা দাবী করে, যা অধিকাংশ মৌলবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম দেয় এবং এমনকি আরব ও ইসলামী বিশ্বে জিহাদী আন্দোলনেরও" [দাওয়াত আল-মুক্বাওয়ামা]।

তিনি আরও বলেন, "মুসলিম ব্রাদারহুড আন্দোলন ছিল স্বাভাবিক উপায়ে বিকশিত প্রধান একটি মাধ্যম যা থেকে জিহাদী চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়া সম্ভব হয়েছিল এবং হাসান আল-বান্না'র দাওয়াহ ছিল এটা বিকাশের জন্য যথাযথ পরিবেশ। ব্রাদারহুডের স্লোগানের মতো এমন আর কোন কিছু ছিল না যা তাদের মানহাজে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছেঃ 'আল্লাহ আমাদের লক্ষ্য। রাসূল আমাদের আদর্শ। কুরআন আমাদের সংবিধান। জিহাদ আমাদের পথ। আল্লাহর পথে মৃত্যু আমাদের সর্বোচ্চ অর্জন'...এর শুরুর দিকের জিহাদী কর্মকাণ্ড ছিল এই বিকাশের জন্য উত্তম পরিবেশ - যা তার আরেকটি প্রমাণ - যার গর্ভ হতে পরবর্তীতে জিহাদী আন্দোলন ও চিন্তাধারার সূচনা হয়" [দাওয়াত আল-মুক্বাওয়ামা]।

সে আরও বলে, "এ সব অধিকাংশ আহবানে [সমন্বিত সংস্কারের জন্য] জিহাদী আক্বিদাহ উপস্থিত ছিল এবং এই ব্যাপারে এর বিখ্যাত স্লোগান এবং সকল ইসলামী আন্দোলন সমূহের হৃদয় - যা হলো মুসলিম ব্রাদারহুডের আহ্বান এবং এর গর্ভ হতে আরব এবং ইসলামী বিশ্বে জন্ম নেয়া বিভিন্ন আন্দোলনের থেকে অধিক ইঙ্গিতপূর্ণ আর কিছু নেই ....আমি উম্মাহ'র মাঝে এমন সুন্দর বাচনভঙ্গিপূর্ণ কোন আধুনিক লেখককে খুঁজে পাই নি যিনি সমন্বিতভাবে জিহাদের আক্বিদাহ'র ভিত্তিকে একত্রিত করেছেন, যেমনভাবে তা ইখওয়ানের স্লোগানে করা হয়েছে, যেখানে সকল বিষয়াদি, মূলনীতি এবং দ্বীনের বিভিন্ন শাখাকে ধারণ করা হয়েছে" [দাওয়াত আল-মুক্বাওয়ামাহ]।

সে আরও বলে, "জিহাদী আন্দোলনের এই বিপ্লবী ভাবাদর্শ এবং এই ভাবধারার প্রথম অনুকূল পরিবেশ - অর্থাৎ মুসলিম ব্রাদারহুডের ভাবাদর্শ - আরব ও ইসলামী বিশ্বে প্রবেশ করেছে প্রধানত মিশর ও সিরিয়া হতে। প্রাতিষ্ঠানিক এই ভাবাদর্শ যা মুসলিম ব্রাদারহুড আন্দোলনের মধ্যে বিদ্যমান ছিল... যা আধুনিক জিহাদী আন্দোলনের মতাদর্শের দুই ভাগের এক ভাগ ছিলো।" [দাওয়াত আল-মুক্বাওয়ামাহ]।

এইভাবে, আস-সুরি ইখওয়ানকে বর্তমান সময়ের জিহাদের পুনর্জাগরণকারী মনে করে, যেন সে এ বিষয়ে অজ্ঞ যে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ছিল গণতন্ত্রের গোলামী করা! তার চিন্তাধারাকে আয-যাওয়াহিরি অনুকরণ করে বলেন, "শায়খ হাসান আল-বান্না, আল্লাহ তাকে রহম করুন, নিঃসন্দেহে ইসলামী আন্দোলনের একজন পথিকৃৎ ছিলেন। আল্লাহ তাকে শাহাদাত দিয়েছেন। আল্লাহ তার শাহাদাত কবুল করুন এবং তার সমস্ত সৎকর্মগুলোও কবুল করুন। একমাত্র আল্লাহই জানেন, আমার অন্তরে তার প্রতি কি পরিমাণ শ্রদ্ধা আর ভালবাসা রয়েছে...শায়খ হাসান আল-বান্না, আল্লাহ তাকে রহম করুন, আধুনিক ইসলামী আন্দোলনে জিহাদের বীজ বপন করেছিলেন" [আল-হিসাদ আল-মুর]। সে আরও বলে, "আমার এ কাজের প্রতিদান উৎসর্গ করছি...ইমামের প্রতি, ইসলামী পুনর্জাগরণের পুনরুদ্ধাকারী হাসান আল-বান্না, যিনি যুবকদেরকে বিনোদনের রাজ্য থেকে জিহাদের ময়দানে নিয়ে এসেছিলেন" [শাধা আল-ক্বারানফুলাত]।

জিহাদের পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে ইখওয়ানকে বিবেচনা করেই জিহাদের দাবীদারদের সমস্যাটি মিটে যায় নি, ইখওয়ানী মুরতাদদের ক্ষমা করে দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। আস-সুরি বলেন, "গণতন্ত্রের চর্চাকারীদের ক্ষেত্রে, তারা কয়েক প্রকারের। এভাবে তাদের উপর বিধানও ব্যতিক্রম। তবে সাধারণভাবে, আমি এই মতে বিশ্বাসী যা হচ্ছে, যারা বিশ্বাস করে যে গণতান্ত্রিক দর্শন ও আইন কুফর এবং দ্বীন ইসলামের তাওহীদ ও আক্বিদাহ'র পরিপন্থী, কিন্তু তারা দুর্বল হওয়ার কারণে গণতন্ত্র চর্চা করে এবং এ ছাড়া অন্য কোন পন্থা নেই যার মাধ্যমে দাওয়াহ, ইসলাম এবং মুসলিমদের লাভ হবে এই

পাকিস্তানের দালাল আখতার মানসুরের সৈনিক



বিশ্বাস করে এবং এসব পরিস্থিতিতে তা হচ্ছে শারীয়াহ বাস্তবায়নের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা এবং শারীয়াহ যাতে বাধা দেয় তা বিলুপ্ত করা অথবা সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তা সম্ভাব্য রাস্তা, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ এবং উম্মাহ'র মাঝে সত্যের বাণী পৌঁছে দেয়া ও অন্যান্য বিষয়, তাহলে এসব সৎ লোকেরা যারা গণতন্ত্র চর্চা করে এবং এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভুল বুঝে অংশগ্রহণ করে, তারা ক্ষমার যোগ্য" [দাওয়াত আল-মুক্বাওয়ামাহ]!

এভাবে, জিহাদের দাবীদাররা এসব মুরতাদ আর তাওয়াগ্বিতদেরকে মুসলিম মনে করে, যেভাবে আয-যাওয়াহিরি মুরসি ও তার অনুসারীদেরকে মনে করে। জিহাদের দাবীদাররা ইখওয়ানের কাছ থেকে বড় ধরণের সহযোগিতাও কামনা করে।

আস-সুরি বলে, "জিহাদী আক্বিদাহ এবং আন্তর্জাতিক ইসলামী প্রতিরোধ আহবানের সংবিধান:...অনুচ্ছেদ ১৯: আন্তর্জাতিক ইসলামী আহবান ইসলামী জাগরণের আওতায় সকলের সৎ প্রচেষ্টাকে বিবেচনা করে -দাওয়াহ, সংস্কার, শিক্ষা, ধর্ম এবং অন্যান্য প্রচেষ্টাসমূহ যা শারীয়াহ অনুমোদন করে - যা ইসলামী জাগরণের বিভিন্ন মতাবলম্বীরা চর্চা করে...মুসলিম ব্রাদারহুড...মুসলিমদের দ্বীনকে রক্ষা ও তাদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য। এটি তাদেরকে ন্যায়নিষ্ঠতা ও ধার্মিকতায় সহযোগিতা ও এই প্রতিরোধ ক্ষমতায় সমর্থন জানানোর আহবান জানায়। এটা মনে করে যে, আল্লাহর দ্বীনের জন্য দাওয়াহ'র ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টা সহযোগী হবে এবং এই প্রতিরোধ ক্ষমতার মূলকে এবং এর সংগঠনকে সংরক্ষণ করবে। এটা প্রত্যেককে সৃষ্ট পার্থক্যগুলো এড়িয়ে যেতে বলে এই সময়ের জন্য যেখানে আজ মুসলিম উম্মাহ'র অস্তিত্ব, সংস্কৃতি হুমকির মুখে" [দাওয়াত আল-মুক্বাওয়ামাহ]।

ইখওয়ানের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি আয-যাওয়াহিরির নেতৃত্বাধীন আল-কায়েদার অফিসিয়াল মিডিয়াতে পুনঃপ্রচার করা হয়, যা সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল, যেমন- "জিহাদী কর্মকাণ্ডের সাধারণ নির্দেশনা" এবং "ইসলামকে সহায়তা করার চুক্তি"। এই দৃষ্টিভঙ্গি জিহাদের দাবীদারদেরকে তাদের ও ইখওয়ানের মধ্যে শুধু বড় ধরণের সহায়তারই আহবান করেনি, বরং তাদেরকেও নিন্দা করা হয়েছে যারা ইখওয়ানকে তাকফীর করেছিল।

উদাহরণস্বরূপ, আস-সুরি 'আদনান উক্বলাহ এবং তার সঙ্গীদেরকে সমালোচনা করে যারা ইখওয়ানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং আত-তালি'য়া আল-মুক্বাতিলা (দি ফাইটিং ভ্যানগার্ড)। আস-সুরি বলে, "আত-তালি'য়ার কাজগুলোর মধ্যে অনিষ্টকর বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হয়েছিল। ওটা তাদের অধঃপতন ছিল - বিশেষ করে 'আদনান উক্বলাহ ও তার কিছু ছাত্রবৃন্দ - চরমপন্থার দিকে, বিশেষ করে ইখওয়ান যখন জোট এবং নতুন রাজনৈতিক মিডিয়া প্রচারণার ব্যতিক্রমী পথ অবলম্বন করল, ইখওয়ান 'আদনানের অবস্থানকে কঠিন করার পর দৃঢ়তার সাথে আত-তালি'য়াকে বয়কট করল এবং এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করল। তাই 'আদনান উক্বলাহ মুসলিম ব্রাদারহুডের ঐসব নেতাকে তাকফীর করল...যারা জাতীয় কোয়ালিশন ["আশির" দশকের] এবং এর সাথে যুক্ত দুর্নীতিকে অনুমোদন করেছিল। জাতীয় কোয়ালিশনের কয়েকটি সত্যিকারের দুর্নীতিগ্রস্ত প্রকাশনা, যা স্পষ্টত ইখওয়ানকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল!... এবং অন্যান্যদের প্রতি তাকফীরের চরম অবস্থানের মুখে যুক্তিবাদী কয়েকজন ব্যক্তিত্বের দৃঢ় অবস্থান সত্ত্বেও, 'আদনান তার প্রত্যয়ে দৃঢ় থাকেন, যেখানে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসংগত দাবী করেন যে তিনি নিয়মিতভাবে তা পুনরাবৃত্তি করবেন। আত-তালিয়া'র বিপুল সংখ্যক সদস্য তার মতামতের অনুসরণ করেন" [আত-ছাওরাহ আল-ইসলামিয়্যাহ আল-জিহাদিয়্যাহ ফি সুরিয়া]।

সে "আত-তালিয়ার অভিজ্ঞতা" হতে আরও একটি "নেতিবাচক বিষয়" বর্ণনা করে, "ইখওয়ানী ও ইরাকি বয়কটের কারণে আত-তালিয়া'র শেষ সময়ে চরমপন্থার দিকে অধঃপতন, এর বিরুদ্ধে সকল দলের ষড়যন্ত্র, এবং যেসব জুলুম ও সংহিসতা এ দল স্পষ্টতঃ সহ্য করেছে। এই চরমপন্থা আত-তালিয়া'র সদস্যদের একটি অপরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য ছিল। আত-তালিয়া'র এই চরমপন্থার ইখওয়ানী মিডিয়া অতিরঞ্জিত করে প্রচার করতে বিরাট ভূমিকা পালন করে, যদিও নিঃসন্দেহে আত-তালিয়া'র কিছু স্পষ্ট চরমপন্থা ছিল। তার মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে চরম ছিল এই বিশ্বাস যে 'আদনান উক্বলাহ এবং তার কয়েকজন সঙ্গী মুসলিম ব্রাদারহুডের ঐ সকলদের প্রতি তাকফীর করে....যারা জাতীয় কোয়ালিশনের পক্ষে মতামত দিয়েছিল এবং এটিকে একটি ধারণা ও কর্মসূচীতে অনুমোদন করেছিল। তিনি তাদের সকলকে তাকফীর করতেন যাদের কোয়ালিশনের অবস্থা প্রমাণিত হতো এবং তারপর নেতৃত্ব ও কোয়ালিশনের প্রতি তার আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকত। 'আদনান উক্বলাহ'র এমন বিশ্বাসের জন্য কিছু অভিযোগ ছিল যা কোয়ালিশনের কিছু প্রকাশনায় পাওয়া যায় এবং কিছু ইখওয়ানের বিবৃতিতে, বিশেষ করে 'আদনান সা'দ আদ-দিন, যে তার এক সাক্ষাৎকারে বলে যে, সে ইরাকি বাথ পার্টির সদস্যদেরকে - ডানপন্থী আফলাক দল - মুসলিম এবং এর নেতৃত্বকে ধার্মিক হিসেবে গণ্য করত। বরং সা'দ আদ-দিন বেশ কয়েকবার ঘোষণা দেয় যে সাদ্দাম হোসেন হচ্ছেন মুসলিম এবং তার সরকার ইসলামিক! বরং সাদ আদ-দিন এমনকি সেই সব যুবকদেরকে সমালোচনা করেছিল যারা সাদ্দাম হোসেনকে কুফর দ্বারা আখ্যায়িত করেছিল এবং এসব যুবকদেরকে এমন বিশ্বাস হতে তাওবাহ করার জন্য অনুরোধ করেছিল। তারপরও, এসব বিবৃতি 'আদনান উক্বলাহ'র দোষ দাবী করা সত্ত্বেও, নিঃসন্দেহে সে সাধারণভাবে যা করেছে তা মারাত্মক!" [আছ-ছাওরাহ আল-ইসলামিয়্যাহ আল-জিহাদিয়্যাহ ফি সুরিয়া]।

এখানে আস-সুরি 'আদনান উক্বলাহ'কে সমালোচনা করেছে কারণ উক্বলাহ

সিরিয়ান ব্রাদারহুডকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে জাতীয় কোয়ালিশনে যোগদানের জন্য তাকফীর করেছিলেন। এভাবে, এ আলোচনার পরে এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যদি দেখা যায় যে শাম ও অন্যান্য স্থানের জিহাদী দাবিদাররা দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদিনদের বিপক্ষে ইখওয়ানী ও সুরুরি মুরতাদ দলসমূহের পক্ষ নেয় এই দোহাই দিয়ে যে মুহাজিরুন ও আনসাররা খাওয়ারিজ! অথবা ভ্রান্ত মিথ্যাবাদী আবু ক্বাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনির পূর্বের বক্তব্যে সত্য বলেছিল, যখন সে তাওহীদ সম্পর্কে ইখওয়ানের অজ্ঞতাকে প্রকাশ করেছিল এবং বলেছিল, "এভাবে ব্রাদারহুড দল থেকে ভাল কিছু আশা করা যায়? ইসলামের বৃহৎ ইমারত থেকে যা ধসে পড়েছে তার পুনর্জাগরণ কি কেউ তাদের (ইখওয়ান) থেকে আশা করতে পারে? এমনকি আরও বিস্ময় হচ্ছে যারা বিশ্বাস করে যে হাসান আল-বান্না'র মতাদর্শ ছিল বর্তমান যুগের উম্মাহ'র জন্য পুনর্জাগরণকারী মানহাজ, যখন এসব লোকেরা নিজেদেরকে সালাফ আর সালাফিয়্যাহ'র অনুসারী বলে দাবী করে এবং আহলুস-সুন্নাহ-ওয়াল-জামাআহ'র স্লোগান দেয়! এমনকি আরও বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে যারা দাবী করে যে তাদের জিহাদী মানহাজ আছে যেখানে তারা বিশ্বাস করে যে মুসলিম ব্রাদারহুড আর জিহাদী দলগুলোর মধ্যে পার্থক্য হলো সহীহ বুখারী আর সহীহ মুসলিমের মতো! এই কারণে, এসব লোকজন কখনও ইখওয়ানের সাথে ঐক্য গড়া নিয়ে বিরত হয় না, মুরতাদদের বিরুদ্ধে যায় না, কিন্তু মুজাহিদদের বিরুদ্ধে...বরং, ভ্রষ্ট ইখওয়ানীরা এসব লোকজনকে গাধার মতো ব্যবহার করে যারা শুধু অভিশাপ দেয় [মুজাহিদিনদের] এবং তাকফিরি বলে ডাকে" [আল-জিহাদ ওয়াল-ইজতিহাদ]।

এটাই কি তাই নয় যা আয-যাওয়াহিরির মুরতাদ সাহওয়াত প্রত্যেক ভূমিতে করছে?

ইখওয়ান হতে বারাআ'হ

শায়খ আবু মোহাম্মদ আল-আদনানী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) বলেন, "ইখওয়ান "ইসলামের" ছদ্মবেশে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দল ছাড়া আর কিছুই না। বরং, তারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য। তারা এমন একটি দল যারা আসন আর সংসদের পূজা করে। তারা গণতন্ত্রের জন্য প্রচেষ্টা ও মৃত্যুকে তাদের জন্য অনুমোদন দিয়েছে, কিন্তু জিহাদ করার জন্য আর আল্লাহর রাহে মৃত্যুর অনুমতি দেয়নি। বস্তুত, তাদের বক্তা শত হাজার জনতার সম্মুখে দম্ভসহকারে বলেছিল, 'পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা থেকে সতর্ক হও। গণতন্ত্রের রাহে মারা যাও'। তারা এমন একটি দল যারা ইবলিসকেও সেজদাহ করত যদি আসন অর্জন করার জন্য তাদের প্রয়োজন হতো...ইখওয়ান দল...ঈমানের সব মূলনীতিকে পরিত্যাগ করেছে...যখন তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পাশাপাশি অন্যকে আইন প্রণয়নের অধিকার দিতে সম্মত হয়েছে, যখন তারা নির্লজ্জভাবে দম্ভোক্তি করে বলেছিল, 'আইন প্রণয়ন জনগণের জন্য'। তারা আরও বলে, 'আমরা সংসদের জনপ্রতিনিধি'। যা তারা বলেছে ও করেছে তা নবীদের আক্বিদাহ এবং আসমান ও জমিনের প্রভুর একত্ববাদের সাথে স্পষ্ট অসংগতি...এই কুফর যা ইখওয়ান দল করেছে এবং অন্যান্য মানুষকে এর মধ্যে নিপতিত করেছে তা হচ্ছে কুফফার আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বকে মান্য করার ফল" [আস-সিলমিয়্যাহ দিন মান]।

তিনি (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) আরও বলেন, "মুবারাক, গাদ্দাফি, বেন আলি, মুরসি, মুস্তাফা আব্দুল জলিল এবং রাশিদ আল-গান্নুসি'র মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ তারা সকলেই তাওয়াগ্বিত, যারা মানব রচিত আইন দ্বারা শাসন করে। কিন্তু পরে উল্লেখিত দলটি মুসলিমদের জন্য খুবই বিপদজনক" [আস-সিলমিয়্যাহ দিন মান]।

পশ্চিমে, পূর্বে এবং মুরতাদদের দখলকৃত ভূখণ্ডে বসবাসরত মুসলিম, ইহুদী ও নাসারাদের কাছে এটি পরিষ্কার থাকা উচিত যে, কেন ব্রাদারহুড একটি চরমপন্থি মুরতাদ এবং কেন মুসলিমদের জন্য এটা অত্যাবশ্যক যে তারা এই দলের ও এর অনুসারীদের প্রতি তাকফীর, বারা'আহ, বিদ্বেষ এবং শত্রুতা পোষণ করবে এবং একই সাথে এর বিভিন্ন ফ্রন্ট, শাখা, প্রশাখা, "ইসলামিক" সেন্টার, এবং দিরার (ক্ষতি)[৭] মসজিদ সমূহ হতে। এই দলের প্রত্যেক সদস্যের জন্য এটা অত্যাবশ্যক যে, তারা এই দল এবং এর কুফরী মতবাদকে পরিত্যাগ করবে।

অনুরূপভাবে, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য খিলাফাহ'র ভূমিতে হিজরত করা অত্যাবশ্যক। যা মুরতাদ ব্রাদারহুড, ব্রাদারহুডের ক্রুসেডার প্রভূসমূহ এবং ব্রাদারহুডের মিত্র রাফিদাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান একমাত্র দল, যারা দ্বীন ইসলামকে ধ্বংস করার সার্বিক উদ্যোগ নিয়েছে এবং এটিকে প্রতিস্থাপন করতে চায় "ইসলাম" দ্বারা যা একমাত্র নাবী ﷺ এর সাথে সম্পর্কিত যেমন করে আধুনিক খ্রিষ্টানরা "খ্রিষ্টান ধর্মকে' সম্পর্কিত করেছে নাবী ঈসা ﷺ যা প্রচার করেছিলেন তার সাথে।

খিলাফাহ'র জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ এই পৌত্তলিক, মুরতাদ দলের অবসান ঘটান। আমিন।

---

৭ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুনাফিকদের নির্মিত মসজিদে সালাত আদায়ের জন্য নিষেধ করেছেন। এই নিষেধাজ্ঞা আরও বেশি প্রযোজ্য যখন মসজিদ চরমপন্থি মুরতাদদের দ্বারা নির্মিত হয় যার ইমামরা খুতবা দেয় ও সালাতে ইমামতি করে! "আপনি কখনো সালাতের জন্য দাঁড়াবেন না; যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাক্বওয়ার উপর, তাই আপনার সালাতের জন্য দাঁড়ানের বেশী হকদার। সেখানে এমন লোক আছে যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে, আর পবিত্রতা অর্জনকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন" [আত-তাওবাহঃ ১০৮]।

মঙ্গোলদের ফিতনা হতে শিক্ষা



সাতশ' বছর আগে, মঙ্গোল শাসক মাহমুদ গাজানের নেতৃত্বে মঙ্গোল সেনাবাহিনীর একটি দল শাম আক্রমণ করে। এরা শামের ভূমিতে দুর্নীতির প্রসার ঘটায় এবং জনগণের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়; গাজান ওয়াদী আল-খাজান্দার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করে দামেস্কের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মঙ্গোল সেনাবাহিনী দামেস্কের দুর্গগুলো দখল করে নেয়। এই গাজান শামের ভূমি হতে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সেনা প্রত্যাহার করেনি যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলিমদের দুঃখ-দুর্দশা চরমে পৌঁছায়, যা আল্লাহর উপর তাদের তাওয়াক্কুল এবং সাহায্য ও বিজয়ের ব্যাপারে তাঁর প্রতিশ্রুতির উপর তাদের ভরসাকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে।

নিম্নে শায়খুল-ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ ﵀ হতে নির্বাচিত কিছু কথা বর্ণনা করা হল, যখন শত্রুসেনারা দামেস্কের নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছিল তখন ফিতনা যেভাবে মুসলিমদের করায়ত্ব করেছিল ও তাদের অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। এখানে শায়খ নবী ﷺ এর সময় সংগঠিত আল-আহযাব এর যুদ্ধের সাথে গাজান এর যুদ্ধের তুলনা করেন। নিশ্চিতভাবে, যতদিন পর্যন্ত ঈমানে শিবির কুফরের শিবিরকে চিরতরে পরাজিত না করে ততদিন পর্যন্ত এটা মুমিনদের জন্য একটি প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হিসাবে টিকে থাকবে।

ইবনে তাইমিয়্যাহ ﵀ প্রথমে আমাদের সামনে আমাদের পূর্ববর্তী মুমিনদের দুঃখ-দুর্দশার ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার গুরুত্ব এবং আমাদের বর্তমান অবস্থার সাথে তাদের অবস্থার তুলনার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। "বস্তুত আল্লাহ যেভাবে তাঁর নবী ﷺ এর সময়ের মুসলিমদের শত্রুদের মাধ্যমে দুঃখ-দুর্দশায় পতিত করেছিলেন একই ভাবে এখানেও তিনি এই ফিতনার দ্বারা ইসলামী শারীয়াহ'র বাইরে অবস্থানকারী শত্রুর আক্রমণের মধ্য দিয়ে মুসলিমদের জন্য দুঃখ-দুর্দশা প্রেরণ করেন। আল্লাহ'র কিতাব এবং নবী ﷺ এর সুন্নাহে কৃত আল্লাহর অঙ্গীকার উম্মাহর প্রথম অংশের প্রতি যেমন সত্য ছিলো ঠিক তেমনি শেষ অংশের জন্য তা একই। আল্লাহ আমাদের সামনে আমাদের পূর্ববর্তী বহুজাতির উদাহরণ পেশ করেন যাতে আমরা শিক্ষা লাভ করি এবং আমরা আমাদের বর্তমান অবস্থার সাথে আমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার তুলনা করি এবং বর্তমান প্রজন্মকে প্রথম প্রজন্মের আদলে বিচার করি।"

শায়খ মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি সমর্থন এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। "এবং বিজয়ী দল -যারা দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং কেয়ামত পর্যন্ত এর বিরোধী এবং একে পরিত্যাগ কারীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না- প্রকাশিত হয়, কারণ মানুষ তিনটি দলে বিভক্ত: একদল কেয়ামত পর্যন্ত দ্বীনের জন্য লড়াই করবে, অন্য দল এর তা পরিত্যাগ করবে এবং আরেকটি দল ইসলামী শারীয়াহ'র বাইরে অবস্থান করবে... এবং এই পরীক্ষা হলো আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের মধ্যে পৃথকীকরণ এবং বিভাজনের (ভালো এবং মন্দের মধ্যে) একটি পন্থা, {এটা এজন্য যাতে আল্লাহ, সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার কারণে প্রতিদান দেন এবং ইচ্ছা করলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু} [সুরা আল-আহযাবঃ ২৪]"।

অতঃপর তিনি উহুদ যুদ্ধের সময় মুসলিমদের সারীতে ভাঙ্গন এবং মঙ্গোলদের আগ্রাসনের সময় মুসলিমদের সারীতে ভাঙ্গন সৃষ্টির কারণ সমূহের মধ্যে তুলনা করার স্বার্থে উহুদ যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত কিছু আয়াত উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,"আল্লাহ ﷻ বলেন, {নিশ্চয়ই, দুই দলের মোকাবেলার দিন তোমাদের যারা পৃষ্ট প্রদর্শন করেছিলো, তাদের কিছু গোনাহ, যা তারা অর্জন করেছিলো সে কারণে শয়তান তাদের পদস্খলন করিয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ ইতিমধ্যে তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই, আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং ধৈর্যশীল।} [আল 'ইমরানঃ ১৫৫]" আল্লাহ ﷻ আরো বলেন, {আর আল্লাহ সে ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে শত্রুদের হত্যা করছিলে। এমনকি যখন তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছো ও তার আদেশ (নবীর) পালন করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছো। আর যা তোমরা চাইতে তা দেখার পর কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করেছো, তাতে তোমাদের কারো কাম্য ছিল এই দুনিয়া আর কারো কাম্য ছিল আখিরাত। অতঃপর তোমাদিগকে সরিয়ে দিলেন ওদের ওপর থেকে যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। বস্তুতঃ তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল} [আল 'ইমরানঃ ১৫২]। আল্লাহ ﷻ আরো বলেন, {যখন তোমাদের ওপর একটি মুসীবত এসে পৌঁছাল, অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্ট দিয়েছো (বদরের দিনে শত্রুদের), তখন তোমরা বলেছিলে, এটা কোথা থেকে আসলো? তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের ওপর পৌঁছেছে তোমাদেরই পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের ওপর ক্ষমতাশীল} [আল 'ইমরানঃ ১৬৫]। (যুদ্ধের দিন) শয়তান মানুষকে চিৎকার করে বলল, 'মোহাম্মাদ নিহত হয়েছে।' সুতরাং তাদের মধ্যে কিছু ছিল যারা ভীত সন্ত্রস্ত হলো এবং পলায়ন করলো, আর তাদের মধ্যে কিছুলোক দৃঢ় থাকলো এবং যুদ্ধ করলো। তাই আল্লাহ ﷻ বলেন, {আর মুহাম্মদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিবে? বস্তুতঃ কেউ যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন} [আল 'ইমরানঃ ১৪৪] আর গত বছর মুসলিমরা যখন ভেঙ্গে পড়েছিলো তখন তাদের অবস্থা এ রকমই ছিল।"

তারপর তিনি বলেন যে সে সময় মুসলিমদের পরাজয়ের কারণ ছিল তাদের পাপ, খারাপ নিয়্যাত, দম্ভ, আত্ম-অহংকার ইত্যাদি। এবং তিনি বলেন, "অতএব এটা ছিল আল্লাহর হিকমাহ এবং মু'মিনদের প্রতি তার রহমত যে, তিনি মু'মিনদের দুঃখ-দুর্দশায় পতিত করেন, যাতে তারা অনুতপ্ত হয় ও অনুশোচনা করে এবং আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করে... ঠিক যেভাবে বদর যুদ্ধে আল্লাহর সহায়তা মুমিনদের জন্য ক্ষমা এবং দয়ার নিদর্শন স্বরূপ ছিল ঠিক তেমনি উহুদের যুদ্ধে পরাজয়ও ছিল মুমিনদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা এবং দয়ার নিদর্শন। এবং নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ মুমিনদের জন্য এমন কোন আদেশ দেন না যা তাদের জন্য মঙ্গলজনক নয়। এবং এটা মুমিন ছাড়া আর কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। যদি সে কোন ভাল





কিছু লাভ করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি আদায় করে এটা তার জন্য মঙ্গলজনক আর যদি সে দুঃখ-কষ্টে পতিত হয় এবং ধৈর্য ধারণ করে এটাও তার জন্য মঙ্গলজনক।"

শায়খুল-ইসলামের উপরোক্ত বাণীগুলো বর্তমান যুগের উম্মাহ'র জন্যও প্রযোজ্য। আর এই উম্মাহর প্রতি করুণার দরুন তিনি এই উম্মাহকে একের পর এক দুঃখ-দুর্দশায় পতিত করে, যাতে তাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয়, তাদের সারী সমূহ পরিষ্কার হয় এবং তা তাদের পথ প্রদর্শন করে যাতে কৃতকর্মের জন্য তারা অনুশোচনা করে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। যদি তারা কোন দুঃখ-দুর্দশা, দুর্যোগের সময় ধৈর্য ধারণ করতে সমর্থ হয় তবে আল্লাহর ইচ্ছায় সেটা তাদের জন্য হবে করুণা এবং অনুগ্রহ।

ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ মানুষকে তাদের ঈমানের ভিত্তিতে তিনটি দলে বিভক্ত করেন এবং তিনি মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার মাধ্যমে তার বক্তব্য শুরু করেন। মুনাফিকদের চিনতে পারা খুবই জরুরী কারণ মুনাফিক্বরা সবসময় তাদের কুৎসিত চেহারা লুকিয়ে রাখে এবং যখন ফিতনাহ আসে তখন তাদের আওয়াজকেই সবচেয়ে বেশি শুনা যায়। কোরআন ও হাদিসে এই মুনাফিকদের যে বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণিত হয়েছে তা জানাটাও অত্যাবশ্যক কেননা ফিতনার সময় বহু লোক অজ্ঞতাবশতঃ কিছু মুনাফিক্বিতে পতিত হতে পারে, এই বৈশিষ্ট্যগুলো জানা থাকলে একজন মুনাফিকদের অনুকরণ এবং তাদের ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে, কারণ সেই সকল মুরতাদদের যারা পূর্বে ইলম এবং জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো কিন্তু বর্তমানে তারাই শিরকের সংসদে ধর্মনিরপেক্ষ এবং জাতীয়তাবাদীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিলো। শায়খ বলেন, "এবং খন্দকের (আল-আহযাবের যুদ্ধ) যুদ্ধের বছর যেভাবে জনগণ বিভক্ত হয়ে পড়েছিল ঠিক তেমনি আজ জনগণ (আমাদের এই যুদ্ধে) সেই একইভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এবং তা এই কারণে যে, আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ কে প্রেরণ করার পর এবং তাকে হিজরত আর তাঁর পক্ষ থেকে সাহায্য দ্বারা সম্মানিত করার পর থেকে লোকজন তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়: মুমিনদের দল যারা অন্তরে এবং প্রকাশ্যে তাঁকে বিশ্বাস করে, কাফিরদের দল যারা প্রকাশ্যে অবিশ্বাস করে এবং মুনাফিকদের দল শুধুমাত্র বাহ্যত তাঁকে বিশ্বাস করে কিন্তু অন্তরে নয়।

শায়খ অতঃপর তার যুগের বিভিন্ন মুরতাদ এবং বাতেনী দলগুলো যেমন- খারামিয়্যাহ, বাতিনিয়্যাহ, কারামিতাহ, ঈসমাইলিয়্যাহ এবং নুসাইরীয়্যাহদের কপটতার ব্যাপারে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "এবং এই সময়ের অনেক মুনাফিক[১] তাতারদের (মঙ্গোল) দিকে ঝুঁকে পড়ে কারণ তাতাররা তাদের উপর ইসলামের শারীয়াহকে প্রয়োগ করে না। বরং তারা তাদের ছেড়ে দেয়, তাদের নিজেদের মতো। তাদের কেউ কেউ তাতারদের কাছ থেকে পলায়ন করেছিলো কিন্তু তা দ্বীনের জন্য নয়, বরং দুনিয়াবি বিষয়ে তাতাদের দুর্নীতির ইতিহাস, তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, তাদের নির্বিচারে রক্ত-প্রবাহ এবং দাসত্বের ভয়ে।।" দূর্ভাগ্যবশতঃ কিছু কিছু বাতেনী দল সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়্যাহ'র রহিমাহুল্লাহ এ বর্ণনা আজকের দুনিয়ার অনেক মুসলিমদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তারা

---

১ মনে রাখা উচিৎ যে, ইবনে তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ এই সব বাতেনী দলগুলোর সাথে নিফাক্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা বলেছেন তা নিছক ভাষাগত, কারণ তারা ইসলাম ও তার বাস্তবতার বিরোধীটা করে নিজেদের মুসলিম হিসাবে দাবী করে। তিনি এই নিফাক্ব দ্বারা নিছক মুনাফিক যাদের সাধারণত মুসলিম হিসাবে দেখা হয় তাদের বুঝাতে চাননি। বরং এই দলগুলো প্রকাশ্যে কুফর এবং শিরকের অনুশীলন করে এবং একারণেই এই দলগুলোর উপর বিধান হলো তারা মুরতাদদিন। শায়খ নিজেই তার বেশ কিছু সংখ্যক বিখ্যাত কাজে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

দুনিয়ার ভয়ে জিহাদ এবং আল্লাহর শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার সুযোগ হতে পলায়ন করে। তারা যদি তাদের ঈমানের ভয় করত তাহলে তারা মুসলিমদের ভূমিকে মুরতাদদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করত। ওয়াল্লাহুল-মুসতা'আন।

অতঃপর শায়খ মুনাফিকদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেনঃ "এবং জিহাদ হতে পলায়ন করা মুনাফিক্বীর অন্যতম নিদর্শন। নবী ﷺ বলেন "যে ব্যক্তি যুদ্ধের নিয়ত বা যুদ্ধ করা ব্যতীত মৃত্যু বরণ করে সে মুনাফিক্বির একটি শাখায় মৃত্যু বরণ করে।" [মুসলিমে বর্ণিত]।

অতঃপর তিনি সুরা আত-তাওবাহ হতে উদ্ধৃত করেন, "এই সুরা তাওবাহ নবী ﷺ এর জীবদ্দশায় শেষ যুদ্ধ তাবুকের যুদ্ধের সময় অর্থাৎ নবম হিজরিতে নাযিল হয়। এ সময় ইসলাম যথেষ্ট শক্তি অর্জন করে এবং পূর্ণবিকাশ ঘটে। আল্লাহ এখানে মুনাফিকদের কাপুরুষ, জিহাদ হতে পলায়নকারী, আল্লাহ'র রাস্তায় ব্যয় হতে বিমুখ (কৃপণ) এবং নিজেদের সম্পদকে ধারণকারী রূপে আখ্যায়িত করেন।

এটা খেয়াল করা জরুরি যে, আল্লাহ এই সুরায় -যার আরেক নাম "আল-ফাদিহাহ" (অপমানকারী) যেমনটা ইবন আব্বাস ؓ এর বর্ণনায় এসেছে- মুনাফিকদের কৃপণতা এবং কাপুরুষতা প্রকাশ করেন। এই সূরা অবতীর্ণ হয় তাবুক যুদ্ধের ব্যাপারে, যা ছিলো একটি আক্রমণাত্মক যুদ্ধ। তাহলে ঐসব লোকেদের নিফাক্বের তীব্রতা কত বেশি যারা আজ জিহাদ ত্যাগ করে যখন মুসলিমদের ভূমি সমূহে চতুর্দিক থেকে আল্লাহর দুশমনদের দ্বারা হামলা সম্মুখীন এবং শিরকি আইন ও সংবিধান দ্বারা শাসিত, যা ক্রুসেডার এবং তাদের দালালদের দ্বারা জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া! উম্মাহ'র এই সংকটময় ক্ষণে জিহাদ পরিত্যাগকারী এইসকল মুসলিমদের মনে রাখা উচিৎ যে ইতিহাসে তাদের নাম লিপিবদ্ধ থাকবে এবং সেই দিনের প্রতি ভয় করা উচিৎ যেদিন আল্লাহ তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে সাক্ষী রেখে তাদের এই অপমানকর এবং লজ্জাকর কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। নিশ্চয় যিনি নবী ﷺ এর জীবদ্দশায় মুনাফিক্বিনদের বৈধ কারণ ছাড়া আক্রমণাত্মক জিহাদ ত্যাগ করার কারণে এই দুনিয়ায় অপমানিত এবং সবার সামনে লাঞ্ছিত করেছেন, তিনিই আজ কোন বৈধ কারণ ব্যতীত রক্ষণাত্মক জিহাদ ত্যাগ করীদের সমান ভাবে অপমানিত আর সবার সামনে লাঞ্ছিত করতে সক্ষম।



শায়খুল-ইসলাম অতঃপর বলেন, "এভাবে আমাদের কাছে 'মুমিন' এবং 'মুনাফিক' এই দুই শব্দের অর্থ স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই কোন ব্যক্তি যদি কোরআনুল কারীমে সুরা আহযাব পাঠ করেন, এবং তাফসির, হাদিস, ফিকাহ এবং সিরাহ্-তে যে পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করা আছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং এর আলোকে গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখেন তাহলে আমরা যা বলছি এর সত্যতা দেখতে পাবেন; যে বর্তমান যুগের লোকের তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে ঠিক যেমন করে পূর্বের তারা বিভক্ত হয়েছিলো।"

এবং একইভাবে আজকেও যখন নবুয়্যাতের আদলে খিলাফাহ'র প্রত্যাবর্তন এবং দাওলাতুল ইসলামের প্রতিষ্ঠা হয় তখন ঠিক আগের মতই জনগণ আজ তিনভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে: একদল খিলাফাহ'র পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং শারীয়াহ'র বাস্তবায়নের পক্ষে অবস্থান নিল, একদল শারীয়াহ এবং খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং তৃতীয় দলটি আপাতদৃষ্টিতে শারীয়াহ এবং খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পক্ষে বলে দাবী করলেও তারা মনে করে জিহাদ না করেও ভয়ের পসরা সাজিয়ে এবং মুজাহিদদের বিভিন্ন ভুলত্রুটির সমালোচনার মাধ্যমে এটা করা সম্ভব।

অতঃপর শায়খুল-ইসলাম আল-আহযাবের যুদ্ধের এবং শামের পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। এর সাথে তিনি আল্লাহর সেই বাণী স্মরণ করিয়ে দেন, {স্মরণ কর যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে। সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল} [আল-আহযাবঃ ১০-১১] অতঃপর তিনি বলেন, "শামের উঁচু এলাকার উভয়প্রান্ত হতে শত্রুরা বের হয়ে আসতে লাগল...অতঃপর জনগণের দৃষ্টিভ্রম হলো, কঠোর দুঃখ-দুর্দশার কারণে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে এবং বিশেষতঃ যখন এই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে মুসলিম বাহিনী মিশরের দিকে পালিয়ে গেছে এবং শত্রুরা দামেস্কের নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। মানুষের আল্লাহ সম্পর্কে নানারকম ধারণা ছিল। তাদের কেউ কেউ মনে করেছিল যে শামের সেনাবাহিনী এদের মোকাবেলা করতে

সমর্থ হবে না এবং তারা শামের জনগণকে নির্মূল করে দেবে। অন্যদল মনে করে যে, যদিও তারা এই মঙ্গোল বাহিনীর মুখোমুখী হয় তাহলে এই মঙ্গোলরা এমনভাবে ঘিরে ফেলবে যেভাবে চাঁদকে তার আলো ঘিরে রাখে এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে ফেলবে। আরেক দল মনে করে যে, শামে আর ইসলামের শাসন থাকবেনা এবং তারা আর কখনো এখানে বসবাস করতে পারবে না। এবং তারা মনে করে যে, মঙ্গোলরা প্রথমে শাম দখল করবে এবং তারপর তারা মিশর জয় করতে অগ্রসর হবে এবং তাদের পথে কেউই বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারবেনা অতএব তারা ইয়েমেনের ন্যায় এলাকাসমূহে পলায়ন করল। এদের কেউ কেউ কিছুটা ইতিবাচক চিন্তা থেকে বলল -'তারা এ বছর শামে শাসন করবে যেভাবে হুলাগুর বছর ৬৫৭ হিজরিতে শাসন করেছিল। এবং অতঃপর পূর্বের ন্যায় মিশর হতে সেনাদল বেরিয়ে এসে তাদের উদ্ধার করবে' এবং তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ছিল এটা ছিল তাদের বিশ্বাস।"

মঙ্গোলদের ফিতনা দেখে শামের জনগণ যেভাবে চরম দুরবস্থার ভয় করেছিলো তেমনি আজও অনেক মুসলিম তাগুত এবং ক্রুসেডারদের ফিতনা দেখে একই রকম ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে এবং এমনকি তারা তাদের ধারণা প্রসূত চিন্তা থেকে নিজেদের দ্বীন ত্যাগ করে! খিলাফাহ'র প্রত্যাবর্তন, শারীয়াহ'র প্রতিষ্ঠা, দাওলাতুল ইসলামের সীমানার বিস্তারণ এবং এর সৈন্যদের হাতে অগণিত মুরতাদদের হত্যা স্বত্ত্বেও সিরিয়ার বহু দল এমনকি তথাকথিত "ইসলামিক" দলগুলোও এমন আচরণ করতে থাকে যেন একটি দল যারা শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে তারা বাশারকে পরাজিত করে বিজয় প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। এই জোট আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন এবং তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করার চেয়ে বরং তারা আল্লাহর ওপর আস্থা হারিয়ে ক্রুসেডারদের নিকট অস্ত্র, সহায়তা প্রার্থনা এবং একটি নিরাপদ আকাশ সীমার জন্য ভিক্ষা করতেও দ্বিধাবোধ করেনা। ক্রুসেডার এবং তাগুতের এই সহায়তার বিনিময়ে এই জোট দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদ ও আনসারদের বিরুদ্ধে কুফফারদের সহায়তা করে। কুফফারদের ওপর এই জোটের ভরসা তাদের নুসাইরী শাসকের সাথে আপোষ করে একটি "শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর" এর নামে নতুন তাগুত সরকার প্রতিষ্ঠার দিকে ধাবিত করে।

ইবনে তাইমিয়্যাহ ؒ তারপর বলেন, "আল্লাহ ﷻ বলেছেন, {এবং যখন তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরিববাসী, এটা টিকবার মত জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চল। } [আল-আহযাবঃ -১৩]। নবী ﷺ যখন মুসলিমদের নিয়ে সিলা পর্বতে শিবির স্থাপন করেন এবং তাঁদের ও শত্রুর মাঝে পরিখা খনন করেন তখন মুনাফিকদের একটি দল বলেছিল, 'এই বিশাল শত্রু সেনাদের বিপরীতে অবস্থান নেয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়, সুতরাং চলুন আমরা মদিনায় ফিরে যাই।' এর মানে এই যে 'তোমাদের মোহাম্মাদের দ্বীনের ওপর থাকার কোন সামর্থ্যই নেই, সুতরাং তোমরা শিরকে ফিরে যাও।' এবং এও বলা হয়ে থাকে যে [যার অর্থ এই যে] 'তোমাদের তাদের সাথে যুদ্ধ করার কোন ক্ষমতা নেই সুতরাং তাদের অধীনস্থ হয়ে নিরাপত্তা লাভ কর।' এবং এভাবেই যখন শত্রুর আগমন ঘটল তখন যারা মুনাফিক ছিল তারা বলতে লাগল, 'এখানে দাওলাতুল ইসলামের শাসনের আর কোন অস্তিত্ব নেই সুতরাং তাতার-দের রাজ্যে প্রবেশ করা যথোপযুক্ত হবে।' এবং কিছু লোক বলতে শুরু করল, 'আমাদের পক্ষে আর শামে অবস্থান করা সম্ভব নয়। বরং আমরা আল-হিজাজ এবং ইয়েমেনে অথবা মিশরে চলে যাই।' এবং কিছু লোক এও বলল, 'বরং, যেভাবে ইরাকীরা তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে আমাদেরও উচিৎ একইভাবে আত্মসমর্পণ করা এবং এতেই সবার জন্য মঙ্গল নিহিত।' এ কথাগুলো এমনভাবে বলা হল ঠিক যেন পূর্বের ঘটনাগুলোরই পুনরাবৃত্তি হল। যারা মুনাফিক এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা দামেস্ক এবং বিশেষভাবে শামের লোকদের বলেছিলঃ তোমাদের এই জমিনে থাকার কোনই ক্ষমতা নেই।"

এ যুগেও বিভিন্ন মুরতাদ সাহাওয়াত ও তাদের সমমনা দলগুলো যারা একই আদর্শে বিশ্বাস করে তাদের একই ধরনের বিবৃতির পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। তারা কাফিরদের মোকাবেলায় মুজাহিদদের সামর্থ্যের ওপর সন্দেহ ছড়িয়ে দেয়, এমনকি তারা এই বলে সতর্ক করে যে, মসুলের পতন ঘটবে এবং নারীদের শহর ত্যাগের উপদেশ দেয়। অন্যান্যরা, তাদের "বাস্তবজ্ঞানের" বহর জাহির করার লক্ষ্যে এই বলে প্রচার করতে লাগল যে কুফফারদের সাথে যুদ্ধ করা এই মুহূর্তে কোন বাস্তবধর্মী চিন্তা নয় বরং মুসলিমদের উচিত ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে শারীয়াহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যকে গোপন রেখে গণতন্ত্রে অংশ নেয়া। এই বক্তব্যের সাথে মুনাফিকদের পূর্বের বক্তব্যের কোন পার্থক্য নেই যখন তারা বলেছিল যে, "তোমাদের মোহাম্মাদের দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার সামর্থ্য নেই , সুতরাং শিরকের ধর্মে প্রত্যাবর্তন কর।" এমনকি অন্যান্যরা বিশ্বাস করে যে, তাদের ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সামর্থ্য নেই, সুতরাং তারা অন্যান্য শত্রুর মোকাবেলায় এই একই ক্রুসেডারদের নিকট আশ্রয় এবং সাহায্য প্রার্থনা করে এমনকি যদি এর জন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের সাহায্য করতে হয়, তাতেও তারা দ্বিধাবোধ করেনা!

শায়খুল-ইসলাম অতঃপর বলেন যে, তারা শুধুমাত্র জিহাদ পরিত্যাগ করেই ক্ষান্ত হয় না বরং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে অন্যদেরকে নিরুৎসাহিত করে। আমাদের সময় এর ব্যাপকতা এতটাই ছড়িয়ে পড়ে যে, স্বয়ং পিতা-মাতারাই তাদের সন্তানদের মুজাহিদ হওয়া থেকে বিরত রাখতে তাদের কাফিরদের নিকট ধরিয়ে দেয় এবং যুগের পর যুগ ধরে কারাগারে আটক রাখতে সহায়তা করে। যারা আল্লাহর পথে জিহাদে বাধা দেয় তাদের সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ؒ আবারো বলেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন,{আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন কারা তোমাদেরকে বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে এসো। } [আল-আহযাবঃ ১৮}। আলেমগণ বলেন 'মুনাফিকদের মধ্য থেকে যারা [আল-আহযাব যুদ্ধ চলাকালে] পরিখা হতে ফিরে আসে এবং মদিনায় প্রবেশ করে, তাদের নিকট কেউ আসলে বলত, 'কী ভীষণ কষ্ট, তোমরা এখানেই থাক বাইরে যেওনা' এবং তারা তাদের ভাই যারা মুসলিম সেনাবাহিনীতে ছিল তাদের যুদ্ধ হতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে এ মর্মে বার্তা পাঠাত, 'মদিনায় ফিরে এসো আমরা তোমাদের জন্য

অপেক্ষা করছি’।

শায়খুল-ইসলাম মুনাফিকদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেন, যা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে {অতঃপর যখন বিপদ টলে যায় তখন তোমাদের সাথে বাকচাতুরীতে অবতীর্ণ হয়। } [আল-আহযাব: ১৯],তা হলো মুজাহিদদের প্রতি তাদেরকে নির্দয় অবমূল্যায়ন, যার মধ্যে রয়েছে তাদের অপমান করা এবং তাদের উন্মাদ অথবা বিভ্রান্ত বলে ঘোষণা করা। তিনি বলেন, “এবং সময় সময় তারা বলে, ‘তোমরা তোমাদের এই স্বল্প-সংখ্যক দুর্বল সেনাদের নিয়ে শত্রুর সাথে ধ্বংস করতে চাও? আসলে তোমাদের দ্বীন তোমাদের বিভ্রান্ত করে রেখেছে।’ যেভাবে আল্লাহ তা’আলা এরশাদ করেন, {মনে রেখ, যখন মুনাফিকরা বলতে লাগল এবং যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত, দ্বীনের প্রতি তাদের গৌরব তাদের বিভ্রান্ত করেছে। বস্তুতঃ যে কেউই আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ অতি পরাক্রমশীল, সুবিজ্ঞ} [আল-আনফালঃ ৪৯} এবং কোন কোন সময় তারা বলে, “তোমারা উন্মাদ এবং তোমাদের কোন বুদ্ধিমতা নেই। তোমরা তোমাদের এবং তোমাদের সাথে যারা আছে ধ্বংস ডেকে আনছো, তারা এ ধরণের আরো অনেক নির্দয় জঘন্য কটূক্তি করে।”

ইবনে তাইমিয়্যাহ ﵀ তখন আল্লাহ তা’আলার একটি আয়াত উদ্ধৃত করেন, {তারা মনে করে শত্রুবাহিনী চলে যায় নি। যদি শত্রুবাহিনী আবার এসে পড়ে, তবে তারা কামনা করবে যে, যদি তারা গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে তোমাদের সংবাদ জেনে নিত} [আল-আহযাবঃ ২০]। এটা তাদের মত যারা জিহাদ হতে নিজেদের দূরে রাখে এবং প্রতিনিয়ত সমসাময়িক ঘটনাসমূহের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে যাতে তারা সবার ওপরে অবস্থান করতে পারে। তারা নিজেদেরকে অনেক জ্ঞানী মনে করলেও বস্তুত তারা মুজাহিদগণের বিষয়ে সেই সব বেদুইনদের মতই অজ্ঞ যারা জিহাদের সংবাদের জন্য প্রাথমিক উৎস হিসেবে কাফিরদের হঠকারী গণমাধ্যমের ওপরই নির্ভর করে।

ইবনে তাইমিয়্যাহ ﵀ অতঃপর যারা ঈমান এবং সত্যবাদিতার দাবি করে তাদের ব্যাপারে তিনি এ আয়াত দুটি উল্লেখ করেন, {মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে [মৃত্যু বরণ করার]কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে।} [আল-আহযাবঃ ২৩} এবং {তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যবাদী} [আল-হুজুরাতঃ ১৫]। অতঃপর তিনি বলেন “তাই, তিনি (আল্লাহ) ঈমানকে মুজাহিদ মুমিনদের জন্য সীমাবদ্ধ করেছেন এবং অবগত করেছেন যে, তারাই হলেন এই বক্তব্যের ব্যাপারে সত্যবাদী যে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’”।

মুনাফিক্বদের বৈশিষ্ট্য সমূহ ইতিপূর্বে বর্ণনা করার পরও শায়খুল ইসলাম বলেন যে, তাদের শয়তানি স্বত্ত্বেও তাদের ক্ষমা পেতে পারে যদি তারা খুব বিলম্ব হওয়ার আগেই তাওবাহ করে। তিনি বলেন, “মুনাফিকদের ক্ষেত্রে দুইটি বিষয়ঃ হয় তিনি (আল্লাহ) তাদের শাস্তি দেবেন নয় তাদের তাওবাহ কবুল করবেন। এই হলো আল-খান্দাকের (যুদ্ধের) সাথে জড়িত লোকদের এবং আগ্রাসীদের পরিস্থিতি। আল্লাহ তা’আলা এই ফিতনার মাধ্যমে মানুষকে দুঃখ-দুর্দশায় পতিত করেন যাতে তিনি সত্যবাদী - যারা আল্লাহ এবং তাঁর নবী ﷺ এর দ্বীনের ওপর অবিচল থেকে ধৈর্য ধারণ করেন -তাদের পুরস্কৃত করতে পারেন। মুনাফিকদের ব্যাপারে তিনি চাইলে তাদের শাস্তি দেবেন অথবা তাদের তাওবাহ কবুল করবেন। আল্লাহ মুনাফিকদের সকল প্রকার ষড়যন্ত্র হতে মুমিনদেরকে রক্ষা করুন। আমিন।



মুমিনদের

মধ্যে কতক পুরুষ

আবু জানদাল আল-বাঙ্গালী



আবু জানদাল আল-বাঙ্গালী (আল্লাহ তাকে কবুল করুন) ছিলেন কিছুসংখ্যক মুওয়াহহিদদের মধ্যে একজন যিনি আল্লাহর অনুগ্রহে বাংলার জমিন থেকে শামের পবিত্র ভূমিতে হিজরত করেছিলেন।

আবু জানদাল ঢাকায় বড় হয়েছিলেন এবং তিনি বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত একটি বিত্তবান পরিবারের সদস্য ছিলেন। তার পিতা তাগুত বাহিনীর একজন মুরতাদ কর্মকর্তা ছিল যে "২০০৯" সালে "বাংলাদেশ" বর্ডার গার্ডের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে নিহত হয়েছিল। আবু জানদাল প্রায়ই তার পিতার ব্যাপারে বলতেন যে, "আমার বাবা তাগুতের জন্য জীবন দান করেছে কিন্তু আমি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য মৃত্যুবরণ করতে চাই।" তিনি আল্লাহর সাথে তার কৃত ওয়াদার ব্যাপারে সত্যবাদী ছিলেন এবং ইখলাসের সাথে শাহাদাহ তালাশ করেছেন, এবং আল্লাহ তার প্রতি সত্যবাদী ছিলেন এবং তাকে তাই দান করেছিলেন যা তিনি আন্তরিকভাবে কামনা করতেন। আমরা তার ব্যাপারে এমনটাই বিবেচনা করি, আর আল্লাহই তার বিচারক।

আবু জানদাল তার কৈশোরের শেষের দিকে ইসলামের প্রকৃত আহবান লাভ করেছিলেন। তিনি শায়খ আনওয়ার আল-আওলাকি ﵀ এবং অন্যান্য হকপন্থী আলেমদের বক্তব্য শোনা শুরু করেন। উপকারী জ্ঞান অর্জনের প্রতি তার ছিল গভীর আগ্রহ। তিনি প্রতিদিনই কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং আয়াতের অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। তিনি নিয়মিত আরবি ভাষা শিক্ষা করতেন এবং শায়খ ইবনে তাইমিয়্যাহ ﵀ ও শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব ﵀ এর আক্বিদাহ সংক্রান্ত বইগুলো পাঠ করতেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান ইবাদতকারী ছিলেন। তিনি নিয়মিতভাবে প্রতি রাতেই ক্বিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ সালাত) ও প্রতিদিনের সুন্নাহ সালাত আদায় করতেন এবং তার আশেপাশের অন্যান্য ভাইদেরকেও ক্বিয়াম আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তার ব্যক্তিগত ইবাদত বন্দেগীর পাশাপাশি তিনি বাংলার আঞ্চলিক মুজাহিদদের ও মুসলিম বন্দীদেরকে তার সাধ্যানুযায়ী অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করতেন। তিনি প্রাথমিক সুযোগেই সৎকাজ করতে আগ্রহী একজন যুবক ছিলেন।

শামে যখন খিলাফাহ ঘোষিত হয়, তখন আবু জানদাল বাংলার মুওয়াহহিদিনদের মধ্যে দাওলাতুল ইসলামকে সমর্থন করার ও খালিফাহ'র প্রতি বাইয়াহ প্রদানকারীদের মধ্যে প্রথম ছিলেন। তিনি তার আশেপাশের ভাইদের মধ্যে তাওহীদ ও খিলাফাহ'র আহবান পৌঁছানোর ক্ষেত্রে খুবই তৎপর ছিলেন আর যখন দাওলাতুল ইসলামের মিডিয়াতে জোড়ালোভাবে হিজরতের জন্য আহবান জানানো হয়, তখন আবু জানদাল তার বন্ধুদের সাথে বা অন্যান্য মিডিয়ায় শুধুমাত্র কথাবার্তার ভেতর সন্তুষ্ট ছিলেন না, বরং প্রকৃতপক্ষে তিনি আল্লাহর পথে চলার এবং দাওলাতুল ইসলামে হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন।

আবু জানদাল হিজরতের পথে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। তিনি হিজরতের ক্ষেত্রে কৌশল হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে একটি প্রকৌশলী সম্মেলনে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করেন। মধ্যপ্রাচ্যের সম্মেলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে সফরকে নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য তার কলেজ থেকে একটি সুপারিশনামার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সমস্যা হল তিনি ইতোমধ্যে পাপ-পূর্ণ পরিবেশের জন্য ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এছাড়াও, একজন স্বল্পবয়সী বেকার ছাত্র হিসেবে তার বিমানভাড়া ও সম্মেলন খরচ প্রদানের সামর্থ্য ছিলো না। এরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও আল্লাহর ওয়াদার প্রতি তার ভরসা ছিল, যিনি বলেছেন "আর যে কেউই আল্লাহকে ভয় করে - তিনি তার জন্য পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিজিক দান করবেন। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে - আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট" [আত-তালাক্ব: ২-৩]। এবং আল্লাহ এমন এক জায়গা থেকে তার সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন যা তিনি চিন্তাও করেননি। আবু জানদাল আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তার কলেজের সুপারিশনামা জাল করেন, এবং আল্লাহ এভাবেই মুরতাদদের চোখ অন্ধ করে দেন, যারা সুপারিশনামার সিল ও স্বাক্ষরে জালিয়াতির পরিষ্কার চিহ্ন বুঝতেই পারে

নি। তিনি একইরকম চাতুরতার আশ্রয় নিয়ে ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় টাকাও জোগাড় করতে সমর্থ হন। এবং এভাবেই আল্লাহর করুণায় আবু জানদাল শামে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হতে সমর্থ হন। তিনি আল্লাহর দিকে হাঁটতে শুরু করেন এবং আল্লাহ তার দিকে দৌড়িয়ে আসেন - যেমন আশ্বাস তিনি মুমিনদেরকে দিয়েছেন।

যখন আবু জানদাল মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগের এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণ না করার খবর ছড়িয়ে পরে, তখন বাংলাদেশী সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের (ডিজিএফআই) সংশ্লিষ্ট তার মুরতাদ মামা তাকে শামে প্রবেশ রোধ করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। তার মামা ও ডিজিএফআইয়ের চেষ্টা সত্ত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহে আবু জানদাল সহজেই শামের ভূমিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হন - ঠিক যেমনটি রাসূল ﷺ তাঁর যুবক সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে ؓ বলেছিলেন, "যদি সারা দুনিয়াও তোমার কোনো ব্যাপারে উপকার করার জন্য জড়ো হয়, আল্লাহ যা তোমার জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন তার চেয়ে বেশি উপকার তারা করতে পারবে না। অন্যদিকে তোমার ক্ষতি করার জন্য যতি সারা দুনিয়াও জড়ো হয়, আল্লাহ যা তোমার বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন তার চেয়ে বেশি ক্ষতি তারা করতে পারবেনা।" [আত-তিরমিযিতে বর্ণিত]

শামের ভূমিতে প্রবেশ করে তার হৃদয় আনন্দে ভরপুর থাকতো এবং তিনি ছিলেন শামে সর্বকনিষ্ঠ বাঙ্গালী মুহাজির। প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদানের সাথে সাথেই তিনি প্রশিক্ষককে জানান যে তিনি ইসতিশহাদি অভিযান চালাতে চান এবং তালিকায় তার নাম লিপিবদ্ধ করান। তিনি সবসময় উৎফুল্ল ও হাস্যোজ্জল থাকতেন। যখন তিনি ইসতিশহাদি অভিযানের জন্য তার পালা আসার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন, তিনি একটি ব্যাটালিয়নে যোগদান করেন এবং 'আইন আল ইসলামে রিবাতের জন্য অবস্থান করেন। রিবাত ও যুদ্ধ সত্ত্বেও তাঁর মন সবসময়ই তার মাতৃভূমিতে বসবাসরত তার ভাইদের জন্য ও সেখানে জিহাদের অগ্রগতির ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকতো। তার স্বপ্ন ছিলো বাংলা একসময় দাওলাতুল ইসলামের যুদ্ধক্ষেত্রে এবং মুরতাদদের জন্য কবরস্থানে পরিণত হবে। যখনই তিনি রিবাতের স্থান থেকে শহরে আসতেন তিনি ভাইদেরকে বাংলার ভূমিতে জিহাদের অগ্রগতির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেন।

তিনি এখানে ভাইদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নাসীহা দিতেন এবং একটি অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ সত্ত্বেও তিনি শহরের চাকচিক্যময় জীবন থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন এবং জিহাদের কায়ক্লেশকেই বেশি পছন্দ করতেন। আইন আল 'ঈসাতে একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণের পূর্বে তিনি এক ভাইকে জানান যে তিনি শহরে থাকতে চান না বরং উলাইয়াত দামেস্কের পাহাড় এলাকায় যাওয়ার চেষ্টা করছেন। সে সময় রমজান নিকটবর্তী হচ্ছিল এবং তার হৃদয়ও শাহাদাতের প্রতি ঝুঁকছিল। তিনি তার কাছের ভাইদেরকে তার শাহাদাতের ইচ্ছার কথা জানান এবং আল্লাহর কাছে রমজান মাসে শহীদ হওয়ার জন্য দো'আ করেন। অতঃপর তিনি আইন আল 'ঈসাতে একজন ইনিগ্মিাসি হিসেবে যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হন। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ২৩ মিলিমিটার অটোক্যানন দ্বারা গুলিবিদ্ধ হন। স্বাস্থ্যকর্মীর দল তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করে এবং তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করার চেষ্টা করে কিন্তু অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক তার সাথের ভাইদেরকে জানান যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় তিনি কালিমা শাহাদাত উচ্চারণ করেন।

আবু জানদাল ইনিগ্মিাসি অভিযানে যাওয়ার পূর্বে তার মুসলিম ভাইদের উদ্দেশ্যে এই চিঠিটি লিখে যানঃ

"পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত বিশ্ব জগতের মালিক, একমাত্র ইবাদতের যোগ্য, একমাত্র যার আইনই সারা বিশ্বে টিকে থাকবে, একমাত্র যার ওপরই মুমিনদের বিশ্বাস ও ভরসা করা উচিত। অতঃপর।"

"দাওলাতুল ইসলামের পবিত্র ভূমিতে অবস্থানরত আপনাদের এই প্রিয় ভাইয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি এটা আমার একটি আন্তরিক বার্তা। নিশ্চয়ই আল্লাহর আইন এবং মুমিনদের আত্মত্যাগই একটি ভূমিকে বরকতপূর্ণ করে তোলে। হে আমার আল্লাহর পথের ভাইয়েরা, চার পাঁচ মাস আগে আমিও আপনাদের মত একই অবস্থানে ছিলাম। আমার চারপাশের ফিতনাহ এড়ানোর ব্যাপারে আমার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। আমি জানতাম না কিভাবে আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে পারি। আমি ভেবেছিলাম আমার পরিবার ও বন্ধুরা সবাই আমাকে পরিত্যাগ করবে। আমি আপনাদেরই মত একই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছিলাম। কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহর ওয়াদা, বিশেষ করে প্রবাহমান নদীবিশিষ্ট জান্নাতের ওয়াদাই আমাকে সম্মুখপানে ধাবিত করে। এবং ইনশাআল্লাহ, এটাই যথেষ্ট ছিল।"

"নিচের উপদেশগুলো আমি অনুসরণ করার চেষ্টা করতাম, আমি আশা করব আপনারাও অনুরূপ অনুসরণ করার চেষ্টা করবেন। জেনে রাখুন, আপনাদের এই আন্তরিক উপদেশগুলো প্রদান করা আমার ঈমানী দায়িত্ব। অন্যথায়, আপনাদের উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে আমি নিতান্তই ছোট এবং অত্যন্ত গোনাহগার।"

- "কিয়াম আল-লাইল। হে আমার ভাই, এটা সাহাবাদের জন্য ছিল সমাধানস্বরূপ, ভাইদের জন্যও সমাধানস্বরূপ এবং আপনাদের জন্যও এমনটাই হবে, ইনশা আল্লাহ। ফজরের ১৫ মিনিট আগে উঠার চেষ্টা করবেন এবং দুই রাকাত কিয়াম আল-লাইল আদায় করার চেষ্টা করবেন। যখন আপনি অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন তখন ১৫ মিনিট করে বাড়াতে থাকবেন। এটা কি খুব কঠিন?
- "কোরআনকে আপনার শ্রেষ্ঠ সাথী বানানোর চেষ্টা করুন। তেলাওয়াত করুন, শুনুন, মুখস্থ করুন, এর সাথে অনেক সময় কাটানোর চেষ্টা করুন, প্রয়োগ করুন। ভাইদের সাথে গল্পগুজবের থেকে এটা উত্তম।"
- "নিয়মিতভাবে ঘরেই শরীর চর্চার চেষ্টা করুন। এই অংশটা পরিহার করবেন না।"

প্রকৃতপক্ষে, আবু জানদাল সেইসব ভাইদের মধ্যে অন্যতম যারা শুধুমাত্র খিলাফাহ'র ভূমিতে পৌঁছানো ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের মধ্যেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তার চিঠি থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে, জিহাদ তথা আত্মত্যাগ ও ইবাদতের সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ সত্ত্বেও তিনি প্রতিনিয়তই আত্মউন্নয়ন ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জোরদার করায় নিমগ্ন ছিলেন। আল্লাহ তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন এবং তার কথা ও কাজের দ্বারা আরও অনেককে অনুপ্রাণিত করুন।

কলঙ্কের রক্ত

জন ক্যান্টলি



"আমার পূর্বের কারাসঙ্গীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের বিলম্বিত প্রতিক্রিয়ায়, আমেরিকা জিম্মিদের মুক্তিপণের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের নীতি পরিবর্তন করেছে। এটা পরিষ্কার যে সহিংসতাই হচ্ছে একমাত্র বার্তা যাতে তারা সাড়া দিবে"।

এটা সত্য যে আন্তর্জাতিক জিম্মি সংকট নিয়ে আমার অবস্থানগত একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যেটা অন্য কারো নেই এবং সেটা ২০১৪ সালের বিশ্ব মিডিয়ার সামনের পাতাগুলোয় ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এটা এমন কিছুই না যা নিয়ে আমি বিশেষভাবে গর্বিত, কিন্তু শেষ ইউরোপিয়ান বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর জীবিতদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে ভালো জানি কি হয়েছিলো। তখন কি হয়েছিলো সে ব্যাপারে আমি বেশি চিন্তা করি না বা বেশি কথাও বলি না। আমি শারীরিক ও মানসিক উভয়ভাবে অগ্রসর হয়েছি এবং চেষ্টা করেছি ব্যাপারটিকে আমার পিছনে ফেলে রাখতে। এছাড়া আমরা অতীতে চিরদিন বাঁচতে পারিনি। কিন্তু এটা ছিলো ধারাবাহিক ঘটনা যা চিরদিনের জন্য আমার পূর্বের কারাসঙ্গীদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে থাকবে, যা সহজেই এড়িয়ে যাওয়া যেত এবং এতে জড়িত সরকারদের লজ্জাকর স্তম্ভের সদৃশ এটি বর্তমান থাকবে। কোনকিছুই আদৌ পরিবর্তন হবে না যেভাবে আমেরিকা ও ব্রিটেন তাদের লোকজনকে নিরাশাজনকভাবে মরতে রেখে দিয়েছে পক্ষান্তরে অন্যান্য প্রত্যেক দেশ তাদের নাগরিকদের দেশে ফিরে পেয়েছে।

পশ্চিমে এই বিপর্যয়ে স্পষ্টভাবে ভয়ানক বিভাজন সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ গত বছরের ঘোষণায় আমেরিকা জিম্মি আলোচনা নিয়ে তার নীতিমালা পরিবর্তন করেছিল যা এক বিস্ময়ের সূচনা করে। হঠাৎ করেই মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার দিয়ে মুক্তিপণের ব্যাপারে আলোচনা পরিবারদের জন্য অনুমোদিত হয়েছিল যেখানে এক বছরেরও কম সময়ের পূর্বে যারা এটি করতে চেষ্টা করেছে- এবং ডায়ান ফলি ও আরও অনেকে অবশ্যই চেষ্টা করেছিল - জাতীয় নিরাপত্তা এজেন্টরা তাদের বিরুদ্ধে মামলা করবে এ রকম হুমকি দিয়েছিল। একই বিষয় নিয়ে ব্রিটেনের অবস্থান নিয়ে আমি কোন কথা শুনিনি কিন্তু যখন তারা বিনীতভাবে সেটাই করে যা আমেরিকা করে থাকে রাস্তার অল্প কিছু দূরে তারপর এটা খুবই সম্ভব যে তারাও এখন তাদের অবস্থান পরিবর্তন করবে।

এটা কিছুটা অদ্ভুত যে এইসকল বিষয় নিয়ে দেড় বছরেরও বেশি সময় পরে পুনঃপরিদর্শন করা হচ্ছে কিন্তু এটা ভেবে

দেখা গুরুত্বপূর্ণ যে ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে আধুনিক যুগের মধ্যে সবচেয়ে নৃশংস ও জঘন্যভাবে পরিচালিত হয় জিম্মি সংকটগুলো। এটা শুধু আমারই পর্যবেক্ষণ ছিল না বরং ব্যাপারটি নিয়ে সাংবাদিকদের একটি দৃষ্টিভঙ্গি বা মতামত সম্প্রচারিত হয় যা পরবর্তীতে অন্যান্য মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছিল।

আলাপ-আলোচনাহীন সন্ধি বিমুখতার নির্বোধতা স্পষ্ট হয়েছিল সে সময়ে যখন আমার কারাসঙ্গীদের একের পর এক শিরচ্ছেদ করা হচ্ছিল। ইতোমধ্যে বেশিরভাগ দেশ আলোচনা করা বেছে নিয়েছিল খোলাখুলিভাবে বা গোপনে (এবং ব্যাপারটি নিয়ে প্রত্যেকে গোপনীয়তাকেই বেছে নিয়েছিল), এ রকম পরিস্থিতিতে সন্ধি বিমুখ হওয়া ও কথা বলতে রাজি না হওয়া, আপনারা এই সকল কিছু করেছেন আপনাদের বন্দী নাগরিকদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে। এর চেয়ে বেশি কিছুই না। আপনারা এটা প্রতিহত করতে বড় কোন রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিচ্ছেন না কারণ পুরো ব্যাপারটিই অদৃশ্য এবং তা মিডিয়াতেও প্রচারণা নেই, আপনারা বিশ্বকে এটা দেখাচ্ছেন না যে এই সকল কারণে আপনারা কত বড় একগুঁয়ে, কার্যত আপনারা বৈশ্বিকভাবে জিম্মি হস্তান্তরের ব্যাপারে কোন পরিবর্তন সাধন করেন নি। বন্দিকারীরা যখন আপনাকে বন্দী করবে তারা আপনার পাসপোর্ট নিরীক্ষা করবে না এবং বলবে না, "ওহ দেখ, সে ব্রিটিশ, আমাদের তাকে ছেড়ে দেওয়াই ভাল হবে এবং তার বদলে সকল ফ্রেঞ্চকে রেখে দিই।" এটা এমনভাবে চলে না। আপনারা সকলেই শুধু নাগরিকদের দোষারোপ করেছেন যারা সেখানে কয়েক মিলিয়ন ডলারের জন্য যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিতে আছে - সত্যি কথা বলতে - যা আজকের পৃথিবী থেকে খুব বেশি দূরে নয়। দাওলাতুল ইসলাম প্রতিদিন তেল উত্তোলন করে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আয় করছে সুতরাং তাদের মুক্তিপণের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের প্রয়োজন পড়ে না এবং কোন সময়ের জন্যেও দরকার পড়েনি। আমি তাদের পক্ষে বলছি তা দাবি করিনি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এটা বলা যুক্তিসঙ্গত যে মুজাহিদিনরা মুক্তিপণ নিয়ে থাকেন শুধু আল-কুরআনের একটা নির্দেশ পালনের জন্য।{ যখন তোমরা কুফফারদের সাথে মোকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে মারো, পরিশেষে যখন তোমরা তাদের পরাজিত করবে তখন মজবুত করে বাঁধবে, এরপরে হয় সদয়ভাবে মুক্তিদান না হয় মুক্তিপণ গ্রহণ - যতক্ষণ না যুদ্ধ তার অস্ত্রভার নামিয়ে দেয়} [মোহাম্মাদঃ ৪]।

এর ব্যাপারে কোন ভুল করেন না, মুজাহিদিনরা কুরআনকে অনুসরণ করেন অক্ষরে-অক্ষরে, তারা যা বলেন তাই করেন এবং যা করেন তাই বলেন। তারা কোন খেলা খেলেন না, বিষয়টি এমন নয় যে ইউরোপিয়ানদের দেশ হেরে গেল যাদের নাগরিকরা কারাবন্দী ছিল বলে। অন্যদিকে আমেরিকা অতি তৎপরভাবে আকস্মিক বিপর্যয়কে অগ্রাহ্য করল যেটা তাদের দিকে ছুটে আসছে এবং আজ তারা দাওলাতুল ইসলামের ওপরে যেকোন দিনের চেয়ে বেশি বোমা নিক্ষেপ করে আমেরিকা যে পরিমাণ ব্যয় করছে তার চেয়ে অনেক কম মুক্তিপণ দিয়ে তারা সহজেই ২৬ বছর বয়সী কায়লা মুলারকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারতো। ইউএসের নীতিকে ধন্যবাদ জানাতে হয়, তার পরিবারের সকলেই প্রমাণ পেয়েছে যে সে আর-রাক্কায় আমেরিকার জোটের বোমা হামলায় নিহত হয় এবং এর পরিবর্তে তাদের প্রেসকটের জিলা শহর অ্যারিজোনাতে মোমবাতির আলো দিয়ে রাত্রি জাগরণ হয়।

সুতরাং এর কিছু মাস পরেই আমি উৎসাহের সাথে ২৭ মিনিটের একটা প্রামাণ্যচিত্র দেখি "দ্যা কস্ট অফ লিভিং" (জীবন-যাপনের ব্যয়) শিরোনামে যা গত জুনে এ বি সি অস্ট্রেলিয়া সম্প্রচার করেছিল। সেই অনুষ্ঠানের উপস্থাপক, জোনাথান হোমস, আমার পূর্বের একজন কারাসঙ্গী, ফ্রেঞ্চম্যান নিকোলাস হেনিনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। নিক একজন আজব প্রকৃতির জীব ছিল কিন্তু আমি বেশ উপভোগ করেছি তার সঙ্গকে কারণ সে খুব শান্ত ছিল এবং সম্পূর্ণ অদ্ভুত আলাপ করত। নিকি মতবাদের মধ্যে আমার একটি প্রিয় ব্যাপার ছিল যখন সে গার্ডের কাছ থেকে রুটি টয়লেটে ফেলার দরুন একটি ভালো মানের ধুলাই খেলো তখন সে বড়-গলায় তার কক্ষের সবার সামনে ঘোষণা করে যে, "আমি এই মাত্র একটা ধুলাই খেলাম!", যারা কিছুক্ষণ আগেই আমাদের সকলের সামনে দুই-একটা মার খাওয়ার আগে দরজার সামনে দিয়ে গড়িয়ে যেতে দেখেছে এবং আহ, কি আনন্দের দিন ছিল সেগুলো। ফ্রেঞ্চের চারজন যখন বাড়ি ফিরল তারা জনগণের সামনে দেখা দিল যুদ্ধফেরত বীরদের মত। নিক, অন্য সকল ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, জার্মান এবং ড্যানিশ কারা-বন্দীদের মত বাড়ি ফেরত গিয়েছিলেন কারণ তার সরকার তাদের পকেট থেকে বন্দী বিনিময়ের জন্য খরচ করেছে

নিকোলাস হেনিন





এবং (সরাসরি না দিয়ে) একজন "দালালের" মাধ্যমে তা পরিশোধ করেছে। যিনি সাধারণভাবে একজন সম্পদশালী ব্যবসায়ী যিনি অর্থনৈতিক "বাফার" হিসেবে কাজ করেছেন সুতরাং সেখানে সরকারের বাস্তবিক কোন সংযোগ নেই এবং এই প্রশ্নে তারা বলতে পারে -কোন মিথ্যা কথা নয় - যে জিম্মি গ্রহণের দরুন তারা কোন অর্থ পরিশোধ করে নি। আমার কোন ধারণা নেই অর্থ প্রদানের ব্যাপারে যে এই দিনগুলোতে এটা বৈদ্যুতিকভাবে (অনলাইন পেমেন্ট) হয়েছে অথবা এটা ৫০ ডলারের নোটের গাঁট বেধে তা আদিদাসের পুরাতন কিট ব্যাগে করে হয়েছে, কিন্তু এটা কোন ব্যাপার নয়।

বন্দীরা বাড়ি ফিরে যাওয়া এবং তাদের প্রিয়জনদের সাথে মিলিত হওয়ার প্রচুর ছবি আর নিউজ ক্লিপ বের হয়। সেখানে কান্নাকাটি, আলিঙ্গন, হাসি এবং আপনি যদি ফ্রেঞ্চ হন তাহলে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে আপনার গালে এক কৃত্রিম চুমা পাবেন। মিডিয়া এটাকে খুব ভালবাসে, জনগণ তাদের দেশকে নিয়ে আনন্দ অনুভূতি প্রকাশ করে, সাবেক-কারাবন্দীরা জীবিত থাকতে পেরে খুব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং প্রত্যেকেই তাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ক্ষোভ প্রকাশ করে "কুৎসিত জিম্মিকারী" যারা প্রথমত এরকম "জঘন্য কাজ" করেছে। সরকার বাজারজাত কোম্পানিদেরকে যেমন "সাচি এন্ড সাচি" কে কয়েক মিলিয়ন ডলার দিয়ে দেয় এরকম সুন্দর প্রচারণার জন্য।

এখন সেটাকে জনগণের দীর্ঘ ক্ষোভ ও তিক্ততার সাথে তুলনা করুন যা নির্গত হয়েছিল সেই দৃশ্যের ভিতর দিয়ে যখন জেমস ফলীকে ২০১৪ সালের ১৮ই আগস্ট প্রাণবধ করা হয়েছিল। তাকে হত্যা করার কিছুক্ষণ পূর্বে সে নীরবে বলেছিল যে, "বেশ, থেংক্স গিবিং ডে-তে বন্দী হওয়া, হত্যা করা হল আমার মায়ের জন্মদিনে।" আমরা সকলেই আমাদের মাথা ন্যাড়া করেছিলাম খুব সকালে এবং এটা পরিষ্কার যে কিছু একটা হতে যাচ্ছে। জেমস বলল, "এটা শুধুই একটা ভিডিও, আমাদের সকলের জন্য ভাল"। আমি প্রতিউত্তরে বললাম "না"। "এটা শুধুই একটা ভিডিও নয়"।

আমেরিকার ৯৪% লোক ফলীর মৃত্যু সম্পর্কে শুনেছিল। এটা বছরের প্রধান খবর হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছিল তার হত্যার ছবিগুলো ও তারপর অন্যান্যদেরও হত্যার খবর বিশ্বের চারিদিকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কেউ এটার মত কখনো দেখেনি, নিশ্চিতভাবে এত অধিক পরিমাণে নয় এবং এটা বিশ্বের প্রত্যেক খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ও টিভিতে শিরোনাম হয়েছিল। শুরুতে এই ক্ষোভ দেখানো হয়েছিল মুজাহিদিনদের দিকে যারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন, কিন্তু খুব শীঘ্রই এটা স্পষ্ট হয় যে সরকারের এটার সাথে জড়িত থেকে অনেক কিছু করার ছিল যার মাধ্যমে অনেক লোকজনকে বের করে আনা যেত এবং সকলের দৃষ্টি তাদের দিকে যায়। মৃত্যুগুলো হচ্ছে কর্মের ফলাফল - অথবা অবশ্যই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার ফল - আমেরিকা ও ব্রিটিশ রাজনৈতিকদের জন্য।

অনুষ্ঠানের জন্য যখন নিউ ইয়র্ক টাইমস এর সাংবাদিক রুকমিনি কাল্লিমাচির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তিনি বলেন, "ফ্রেঞ্চ ও স্প্যানিশ সরকারের মধ্যে সেখানে একটা বিশাল পার্থক্য হয়েছিল যেভাবে তারা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল।" যেখানে আমেরিকানরা গড়িমসি দেখিয়ে মিসেস ফলিকে বলেছিল, "আমরা পরিশোধ করবো না, সে যে বেচে আছে তার আরও প্রমাণ নিয়ে আসো, ইত্যাদি।' যেখানে অন্যরা আলোচনা করতে যান ও বলেন, 'ঠিক আছে, ১০০ মিলিয়ন, ৫০ মিলিয়ন, প্রশ্নই আসে না। আসুন আরও যুক্তিসঙ্গতভাবে কথা বলি'।

আমি কতিপয় ইমেইল দেখেছি যা সে সময়ে দাওলাতুল ইসলামের আলোচনাকারী ও আমেরিকান কিছু পরিবারের মধ্যে হয়েছিল। সময় বৃদ্ধির জন্য মায়েদের কাকুতি-মিনতি ও মরিয়া হয়ে অনুরোধ করা, কারণ তারা এককভাবে চেষ্টা করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের কারাগার "ব্ল্যাক সাইটে" থাকা বন্দীদের বিনিময়ে তাদের সন্তানদের ফিরিয়ে দিতে। বার্তাগুলো পড়া খুবই কষ্টের ছিলো, যাতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে তাদের সরকার তাদের জন্য কত অল্প ভূমিকা পালন করেছে, এমনকি সময় যখন দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছিলো তখন পর্যন্ত সরকার তাদের সাথে আলোচনাও করে নি। ঠিক তাকে হত্যার কিছুদিন আগে, স্টিভেন শটলফের মা অক্লান্তভাবে, অসম্ভাব্যভাবে, ওবামার সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করেন ডঃ আফিয়া সিদ্দিকিকে মুক্তির বিনিময়ে স্টিভেনকে ফিরে পেতে। এক মা আর তার বিপরিতে সমগ্র সরকার। অবশ্যই, তিনিই হারলেন।

ফলী যে মিডিয়াতে কাজ করতেন সেই 'গ্লোবাল পোস্ট' এর প্রধান ফিলিপ বালবনি একটি অনুষ্ঠানে বলেন, "এফ বি আই এর কাছে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল, তাদের বৈমানিক নজরদারি ছিল, সিরিয়াতে নিশ্চিতভাবে মাঠ পর্যায়ে তাদের লোকবল ছিল।" "সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় অনেক তথ্যই তাদের কাছে আছে। কিছুই না, জিমের জীবিত থাকার সম্পূর্ণ সময়ব্যাপী, আমাদের কাছে কোন একটা তথ্য আসেনি। কিন্তু বন্দীদের পরিবার সমূহের সাথে একটি কনফারেন্স কল চলাকালে ডায়ানা ও জন ফলীকে যে বিষয়টি ক্রোধান্বিত করে তুলে তা হলো জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের এক সদস্য কর্তৃক একটি হুমকি"। হুমকি ছিল খুব সাধারণঃ আপনারা যদি আপনাদের সন্তানদের জীবন বাঁচাতে মুক্তিপণ প্রদান করেন তাহলে আপনারা সন্ত্রাসবাদকে অর্থায়নের জন্য আইনভঙ্গের অভিযোগের সম্মুখীন হবেন।

আমেরিকা ও ব্রিটিশের জিম্মি নীতির নিদারুণ অপর্যাপ্ততা নিরীক্ষা করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে



অন্যান্যদের জিম্মি নীতির সাথে এর তুলনা করা, যেমন, ফ্রেঞ্চদের নীতি, গত আঠারো মাসে যা ঘটেছিল সেগুলো নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে চিন্তা করে দেখা উচিৎ যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের "একগুঁয়ে" নীতি পরিস্থিতির কোন উন্নতি করেছে কি; যখন অন্যরা আলাপ-আলোচনা করেছে তখন নিজেরা আলাপ-আলোচনা না করে তা কি দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের কোন রাজনৈতিক বা সামরিক অবস্থার উন্নতি করতে পেরেছে। আসুন বাস্তবে কি ঘটছে তার দিকে চোখ বুলাই।

উদাহরণস্বরূপ, মুক্তিপণ পরিশোধ না করে, এমনকি আমার পূর্বের পাঁচজন কারাসঙ্গীর জীবনের বদলে দাওলাতুল ইসলামের একজন বন্দী বিনিময়ের আলোচনা করতে পরিবারগুলোকে চেষ্টা করতে অস্বীকৃতি জানানো, ওবামা এবং ক্যামেরুনের ওইসকল সিদ্ধান্ত কি দাওলাতুল ইসলামের সীমানা পূর্বে ও পশ্চিমে বৃদ্ধি হতে কোন বাধা দিতে পেরেছে? না। ওবামা এবং ক্যামেরুনের ওইসকল সিদ্ধান্ত কি সিনাই উপদ্বীপ, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইয়েমেন, নাইজেরিয়া এবং লিবিয়া থেকে খিলাফাহ'র প্রতি বাইয়াহ দিয়ে ইসলামিক দলগুলোকে সম্পর্কযুক্ত হতে, তদুপরি সেখানে আধুনিক যুগে অভূতপূর্ব বিশাল শারীয়াহ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাকে কি বন্ধ করতে পেরেছে? ভীরু ইরাকি সেনাদেরকে পিছু হটানো ও আনবার প্রদেশের অধিকাংশ এলাকা দাওলাতুল ইসলামের দখল করা হতে কি এটা থামাতে পেরেছে যেখানে শিয়ারা তাদের অস্ত্র ছেড়ে দিয়েছিল এবং পালিয়েছিল? না। তা কি আমেরিকার বিমান হামলার জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করা ও একটি দেশে এই পর্যন্ত হাজার হাজার উপদেষ্টা সেনাদল মোতায়েন করাকে বন্ধ করেছে, যারা ২০১১ সালে যারা প্রস্থান করেছিল? এবং এটা কি মুজাহিদিনদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পেরেছে যা ২০১৫ সালে টেক্সাস, নিউ ইয়র্ক, তিউনিসিয়া এবং ক্যালিফোর্নিয়াতে বিপুল সংখ্যক আমেরিকান ও ব্রিটিশকে হতাহত করে? অবশ্যই না।

ফ্রান্স তাদের সকল কারাবন্দীদের দেশে ফিরে পেয়েছে এবং ফ্রেঞ্চের ভূমিতেই আক্রমণের স্বীকার হতে শুরু করেছে, সুতরাং প্রমাণাদি চুলোয় যাচ্ছে। মুজাহিদিনদের সাথে কোন আলাপ-আলোচনা করতে না চাওয়া, যাই হোক এটা আমেরিকা ও ব্রিটিশ এর কোন কারণ ছাড়াই ঔদ্ধত্য ও অর্থহীন বিরুদ্ধাচরণ যার ফলে তাদের ছয় নাগরিককে জবাই করে হত্যা করা হয়। আমার একটি সাক্ষাৎকারের কথা মনে হয় যা ডেভিড ক্যামেরুন স্কাই নিউজে আগস্ট ২০১৪ সালে দিয়েছিলেন যেটা ব্রিটন ডেভিড হ্যাইনসের আসন্ন সময়সীমার ব্যাপারে হয়েছিল। তিনি জানতেন, ১০০% জানতেন, যে অন্যান্যদের মত ডেভিডকে শিরচ্ছেদ করা হবে তারপরেও ক্যামেরুন নিরুত্তাপ ও গর্বিত ছিলেন। তিনি বললেন, "আমরা মুক্তিপণ দেই না।"। তিনি বলেন, "এই কঠিন মুহূর্তে আমাদের ভাবনা তার পরিবারের সাথেই আছে এবং যতদূর সম্ভব আমরা আমাদের সকল প্রকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি [আসলে সেটা কিছুই না]। যেসকল দেশগুলো তাদের লোকজনকে দেশে ফিরে পেয়েছেন তিনি তাদের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, "কিন্তু কোন দেশ এরকম করলে সেটা শুধু সন্ত্রাসবাদকে অর্থ সহায়তা করা হবে"।

এবং এমনকি বিষয়টা হল যে আমেরিকান ও ব্রিটিশ উভয়েই তারা কোন সমস্যা ছাড়াই কারাবন্দীদেরকে ফিরিয়ে নিতে পারত এবং দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ যথাযথভাবে একই গতিতেই চলতে থাকত আজকে যেমনভাবে চলছে। গত দেড় বছরের ঘটনা প্রবাহ এই বিবৃতিকে সত্য হিসেবে প্রমাণ করে।

ফিলিপ ব্যালবনি বলেন, "আমাদের চার আমেরিকান যুবক প্রাণ হারালো এবং সকল ইউরোপিয়ান জিম্মিরা জীবিত থাকল। তারা সকলেই তাদের পরিবারসহ ফিরে আসল"। "সেটা বিশাল পার্থক্য। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সরকারকে পরিণতির কথা ভাবা প্রয়োজন এবং সেটা শুধু সাধারণ কোন নীতি নয় যেটাতে তারা বহাল আছে ও যেটা নিয়ে গর্ববোধ করে থাকে। এর ফলাফল ভাল নয় এবং এটার উন্নয়ন করা দরকার।"

তথাকথিত "প্রচারণা" ভিডিও গুলো করার পর যেগুলো আমি ২০১৪ সালে দাওলাতুল ইসলামের জন্য করেছিলাম, সেখানে কিছু সন্তোষমূলক ব্যাপার ছিল যে কারাবন্দীদের নিয়ে আলাপ-আলোচনার ব্যাপারে আমেরিকা তাদের ঔদ্ধত্যমূলক ও চিন্তাহীন নীতি পরিবর্তন করেছে। যদি এখন মুক্তিপণ পরিশোধের ব্যাপারে আলোচনা করা এবং সেখান থেকে উত্তোলন করা পরিবারের জন্য অনুমোদিত হয়, হতে পারে সরকার সত্যিই তাদেরকে অর্থ পরিশোধ করে সাহায্য করবে, অবশ্যই গোপনীয়ভাবে এবং সবকিছু চুপিসারে। তাহলে ক্যাসিগ, সটলফ ও ফলী পরিবারের এবং তাদের সমর্থকদের সকল শ্রম আজ বৃথা গেছে কিন্তু হতে পারে আমার নিষ্ঠুর কথাগুলো সামান্য কোন ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল।

পিটার ক্যাসিগ অত সহজেই কারাবন্দী থাকা মেনে নিতে পারছিলেন না, কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে তার সময় এসে গেছে তখন তিনি খুব নীরব ও চিন্তাশীল হয়ে গিয়েছিলেন। তার মারা যাওয়ার কিছু দিন পূর্বে, সে বলেছিল, " হতে পারে আমি মারা যাওয়ার পর কোনভাবে এর ভাল কিছু আসবে"।

তার মৃত্যু এবং আরও অনেকের মৃত্যু আমেরিকার জন্য গ্লানি বয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু প্রথমেই তাদের রক্তপাত ঘটানো খুব সহজেই এড়ানো যেত।



শত্রুর মুখে

গত “২৯শে জানুয়ারি ২০১৬” বিভক্ত জাতিসংঘের তাগুত বান কি-মুন পূনর্জাগরিত খিলাফাহ’র ওপর একটি সুদীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তার প্রতিবেদনে সে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তুলে ধরেঃ

“বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি দাওলাতুল ইসলামের হুমকির যে গভীরতা পরিলক্ষিত ও প্রতিফলিত হয়েছে সে বিষয়ে একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন হিসেবে এই প্রতিবেদনটি পেশ করা হলো...।”

“দুই বছরেরও কম সময়ে আই.এস.আই.এল ইরাক ও সিরিয়ায় আরব প্রজাতন্ত্রের বিশাল ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছে যেখানে তারা বাস্তবধর্মী, আপাতদৃষ্টিতে আমলাতান্ত্রিক রাজস্ব আদায়ের উপযোগী একটি কাঠামোতে রূপান্তর করেছে যা কিনা শুধুমাত্র একটি একক রাজস্ব প্রবাহ দ্বারা তাদের সকল ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য যথেষ্টরূপে নমনীয় ও বিচিত্র একটি কাঠামো ব্যবস্থা।......তারা তাদের অর্থনৈতিক সম্পদকে তাদের চলমান সামরিক অভিযান, প্রশাসন পরিচালনা এবং তাদের সংঘাতকে ইরাক ও সিরিয়ায় আরব প্রজাতন্ত্রের বাহিরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ব্যাবহার করছে আর তারা তাদের ক্রমবর্ধমান সদস্য সংখ্যার দ্বারা বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নিশ্চিত করার জন্য খুবই উপযোগী ও বাস্তবধর্মী একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করেছে।”

“আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আই.এস.আই.এলকে সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রতিহত করার সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, দাওলাতুল ইসলাম ইরাক ও সিরিয়ার আরব প্রজাতন্ত্রে তার অবস্থান জোরদার করতে সক্ষম হয়েছে। এর পাশাপাশি অন্যান্য অঞ্চলগুলোতেও সে তার অভিযানসমূহ



পরিচালনার সুযোগ বিস্তৃত করছে। ২০১৫ সালের শেষের মাসগুলোতে পরিচালিত সন্ত্রাসী হামলাসমূহ প্রমাণ করে যে দাওলাতুল ইসলাম তার নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখণ্ডের বাহিরেও আক্রমণ করতে সক্ষম। এর আক্রমণ ক্ষমতার পরিধির ব্যাপারে যেগুলো সাক্ষ্য বহন করেঃ ১২ই নভেম্বর ২০১৫ বৈরুতে আত্মঘাতী হামলা, ১৩ ই নভেম্বর ২০১৫ প্যারিসে সমন্বিত আক্রমণ এবং ১৪ ই জানুয়ারি ২০১৬ জাকার্তায় আই.এস.আই.এল এর সাথে সম্পর্কযুক্ত দলের আক্রমণ যা প্যারিস আক্রমণের মতই....।"

"পশ্চিম ও উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে আই.এস.আই.এলের প্রভাব প্রতিপত্তির বিস্তার প্রমাণ করে যে কত দ্রুত ও দক্ষতার সাথে মাত্র ১৮ মাসে আই.এস.আই.এলের হুমকির গভীরতার প্রকাশ ঘটেছে। সাম্প্রতিক আক্রমণগুলোর জটিলতা এবং পরিকল্পনার উচ্চতা, সমন্বয় এবং বাস্তবধর্মীতা তার ভবিষ্যৎ ক্রমবিকাশের মাত্রার ব্যাপারে ইঙ্গিত প্রদান করে। অধিকন্তু, অন্যান্য সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো তাদের তথাকথিত খিলাফাহ ও স্বঘোষিত খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের অন্তর্নিহিত আদর্শের প্রতি যথেষ্টভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে। আই.এস.আই.এল বিদেশী যোদ্ধাদের দ্বারাও উপকৃত হয়েছে যারা প্রতিনিয়তই এদের দলে যোগদানের জন্য তাদের গোত্র ত্যাগ করে চলেছে। ইরাক ও সিরিয়ার আরব প্রজাতন্ত্র এবং অন্যান্য সংঘাতময় অঞ্চলের যুদ্ধক্ষেত্রগুলো থেকে এইসব যোদ্ধাদের ফেরত আসা আরো চিন্তার বিষয়, কেননা এইসব যুদ্ধফেরত বিদেশী যোদ্ধারা তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রগুলোতেও আই.এস.আই.এলের বিস্তার ঘটাতে পারে এবং তাদের দক্ষতা ও যুদ্ধ অভিজ্ঞতাকে তাদের নিজ নিজ এলাকায় নতুন নতুন সমর্থক নিয়োগে এবং সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক স্থাপনে ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘটনে ব্যাবহার করতে পারে।

অতঃপর প্রতিবেদনটিতে বিস্তারিতভাবে ব্যঙ্গাত্মক পরিভাষায় বর্ণনা করা হয় কিভাবে খিলাফাহ যাকাত, দাওয়াহ, জিহাদ, যিজিয়া, হিসবাহ্, দাসপ্রথা, হুদুদের শারীয়াহ কায়েম করেছে এবং কিভাবে শারীয়াহ "আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা" ওরফে "নতুন বিশ্ব রীতি"র জন্য হুমকিস্বরূপ তা বর্ণনা করা হয়। খিলাফাহ যে টিকে থাকবে, শারীয়াহভিত্তিক শাসনব্যবস্থা বজায় রাখবে এবং শত্রুদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে যেতেই থাকবে সেই বাস্তবতা উপলব্ধি করে তা মেনে নেওয়ার পরিবর্তে সে বিভক্ত "জাতিসংঘের" তাগুতদেরকে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ প্রদান করেঃ

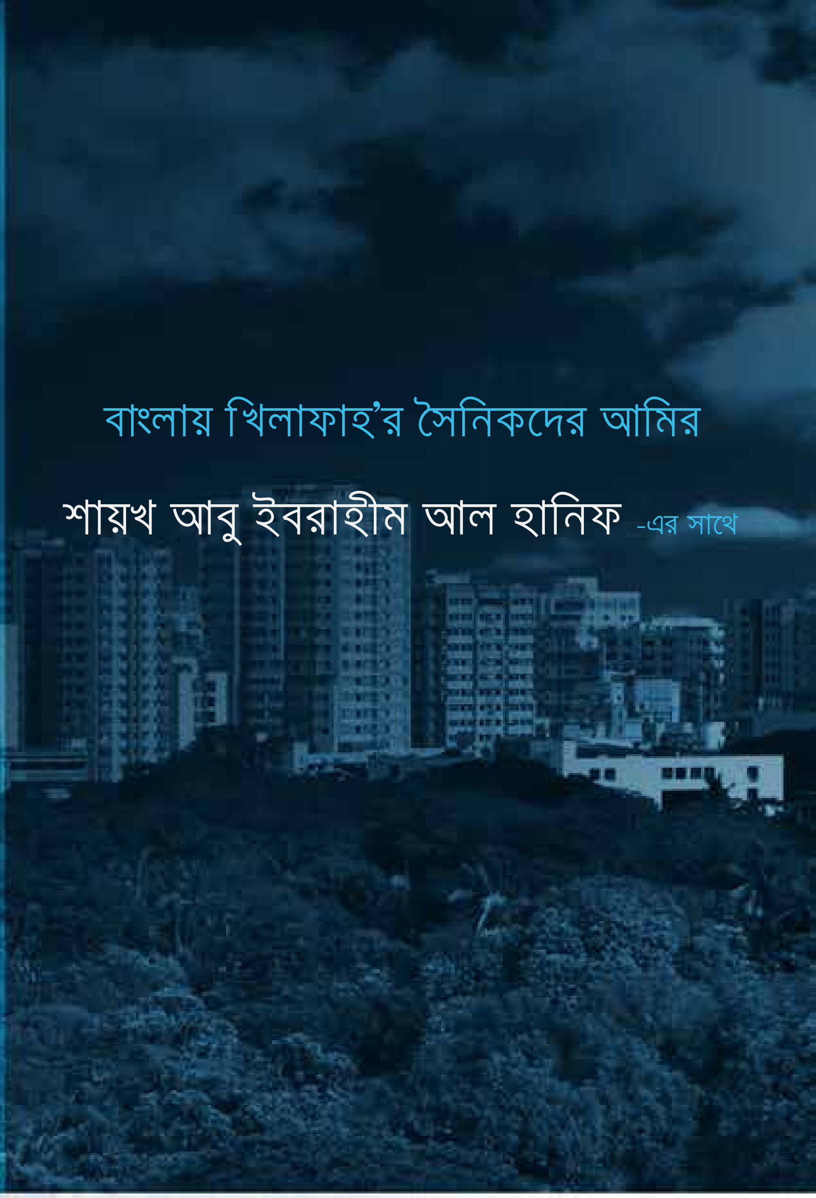
"সিরিয়ার সংকটসহ চলমান সংকটসমূহের সমাধান করলে সেটি আই.এস.আই.এলের বিদেশী যোদ্ধা নিয়োগের চালিকা শক্তির ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব রাখবে।...... আই.এস.আই.এলের দ্বারা ইরাক ও সিরিয়ার আরব প্রজাতন্ত্রে বিদেশী সন্ত্রাসী যোদ্ধা নিয়োগ এবং তার ব্যাপক অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ফলে আই.এস.আই.এল যে গভীর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে তা প্রতিরোধের জন্য সিরিয়ার সংঘাতের একটি রাজনৈতিক সমাধান আবশ্যক। এই প্রক্রিয়ার জন্য দীর্ঘস্থায়ী ও সংকল্পবদ্ধ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার প্রয়োজন এবং সিকিউরিটি কাউন্সিল রেজ্যুলেশন ২২৫৪ (২০১৫) এর কার্যকর বাস্তবায়ন প্রয়োজন, যা কিনা ২০১২ জেনেভা কমিউনিক ও দেশব্যাপী সমান্তরাল যুদ্ধবিরতির উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক আন্ত-সিরিয় আলোচনার পথকে সুগম করে দেয়।"

আর এভাবেই সৌদি তাগুতদের রিয়াদ কনফারেন্স শেষে রাশিয়ার সাহায্যে ও আমেরিকার সম্মতিতে, নুসাইরীয়্যাহ ও তাদের সিরিয়ার গণতান্ত্রিক বাহিনীর নাস্তিক মিত্ররা মুরদাত সাহাওয়াত অধিকৃত এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং সাহাওয়াত নেতাদের সাথে - যারা কিনা "সিরিয় সংঘাতের একটি রাজনৈতিক সমাধান" নামের চক্রান্তেরই অংশ - নিছক "আলোচনার" মাধ্যমে অনেক বড় বড় শহর ও নগর তাদের আয়ত্তে নিয়ে নেয়।

বেখবর সাহওয়াত সৈন্যদের এই চক্রান্তের -যে চক্রান্তকে তারা সহায়তা করেছে- অনিষ্টতা উপলব্ধি করার, তাদের দ্বীনত্যাগের জন্য তাওবাহ করার এবং খিলাফাহ'র সারিতে যোগদান করার সময় এখনো কি হয় নি?



সাক্ষাৎকার



বাংলায় খিলাফাহ'র সৈনিকদের আমির

শায়খ আবু ইবরাহীম আল হানিফ -এর সাথে

এই মাসে বাংলায় খিলাফাহ'র সৈনিকগণের আমির শায়খ আবু ইবরাহীম আল হানিফ এর সাথে দাবিকের কথোপকথনের সুযোগ হয়সেই কথোপকথন এখানে প্রকাশ করা হলো।

দাবিকঃ আপনি ও আপনার সৈনিকরা কেন খিলাফাহ'কে বাইয়াহ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন?

শায়খ আবু ইবরাহীমঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মোহাম্মাদ এর উপর। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি অত্যাচার ও অন্ধকারের বহুকাল পর মুসলিম উম্মাহ'কে নবুয়্যাতের আদলে খিলাফাহ দান করেছেন। আমরা তাঁর প্রতি রাত-দিন কৃতজ্ঞতা জানাই যিনি আমাদের গুনাহ ও দুর্বলতা স্বত্বেও আমাদেরকে খিলাফাহ'র সৈনিক হিসেবে গ্রহণ করেছেন, আল হামদুলিল্লাহ। আমরা খিলাফাহ'কে বাইয়াহ দিয়েছি অনেক কারণে। প্রথমত, এটা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয যে, সে একজন কুরাইশী ইমাম এর অধীনে একত্রিত হবে এবং বিভক্ত হবেনা। {আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।} [আল-ইমরানঃ ১০৩] শায়খ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দিল ওয়াহহাব তার "ছয়টি মূলনীতি" নামক বইয়ে প্রথম নীতি হিসেবে তাওহীদ এর পর দ্বীনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় নীতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন, "একই ইমামের অধীনে একত্রিত হওয়া এবং তাকে শোনা ও মান্য

করা”। দ্বিতীয়ত, আমরা দেখি যে, দাওলাতুল ইসলামের নেতাগণের দ্বারা ঘোষিত খিলাফাহ্ এই উম্মাহ’র সালাফে সালেহীনদের উল্লেখিত সমস্ত শর্ত পূরণ করেছে। রাসূল ﷺ বলেন, “যে কেউ মারা গেল কিন্তু তার কাঁধে আনুগত্যের বাইয়াহ নেই, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু।” [ইবনে উমর হতে মুসলিমে বর্ণিত]। তৃতীয়ত, আমরা দেখি যে, ক্রুসেডার, রাফিদা, পিকেকে নাস্তিক এবং অন্যান্য সকল কাফিরের দলসমূহ খিলাফাহ’র বিরুদ্ধে একই সারিতে একত্রিত হয়েছে। আর এভাবে আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের ও অন্যান্য সকল মুমিনদের উপর ঈমানের শিবিরে যোগ দেওয়া এবং কুফফারদের বিরুদ্ধে একই সারিতে অবস্থান করে যুদ্ধ করা ফরয। আল্লাহ ﷻ বলেন, “কুফফাররা একে অপরের মিত্র, যদি তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা না নাও তাহলে জমিনে ফিতনা ও বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে।” [আল-আনফাল:৭৩]

দাবিকঃ খিলাফাহ’র সৈনিকদের অভিযানের ফলে বাংলার মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

শায়খ আবু ইবরাহীমঃ কুফফারদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযানের ব্যাপারে বাংলার মুওয়াহহিদিনগণ অনেক সহযোগী ছিলেন, ওয়াল হামদুলিল্লাহ। তারা দেখেছেন যে আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে ক্রুসেডার, রাফিদা, কাদিয়ানী, হিন্দু, মিশনারি ও অন্যান্য কুফফারদের টার্গেট করেছি। তারা দেখেছেন যে আল্লাহর সাহায্যে আমরা খুব অল্প সংখ্যক মুজাহিদিন নিয়ে, সীমিত উপকরণের মাধ্যমে এ অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের কুফফারদের টার্গেট ও ভীত-সন্ত্রস্ত করতে সক্ষম হয়েছি যদিও তাগুতের বাহিনীরা বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা বড়ত্বের দাবী করে এবং মুমিনদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার পরিকল্পনা করে। এ অঞ্চলে বহু দিন ধরে জিহাদ থেমে থাকার পর এটা বাংলার মুসলিমদের অন্তরে আশার আলো জাগিয়েছে। এভাবে, আমাদের অভিযানের মাধ্যমে জিহাদের পুনর্জাগরণ বাংলার ও অন্যান্য সকল জায়গার মুসলিমদেরকে আনন্দিত করেছে এবং সকল জায়গার কুফফার দের রাগান্বিত করেছে। সমস্ত প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহর।



একটি ক্বাদিয়ানী মন্দির

দাবিকঃ বাংলায় খিলাফাহ’র সৈনিকদের আগমনের ফলে মুরতাদরা কি ভয় পেয়েছে বা নিশ্চুপ হয়েছে, যারা রাসূল ﷺ কে গালিগালাজ করে বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দিকে আহবান করে?

শায়খ আবু ইবরাহীমঃ আল -হামদু লিল্লাহ, এই অঞ্চলে খিলাফাহ’র সৈনিকদের আগমন সার্বিকভাবে সকল কুফফারদের বিশেষ করে নাস্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষদের যারা ইসলাম ও আমাদের প্রিয় নবী ﷺ কে ব্যঙ্গ করে - তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করেছে। এটা তখনই প্রমাণিত হয়েছে যখন এই অঞ্চলের কিছু বিখ্যাত নাস্তিক মিথ্যা দাবী করেছিল যে, বাংলার খিলাফাহ’র সৈনিকেরা তাদেরকে মৃত্যুর হুমকি দিয়েছে। কিন্তু এটা খিলাফাহ’র সৈনিকদের মানহাজ নয় যে, আল্লাহর শত্রুদেরকে হুমকি দিবে, বরং আমাদের কর্ম আমাদের কথার চেয়ে বেশি প্রকাশ পায়। এবং আমাদের সৈনিকেরা এ অঞ্চলের নাস্তিক, রাসূল ﷺ এর কটূক্তিকারী ও অন্যান্য সকল মুরতাদকে জবাই করার জন্য তাদের ছুরি গুলোতে ধার দিচ্ছেন, বি ইদনিল্লাহ। শায়খ উসামাহ বিন লাদেন ‘ এর মত আমরা বলি, “যদি তোমাদের কথার স্বাধীনতায় কোন লাগাম না থাকে তাহলে আমাদের কাজের স্বাধীনতার জন্য তোমাদের অন্তর কে প্রস্তুত রাখো।”

দাবিকঃ সার্বিকভাবে বাংলায় ইসলাম ও ধার্মিকতার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানান।

শায়খ আবু ইবরাহীমঃ সার্বিকভাবে, বাংলার মুসলিমরা ইসলামকে ভালবাসেন এবং অনেক উৎসাহের সাথে এর অনেক রীতি নীতি পালন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ অঞ্চলে কুরআন ও সুন্নাহ’র ইলমে ব্যাপক অজ্ঞতার জন্য তারা ভ্রষ্ট ও মুরতাদ দলগুলোর দিকে ধাবিত হচ্ছেন, ওয়া লা হাওলা ওয়া ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

দাবিকঃ বাংলায় কি কি ভ্রষ্ট ও মুরতাদ দল রয়েছে?

শায়খ আবু ইবরাহীমঃ দুঃখজনক -ভাবে বাংলায় অনেক পথভ্রষ্ট ও মুরতাদ দল আছে। প্রথমত, ইরান সরকারের অর্থায়ন ও সহযোগিতায় বাংলায় অল্প কিছু সংখ্যক রাফিদা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, বেশ কিছু সংখ্যক কাদিয়ানী রয়েছে বাংলায়। তৃতীয়ত, অসংখ্য মুরতাদ রয়েছে যারা মুসলিম থেকে খ্রিষ্টান হয়েছে, এটা হয়েছে স্থানীয় ও বিদেশী মিশনারিদের প্রতারণামূলক প্রচারণার জন্য এবং বাংলায় বিভিন্ন এন জি ও এর কঠোর উদ্যোগের মাধ্যমে।

পরিশেষে, অনেক কবর-পূজারী সূফী ও পীর রয়েছে যারা ভয়ানক শিরকের দিকে মানুষকে আহবান জানায়।

দাবিকঃ তাগুত সরকারের বিশ্বাস -ঘাতকতা ও তথাকথিত জামাআত এ-ইসলামির কিছু মুরতাদকে ফাঁসি দেওয়ার পরে, এই দলের অনুসারীরা কোন শিক্ষা নিয়েছে বা গণতন্ত্র থেকে তাওবাহ করেছে কি?

শায়খ আবু ইবরাহীমঃ সম্প্রতি, তাগুত সরকার জামাআত-এ-ইসলামির অনেক নেতাদেরকে গ্রেফতার করেছে এবং ফাঁসি দিয়েছে। ইরাকে সাহাওয়াত এবং মিশরে ইখওয়ানদের সাথে যা হয়েছিল এখানেও তাই হয়েছে, কারণ আল্লাহর সুন্নাহ'তে কোন পরিবর্তন হয় না। যারা দ্বীন পরিত্যাগ করে এবং কুফফারদের সাথে মিত্রতা করে তিনি এই দুনিয়াতেই তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং অপমানিত করবেন। জামাআত-এ-ইসলামির অল্পসংখ্যক তৃণমূল পর্যায়ের অনুসারী ও সমর্থক তাদের শিরক থেকে তাওবাহ করেছে এবং খিলাফাহ'র সারিতে যোগদান করেছে, ওয়াল হামদুলিল্লাহ। কিন্তু সংগঠনের মুরতাদ নেতারা তাদের এই ধ্বংসাত্মক ও লাঞ্ছনার পথে একগুঁয়ের মত অবিচল রয়েছে এবং তাগুত হাসিনার সাথে এই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত আছে যে, কে কত বেশি কুফরি করতে পারে। ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

দাবিকঃ বাংলাদেশ সরকার জাতি -সংঘের "শান্তি রক্ষা মিশনের" জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বড় অবদানকারী হিসেবে পরিচিত। এটা কি কারণে?

শায়খ আবু ইবরাহীমঃ ভারত প্রেমিক তাগুত মুজিবুর রহমান একটি সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হওয়ার পর, পাকিস্তান প্রেমিক তাগুত জিয়াউর রহমান পাকিস্তানি আর্মি আর তাদের গোয়েন্দা আইএসআই থেকে সামরিক কৌশল ও আদর্শ ধার করে মুরতাদ বাঙালি আর্মি এবং এর গোয়েন্দা সংস্থা ডি.জি.এফ.আই প্রতিষ্ঠা করে। এবং কিন্তু বাঙালি আর্মি জেনারেলেরা তাদের পাকিস্তানি ভাইদের মত কখনই রাষ্ট্রের উপর পুরোপুরি কর্তৃত্ব নিতে পারে নি, যদিও তারা কয়েকবার সামরিক বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছে, তারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন শক্তিশালী নাটের গুরুর মধ্যে একটি শক্তি হিসেবে থাকতে সক্ষম হয় তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মাধ্যমে, যেটা তারা করতে সক্ষম হয় বেসামরিক সরকারের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হয়ে। বরং, তাদের লোভী অফিসার ও সৈনিকদের বেতন দেওয়ার জন্য তারা জাতিসংঘ এবং শান্তিরক্ষা মিশনের ওপর নির্ভরশীল। আর যে বেসামরিক সরকারই ক্ষমতায় আসে, হোক সেটা পাকিস্তান প্রেমি বি.এন.পি বা ভারত প্রেমি আওয়ামীলীগ, তারা নিজেদের সুবিধার্থে ঐ আর্মি জেনারেলদের সাথে একটা চুক্তি করে নেয় যে, তারা ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় আর্মির পক্ষ থেকে কোন বিদ্রোহ করার চেষ্টা করা হবে না আর এর বিনিময়ে তারা ঐ আর্মি

বাঙ্গালী মুরতাদ বাহিনীরা ক্রুসেডার আমেরিকানদের দ্বারা প্রশিক্ষিত





বার্মার মুসলিমগণ বৌদ্ধদের অত্যাচারে নিদারুণ কষ্টে আছেন

জেনারেলদেরকে জাতিসংঘ মিশন থেকে বেতন নিতে দিবে যা দিয়ে তারা অনেক শৌখিন বাড়ি কিনে ও অবসরের জন্য পেনশনের টাকা সঞ্চয় করে। এবং বেসামরিক সরকার ও আর্মি জেনারেলদের মধ্যে - যারা তাদের দ্বীনকে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে দেয় - এই সুবিধাবাদী সমঝোতাই হল বাঙালি সরকারের জাতিসংঘ শান্তি মিশনের সর্বাধিক সাহায্যকারী হওয়ার প্রধান কারণ।

দাবিকঃ মুরতাদ বাঙালি সৈনিকরা যারা আঞ্চলিকভাবে তাগুতকে সাহায্য করে অথবা তাদের পৌত্তলিক, মুরতাদ এবং ক্রুসেডারদের আন্তর্জাতিকভাবে সাহায্য করে তাদের প্রতি আপনাদের বার্তা কি?

শায়খ আবু ইবরাহীমঃ ঐ সকল মুরতাদ বাঙালি সৈনিকদের প্রতি, যারা হাসিনার আঁচলের ছায়াতলে পুলিশ, আর্মি ও গোয়েন্দা বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগে কাজ করছে তাদের প্রতি আমাদের বার্তাঃ তোমরা নিজেদের জন্য কিছুটা হলেও আত্মসম্মানবোধ ও পুরুষত্ব গড়ে তোল আর এই কাফিরা নারীর গোলামি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত কর। তারা আমাদের হাতের নাগালে আসার পূর্বেই এবং আল্লাহর অনুমতিতে একে একে জবাই করার পূর্বেই আমরা তাদেরকে তাদের কুফরি চাকরি থেকে তাওবাহ করার জন্য আহবান করছি। আমরা তাদেরকে ইরাক, শাম, মিশর ও অন্যান্য ভূমির মুরতাদদিনদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলছি এবং দেখ কিভাবে আল্লাহ তাদেরকে মুমিনদের হাতে অপমানিত করছেন। এবং আমরা কাপুরুষ মুরতাদ বাঙালি সৈনিকদেরকে সতর্ক করছি যে আমরা অবশ্যই প্রতিশোধ নেব ঐ সকল মুসলিমদের জন্য যাদের কে তারা হত্যা, বন্দি এবং বন্দি অবস্থায় নির্যাতন করে, বি ইদনিল্লাহ; এমনকি কিছুদিন পরে হলেও আমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। "নিশ্চয় যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।" (৪২:৪১)।

দাবিকঃ ঐসব রুওয়ায়বিদাহদের প্রতি আপনাদের উত্তর কি যারা জামাআত-এ-ইসলামির বা এদের মত তথাকথিত ইসলামি দলগুলোকে তাকফীর করার জন্য খিলাফাহ'কে দোষারোপ করে?

শায়খ আবু ইবরাহীমঃ "বাংলাদেশ জামাআত-এ-ইসলামি" একটি রাজনৈতিক দল যা দীর্ঘদিন থেকেই বিভিন্ন প্রকার কুফরি ও শিরকে লিপ্ত আছে। প্রথমত, তারা বাংলার মুসলিমদেরকে গণতন্ত্রের দিকে আহবান করে এবং এটি একটি সুস্পষ্ট শিরক। গণতন্ত্র এমন একটি ধর্ম যা মানুষকে অধিকার দেয় আইন প্রণয়ন করার এবং হালাল কে হারাম করার ও হারাম কে হালাল করার যা কেবল আল্লাহর অধিকারভুক্ত। দ্বিতীয়ত, এটি একটি জাতীয়তাবাদী সংগঠন যারা জাতিয়তাবাদ প্রচার করে - দুর্গন্ধযুক্ত জাহিলিয়াতের আহবান করে। আর যারা জাহিলিয়াতের কুফুরির দিকে আহবান করবে তারা জাহান্নামের আগুনে একত্রিত হবে যদিও তারা সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে ও নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে। তৃতীয়ত, ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তারা কখনও আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করেনি এবং যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান ছাড়া শাসন করে তারা কাফির। চতুর্থত, ক্ষমতায় থাকা অবস্থায়, তারা বাংলার মুওয়াহহিদ যারা জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে পূর্ব ও পশ্চিমের সকল কাফিরদের সাথে মিত্রতা করতে এক মিনিটের জন্যেও দ্বিধাবোধ করে নি আর যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। পঞ্চমত, তারা গণতান্ত্রিক বিজয়ের কারণে অফিসিয়ালি ভারতের মুশরিক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অভিবাদন জানিয়েছে এবং এটা প্রসিদ্ধ যে, তারা গো-পূজারী, মুশরিক হিন্দুদেরকে তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অভিবাদন জানায়। এগুলো গুটিকয়েক কুফরি ও শিরকি কাজ যেগুলোতে এই মুরতাদ সংগঠন লিপ্ত রয়েছে।

তাদের সংগঠন "প্রতারণা" বা কৌশলের অজুহাতে এই সকল ভয়ঙ্কর কুফরি ও শিরকগুলোকে বৈধ করছে। কিন্তু বাস্তবে, তারা কেবল তাদের তৃণমূল পর্যায়ের সমর্থকদের সাথেই প্রতারণা করছে যারা তাদের নেতাদের মিষ্টি কথায় প্রতারিত হয়।

দাবিকঃ ঐ অঞ্চলে বিশেষ করে বার্মাতে দুর্বল ও অত্যাচারিত মুসলিমদের সহযোগিতার জন্য আপনারা কি পরিকল্পনা করছেন?

শায়খ আবু ইবরাহীমঃ বার্মার মুসলিমরা বহুদিন ধরে মুশরিক বৌদ্ধদের দ্বারা নিপীড়িত হয়ে আসছে। আমাদের অন্তর তাদের সাথেই আছে এবং আমরা বিশ্বাস করি তাদেরকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য-সহযোগিতা করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা সক্ষমতা পাওয়ার সাথে সাথে বার্মায় অপারেশন পরিচালনা করার চেষ্টা করব, বি ইদনিল্লাহ। কিন্তু আমরা মনে করি যে বার্মায় পুরোপুরি প্রবেশ করার আগে প্রথমে বাংলায় জিহাদি ফ্রন্ট শক্তিশালী করা বেশি কার্যকরী, কেননা দূরবর্তী আসলি কাফির (আসল কাফির, যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি) শত্রুদের থেকে নিকটবর্তী মুরতাদদের সাথে লড়াই করা বেশি অগ্রাধিকার পায়। (হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। আত-তাওবাহঃ ১২৩) বাঙ্গালি মুরতাদ সরকারকে উৎখাত করার পরেই বার্মার কাফির সরকারের সাথে কার্যকরীভাবে যুদ্ধ করা সম্ভব ঠিক যেভাবে সিসি ও বাশারের সরকারকে উৎখাত না করে ইসরাইলের ইহুদী সরকারের সাথে কার্যকরীভাবে লড়াই করা সম্ভব না। কুরআন, সুন্নাহ, খিলাফাহ'র ইতিহাস এবং ক্রুসেডের ইতিহাস থেকে আমরা এটাই শিখেছি। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

দাবিকঃ বাংলায় দাওয়াহ প্রচেষ্টা কেমন চলছে, বিশেষ করে তাওহীদ ও খিলাফাহ'র দিকে আহবান?

শায়খ আবু ইবরাহীমঃ আল হামদু -লিল্লাহ, বাংলায় দাওয়াহ'র কাজ বেশ ভালো গতিতে অগ্রসর হচ্ছে এবং অনেক মুসলিম আমাদের আহবানে সাড়া দিচ্ছেন এবং খিলাফাহ'র সারিতে যোগদান করছেন। বিভিন্ন ভাষায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাওহীদ ও খিলাফাহ'র ব্যাপক দাওয়াহ'র কারণে, অনেক মানুষ হক বুঝতে পারছেন এবং সেই হক অনুসরণ করতে এগিয়ে আসছেন, ওয়াল হামদুলিল্লাহ।

দাবিকঃ বাংলায় জিহাদের জন্য আপনারা সবচেয়ে বড় কোন বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন?

বার্মার এক বৌদ্ধ



শায়খ আবু ইবরাহীমঃ বাংলায় জিহাদি ফ্রন্টকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আমাদের পাপের পরে আমরা সবচেয়ে বড় যে বাধার সম্মুখীন হই তা হল, এই অঞ্চলের সাধারণ মুসলিমের মধ্যে সালাফদের বুঝ অনুসারে কুরআন, সুন্নাহ'র জ্ঞানের অভাব। এখানে অনেক পথভ্রষ্ট দল ও 'উলামা' রয়েছে যেমন "জামা'আত আত-তাবলীগ" এবং "বাংলাদেশ জামা'আত-এ-ইসলামি", তাদের কাজ হল দ্বীনের এক ভ্রান্ত বুঝ প্রচার করা, আর এর ফলে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে দ্বীনের প্রতি তাদের করণীয় সম্পর্কে দ্বিধা তৈরি হয়। এমনকি তথাকথিত "আহলে হাদিস আন্দোলন"ও বাংলায় একটা "তাগুতের পছন্দনীয়" তাওহীদ প্রচার করে যেখানে সংসদের তাওয়াগ্বিতকে প্রত্যাখ্যান এবং বিরোধিতা করতে হয় না বা তাদের বিরুদ্ধে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে হয় না। এছাড়াও তারা সাধারণ জনগণ থেকে সঠিক



বাংলার তাগুত সেনাবাহিনী

শিক্ষা ও ফাতওয়া গোপন রাখে যেমন কুফর বিত-তাগুত, ওয়ালা আল-বারা', আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ইত্যাদি; যদিও তারা নিজেদেরকে মিথ্যাভাবে ঐসব সালেহীন উলামাদের অনুসারী হিসেবে জাহির করে। বরং তারা আরব উপদ্বীপের সৌদি-পন্থী "উলামাদের" শিক্ষা, তাদের স্থানীয় তালেবে ইলম যারা সৌদি তাওয়াগ্বিত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পড়াশুনা করেছে তাদের শিক্ষা জনগণের মাঝে ছড়ানোর প্রচেষ্টা চালায়। তাই, এই অঞ্চলের খুব অল্প সংখ্যক লোকেরই দ্বীনের প্রকৃত শিক্ষা ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এর মানহাজের ব্যাপারে জ্ঞান রয়েছে। এই অঞ্চলে বর্তমানে এটাই সবচেয়ে বড় বাধা, আর আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

দাবিকঃ বাংলায় রাফিদাদের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের কিছু জানাবেন কি?

শায়খ আবু ইবরাহীমঃ রাফিদারা বাংলায় মোগল সম্রাটদের আমল থেকে দীর্ঘদিন যাবত বসবাস করে আসছে। ঢাকায় হোসাইনী দালান মন্দিরটি ১৬৪২ সালে সম্রাট শাহজাহানের আমলে তৈরি হয়েছিল। এছাড়াও বাংলার অনেক নবাব রাফিদা ছিল। রাফিদারা যেহেতু তাদের "তাক্বিয়্যাহ" ব্যবহারে প্রসিদ্ধ তাই এখানকার সুন্নী সম্প্রদায়ের সাথে মিশে থাকায় বাংলায় রাফিদাদের নিখুঁত তথ্যবহুল ইতিহাস পাওয়া খুব কঠিন। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৫০,০০০ মুরতাদ রাফিদা বসবাস করছে।

দাবিকঃ আপনি কি আমাদের জন্য খিলাফাহ ও এর আন্তর্জাতিক জিহাদের জন্য বাংলার গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করবেন?

শায়খ আবু ইবরাহীমঃ কৌশলগত ভৌগলিক অবস্থানের কারণে খিলাফাহ এবং আন্তর্জাতিক জিহাদ উভয়ের জন্যই বাংলা একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। বাংলা ভারতের পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং খোরাসান ভারতের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। তাই, বাংলায় জিহাদের একটি শক্তিশালী ভিত্তি থাকলে তা ভারতের অভ্যন্তরে একই সময়ে উলাইয়াত খোরাসান ও বাংলা উভয় দিক থেকেই গেরিলা আক্রমণ করার সুযোগ করে দিবে। এবং তার পাশাপাশি সেখানকার স্থানীয় মুজাহিদিনদের সহযোগিতায় ভারতে তাওয়াহহুশ (পরিপূর্ণ বিশৃঙ্খলা) অবস্থার সৃষ্টি করার সুযোগ করে দিবে, বি ইদনিল্লাহ, যতদিন পর্যন্ত না খোরাসানের মুজাহিদিনরা সেখানে পূর্ণ সামরিক বাহিনী নিয়ে প্রবেশ করতে পারেন এবং পৌত্তলিকদের থেকে এই অঞ্চলকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে পারেন, প্রথমে অপবিত্র মুরতাদ পাকিস্তানি ও আফগানি সরকার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পর ইনশা আল্লাহ। এছাড়াও, বাংলার জিহাদ বার্মায় জিহাদের একটি প্রবেশ পথ হবে যা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

দাবিকঃ এটা খুব মজার বিষয় যে খিলাফাহ'র ইতিহাসে অতীতে তারা কখনই খোরাসানে প্রকৃত অবস্থান তৈরি করতে পারেনি। তাই বাংলায় খিলাফাহ'র তামকীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আপনাদের অনুভূতি কি?

শায়খ আবু ইবরাহীমঃ নিশ্চয় এটা আমাদের জন্য চরম আনন্দ ও প্রশান্তি বয়ে এনেছে, যতবার আমরা

চিন্তা করি যে আমাদের দুর্বলতা ও ঘাটতি থাকা স্বত্বেও আল্লাহ আমাদেরকে নবুয়্যাতের আদলে খিলাফাহ'র সৈনিক হিসেবে পছন্দ করেছেন, ওয়াল হামদুলিল্লাহ। আমরা আল্লাহর রহমতের জন্য শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারব না। রাসূল ﷺ আমাদের ওয়াদা করেছেন যে এই দ্বীন ঐ সকল জায়গায় পৌঁছাবে যেখানে দিন ও রাত পৌঁছায়। সুতরাং, এতে কোন সন্দেহ নেই যে বাংলা সহ পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চল খিলাফাহ'র ছায়াতলে আসবে এবং এই খিলাফাহ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত টিকে থাকবে ইনশা আল্লাহ। নিশ্চয় এটা একটা রহমত যে এই অঞ্চলে আল্লাহ আমাদেরকে খিলাফাহ'র আলো বহন করার জন্য কবুল করেছেন। আর এখন বাংলায় খিলাফাহ'র ছোট একটা চারা ভূমি থেকে বের হয়েছে এবং দৃষ্টি গোচর হয়েছে। এটা বাড়তেই থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত হতে থাকবে, ইনশা আল্লাহ, কারণ মানুষ ও জ্বিনদের মধ্যে যে কেউ এটা মূলোৎপাটনের চেষ্টা করলে আল্লাহ এটাকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ বলেন, "তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।" আর যে সকল মুমিন এর মূলে পানি ঢালবে এবং এর দেখাশুনা করবে, যতদিন না এটি একটি পূর্ণ গাছে পরিণত হয়, তারা ব্যাপক পুরস্কার পাবে। আমরা আল্লাহর কাছে দুয়া করছি তিনি যেন আমাদেরকে এই সাদকায়ে জারিয়ার পুরস্কার দান করেন, কিয়ামত পর্যন্ত।

দাবিকঃ সার্বিকভাবে ইসলাম ও খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে, ভারত এবং হিন্দুদের ভূমিকা কি? বিশেষ করে বাংলায়?

শায়খ আবু ইবরাহীমঃ বাংলা ও ভারত উভয় অঞ্চলের হিন্দুরা সবসময়ই ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। পার্থক্য শুধু এটাই যে, ভারতের হিন্দুরা প্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুতা দেখায় আর বাংলার হিন্দুরা তা করে প্রতারণামূলক ও গোপনভাবে কারণ তারা এখানে সংখ্যালঘু। বাংলার হিন্দুরা গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী প্রোপাগান্ডা তৈরিতে এবং বাংলার মুসলিমদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়াতে খুবই সক্রিয়। বাস্তবে, বাংলার অসংখ্য ইসলাম বিরোধী প্রচারকরা পূর্ণ নাস্তিক হওয়ার আগে এবং পরিপূর্ণভাবে ধর্মকে অস্বীকার করার পূর্বে এই গো-পূজারী অপবিত্র ধর্ম থেকেই আসে। এছাড়াও, তাগুতের বাহিনী পুলিশ ও গোয়েন্দাতে অনেক ঊর্ধ্বতন পদে এই হিন্দুরা রয়েছে, যেহেতু মুরতাদ ধর্মনিরপেক্ষ হাসিনা এই পৌত্তলিকদেরকে চরম অনুগত হিসেবে মনে করে। এছাড়াও বাংলার হিন্দুরা "১৯৭১" এর তথাকথিত "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ" থেকে বাংলার মুসলিমদের বিরুদ্ধে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' কে সহযোগিতা করার জন্য প্রসিদ্ধ। তাই, আমরা মনে করি, বাংলায় ইসলামি রাষ্ট্র বাস্তবে আসা সম্ভব নয় যতক্ষণ না সাধারণ হিন্দুদেরকে ব্যাপকভাবে আক্রমণ করা হবে এবং যতক্ষণ না এই অঞ্চলে ঈমানের শিবির ও কুফরের শিবির আলাদা করা যাবে, বি ইদনিল্লাহ। এবং আল্লাহ ভাল জানেন।

দাবিকঃ উলাইয়াত খোরাসান এবং অন্যান্য নিকটবর্তী অঞ্চলের

মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধদের সমাবেশ



খিলাফাহ'র সৈনিকদের সাথে হাতে হাত মিলে কাজ করার সক্ষমতা আপনাদের আছে কি?

শায়খ আবু ইবরাহীমঃ আল্লাহর রহমতে, আমরা উলাইয়াত খোরাসান সহ খিলাফাহ'র বিভিন্ন উলাইয়াতের মুজাহিদিনদের সাথে যোগাযোগ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা করতে সক্ষম, ওয়াল হামদুলিল্লাহ। নিশ্চয়, বর্তমান খিলাফাহ মুসলিমদের জামা'আতকে চিত্রিত করে এবং তা একটি শরীরের ন্যায়, যে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটি মাথার সাথে কাজ করে। আমরা আল্লাহর কাছে দুয়া করছি তিনি মুজাহিদিনদেরকে একত্রিত করুন এবং খিলাফাহ'র ছায়াতলে নিয়ে আসুন এবং মুসলিমদের ঐক্যকে শক্তিশালী করুন।

দাবিকঃ বাংলা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের মুসলিমদের প্রতি আপনাদের কোন বার্তা আছে কি?

শায়খ আবু ইবরাহীমঃ বাংলার ও নিকটবর্তী অঞ্চলের মুসলিমদের প্রতিঃ হে আমার ভাইয়েরা, আপনাদের দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। ভ্রান্ত দল-মত পরিহার করুন, যারা জনগণকে বিপথগামী করছে। নবী মোহাম্মাদ ﷺ প্রদর্শিত হিদায়াতের রাস্তার দিকে অগ্রসর হোন যেভাবে তাঁর সাথীগণ তাঁকে অনুসরণ করেছেন। কেননা পৃথিবীতে সে ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ যে আল্লাহর হিদায়েত লাভে ধন্য হয়েছে অপরপক্ষে আল্লাহর হিদায়েত বঞ্চিত ব্যক্তিই সর্বনিকৃষ্ট। আল্লাহ বলেন, "আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ী থাকবে। তারাই সৃষ্টির নিকৃষ্ট। নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তিনি আরও বলেন, "নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথেই চলো অন্যান্য পথে চলো না। তাহলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তোমাদেরকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা সংযত হও।" (আল-আন'আমঃ ১৫৩)। আল্লাহ যাদেরকে কুরআনে সাদিকিন হিসেবে উল্লেখ করেছেন তাদের সঙ্গী হোন। আল্লাহ বলেন, "তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে জান ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।" (আল-হুজুরাতঃ ১৫)।

আর আল্লাহ ﷻ আরও বলেন, "হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক"। (আত-তাওবাহঃ ১১৯)। আর কোন সন্দেহ নেই যে এ যুগের মুজাহিদ, সত্যবাদী ও সালেহিন তো তারাই যাদের হাতে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় খিলাফাহ ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "আমি উপদেশের পর যাবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে।" (আল-আম্বিয়াঃ ১০৫)।

তাই এগিয়ে আসুন খালিফাতুল মুসলিমীনকে বাইয়াহ দেওয়ার জন্য এবং খিলাফাহ'র সৈনিকদের সারিতে যোগদান করুন। আমি আপনাদেরকে উপদেশ প্রদান করছি যেন আপনারা মুসলিমদের জামা'আত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরুন, যেভাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ হুদাইফাহ رضي الله عنه কে উপদেশ প্রদান করেছিলেন শেষ জামানার ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হয়। এবং নিশ্চয় আমরা কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে অবস্থান করছি এবং ময়দান প্রস্তুত হচ্ছে মালহামার যুদ্ধের জন্য এবং নিশ্চয় অন্তিম বিজয় কেবল মুমিনদের জন্য ইনশা আল্লাহ।

এবং আমি আপনাদেরকে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করার জন্য আহ্বান করছি কারণ এটা বর্তমানে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয। ক্বিতাল বা যুদ্ধ করা ছাড়া দ্বীন কায়েম করার আর কোন পথ নেই। সুতরাং, আপনারা দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে আমাদের সাথে ময়দানে আসুন। এবং জেনে রাখুন, আমরা আপনাদেরকে আমাদের সাথে যোগদান করার আহবান করছি, আমাদের লোকসংখ্যার স্বল্পতার কারণে বা আমাদের সামরিক দুর্বলতার কারণে নয়। কারণ আমরা কেবল আল্লাহর অনুগ্রহে শক্তিশালী, ওয়াল হামদুলিল্লাহ। এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে আমরা এই যুদ্ধে বিজয়ী হব আল্লাহের সাহায্যে এবং খুব দ্রুতই ইনশা আল্লাহ।

আমরা আমাদের লোকসংখ্যার স্বল্পতা বা সামরিক শক্তির অভাব নিয়ে মোটেও চিন্তিত নই কারণ আমরা কি করে এসব নিয়ে চিন্তিত হতে পারি যখন আল্লাহ বলেছেন, "তারা বার



সন্ত্রাসী হিন্দু



বাংলায় খিলাফাহ'র সৈনিকগণ

বার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে।" (আল-বাক্বারাহঃ ২৪৯)। আমরা কি করে সংখ্যার স্বল্পতা আর সামরিক শক্তির অভাব নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে পারি যখন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ ও তার সাহাবীদের প্রাথমিক অবস্থা একই রকম ছিল এবং দীর্ঘদিন সবর ও ইয়াক্বীন এর পরে আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করেন। আল্লাহ বলেন, "আর স্মরণ করো! যখন তোমরা ছিলে স্বল্পসংখ্যক, দুনিয়াতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে, তোমরা ভয় করতে যে লোকেরা তোমাদেরকে আচমকা ধরে নিয়ে যাবে, তখন তিনি তোমাদের আশ্রয় দেন, আর তোমাদের বলবৃদ্ধি করেন তাঁর সাহায্যের দ্বারা, আর তোমাদের জীবিকা দান করলেন উত্তম বিষয়-বস্তু থেকে, যেন তোমরা শুকরিয়া আদায় করতে পারো।" (আল-আনফালঃ ২৬)। আমরা কি করে আমাদের সংখ্যার স্বল্পতা আর শক্তির অভাব নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে পারি যখন আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহ কাফেরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ মুমিনদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেছেন। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।" (আল-আহযাবঃ ২৫)। আমরা কি করে আমাদের সংখ্যার স্বল্পতা ও শক্তির অভাব নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে পারি যখন আল্লাহ বলেছেন, "আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে।" (আর-রূমঃ ৪৭)।

আমরা সুনিশ্চিত আমা-দের বিজয়ের ব্যাপারে ইনশা আল্লাহ কারণ আমাদের রাসূল ﷺ আমাদেরকে ওয়াদা করেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা একদল থাকবে যারা আল্লাহর আনুগত্যের উপর থেকে ক্বিতাল করবে। তারা তাদের শত্রুদের উপরে বিজয়ী থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারা ঐ অবস্থায় থাকবে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত" (উক্ববাহ ইবনে আমির হতে মুসলিমে বর্ণিত) তিনি আরও বলেছেন, "আমার উম্মতে সর্বদা একটি দল থাকবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত, যারা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহর হুকুম আসার আগ পর্যন্ত।" (ছাওবান হতে তিরমিজিতে বর্ণিত)।

সুতরাং, হে বাংলার মুসলিমেরা, আমরা আপনাদেরকে ময়দানে আসার জন্য আহবান করছি, আমাদের দুর্বলতার কারণে নয়, কারণ নিশ্চয় আমরা বিজয়ী হব কেবলমাত্র আল্লাহর সাহায্যে আপনারা আমাদের সাথে যোগদান করুন বা না করুন। বরং, আমরা আপনাদেরকে আহবান করছি এক সম্মানিত জীবনের দিকে যা হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ ডাকে সাড়া দিয়ে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করা যাতে করে আপনারা নিজেদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অপমান ও আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেন। আল্লাহ বলেন, "যারা ঈমানদার তারা জিহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।" (আন-নিসাঃ ৭৬) এবং তিনি বলেন, "আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।" (আস-সফঃ ৪)। সুতরাং, আপনাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈমানদার হওয়ার দাবি করে, তার উচিত আমাদের সাথে যোগদান করে একত্রে জিহাদ করা এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে সামগ্রিক জিহাদ করা ঠিক যেভাবে তারা আমাদের বিরুদ্ধে সামগ্রিক ভাবে যুদ্ধ করে। আল্লাহ আমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক বুঝ বুঝার তাওফিক দান করুন এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে

১ রজব

নির্বাচিত সেরা ১০

দাওলাতুল ইসলামের উলাইয়াত সমূহ হতে প্রকাশিত সেরা দশ ভিডিও

১ম
أن أقيموا الدين
দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য



উলাইয়াত: তারাবুলুস

২য়
بدمائهم نصحوا 2
তারা তাদের রক্ত দ্বারা একনিষ্ঠ ২



উলাইয়াত: আল-আনবার

৩য়
قطف الرؤوس
মাথা সমূহ উপড়ে ফেলা



উলাইয়াত: সালাহউদ্দিন

4র্থ
غزوة أبي مصطفى تقبله الله
গাজওয়াত আবি মুস্তাফা



উলাইয়াত: আল-আনবার

৫ম
جزاءً وفاقًا
ন্যায্য প্রতিদান



উলাইয়াত: নাইনাওয়া

৬ষ্ঠ
غزوة صهيب العراقي
গাজওয়াত সুহাইব আল-ইরাকি



উলাইয়াত: কারকুক

৭ম
لعلهم ينتهون
যাতে তারা বিরত হয়



উলাইয়াত: নাইনাওয়া

৮ম
نصر من الله وفتح قريب 4
আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয় ৪



উলাইয়াত: আল-খাইর

৯ম
إعداد الأباة لحز الطغاة
তাগুতদের নির্মূলের জন্য সাহসীদের প্রস্তুতি



উলাইয়াত: সিনাই

10TH
العين بالعين
চোখের বদলে চোখ



উলাইয়াত: আল-ফুরাত

টুইটার হেশট্যাগ@ #أخبار_الخلافة

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দাজ্জাল বের হলে একজন ঈমানদার ব্যক্তি তার দিকে রওয়ানা হবে। দাজ্জালের অস্ত্রধারী প্রহরীরা গিয়ে তার সাথে মিলিত হবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' সে বলবে, 'ওই ব্যক্তির কাছে যে আবির্ভূত হয়েছে।' তখন তারা বলবে, 'তুমি কি আমাদের রবের প্রতি ঈমান আনবে না?' সে বলবে, 'আমাদের রবের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই!' এরপর তারা বলবে, 'একে হত্যা করো।' তারপর তাদের মধ্যে কয়েকজন বলবে, 'তোমাদের রব কি তোমাদেরকে তার অনুমতি ব্যতীত কাউকে হত্যা করতে নিষেধ করেন নি?" অতঃপর তারা তাকে দাজ্জালের কাছে নিয়ে যাবে। যখন ঈমানদার ব্যক্তি দাজ্জালকে দেখতে পাবে তখন বলবে, 'হে জনগণ! এই তো সেই দাজ্জাল যার কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে গেছেন।' এরপর দাজ্জাল তাকে চিৎ করে রাখার আদেশ দিবে; তারপর সে বলবে, তাকে বেঁধে ফেল এবং রক্তাক্ত না হওয়া পর্যন্ত আঘাত করতে থাকো।' এরপর তার পেট ও পিঠে ভীষণ আঘাত করা হবে; তারপর দাজ্জাল জিজ্ঞেস করবে, 'তুমি কি আমার প্রতি ঈমান আনবে না?' সে বলবে, 'তুমি তো মিথ্যাবাদী মাসীহ।' এরপর দাজ্জাল তার দুই পা পৃথক করে দ্বি-খণ্ডিত করা পর্যন্ত তাকে করাত দিয়ে চিড়ে ফেলার জন্য আদেশ করবে। অতঃপর দাজ্জাল খণ্ডিত টুকরাদ্বয়ের মাঝখানে এসে তাকে লক্ষ্য করে বলবে, 'উঠো' তখনই তিনি উঠে দাঁড়াবেন। তারপর আবার দাজ্জাল তাকে জিজ্ঞেস করবে, 'এবার তুমি আমার প্রতি ঈমান আনবে কি?' ঈমানদার এর উত্তরে বলবে, 'আমি তো তোমার বাস্তবতা সম্পর্কে আমার অন্তর্জ্ঞান বরং আরও বৃদ্ধি পেল।' এরপর ঐ ঈমানদার বলবে, 'হে লোক সকল! সে আমার সাথে যা করেছে এরপরে আর কোন মানুষের সাথে তা করতে পারবে না।' অতঃপর দাজ্জাল তাকে হত্যা করার জন্য ধরবে। তার গলা ও ঘাড়ের মধ্যবর্তী সকল স্থান ধাতব পদার্থে পরিণত হয়ে যাবে, এভাবে দাজ্জাল তাকে হত্যা করার কোন পথ খুঁজে পাবে না। অতঃপর তার হাত পা ধরে তাকে নিক্ষেপ করবে। মানুষ ধারণা করবে তাকে সে আগুনে ফেলে দিয়েছে অথচ তাকে জান্নাতে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের নিকট এই ব্যক্তিটি শাহাদাতের ব্যাপারে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। [আবু সা'ঈদ আল-খুদরী হতে মুসলিমে বর্ণিত]।

